শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

নকল হইতে সাবধান

মান্যবর গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন, আপনারা বিশ্বস্ত দোকান থেকে যাচাই করে 'জয়রাম' দত্ত সাবান ক্রয় করিবেন।

জয়রাম দত্ত সোপ ওয়ার্কস

পূর্ব্ব বাজার, করিমগঞ্জ

কপিরাইট রেজি: A-101244/2013

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৫২ | শিলচর ◻ রবিবার ◻ ৭ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ২১ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

নিয়োগ কেলেংকারি, গ্রেফতার ২ আধিকারিক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন: মৎস্য উন্নয়ন নিগমে নিয়োগ কেলেংকারি মামলায় শনিবার জেল থেকেই দুই এসিএস আধিকারিককে গ্রেফতার করল সিআইডি। ধৃত দুই এসিএস আধিকারিক হলেন নরেন চন্দ্র বসুমতারি এবং অনুরাধা অধিকারী শর্মা। সিআইডি-র মামলায় (১৭/২০২২) এদিন দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর দু'জনকেই আদালতে তোলা হয়। সবকিছু শোনার পর দু'জনকেই দু'দিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের মামলায় কয়েকদিন আগেই সংশ্লিষ্ট দুই এসিএস আধিকারিক সহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছিল দুর্নীতি দমন শাখা। প্রায় চার বছর আগে মৎস্য উন্নয়ন নিগমে সংঘটিত নিয়োগ কেলেংকারির মামলায় এদিন জেল থেকে দুই এসিএস আধিকারিক

এরপর ছয়ের পাতায়

বলিন চেতিয়াকে এজিসিএল-র অধ্যক্ষের দায়িত্ব

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : মন্ত্রিসভায় মরান, মটক জনগোষ্ঠীর কোনও জনপ্রতিনিধিকে স্থান না দেওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন এখন দু'টি জনগোষ্ঠীর মানুষ। গত শুক্রবার সকাল পাঁচটা থেকে ৪৮ ঘণ্টার তিনসুকিয়া-ডিব্রুগড় বন্ধ কর্মসূচিও চলছে তাদের। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে শনিবার মরান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তথা শদিয়ার বিধায়ক বলিন চেতিয়াকে আসাম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের (এজিসিএল) অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ হিসেবে ক্যাবিনেট মর্যাদাও পাবেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গেও দেখা করেন বিধায়ক চেতিয়া।

উল্লেখ্য, বন্ধের দ্বিতীয় দিনে এদিন তিনসুকিয়ায় বাজার-হাট, দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল। রাস্তায় যানবাহন চলাচল ছিল না বললেই

এরপর ছয়ের পাতায়

নবজাতকের মৃত্যুর হার হ্রাস রাজ্যে, মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অসম যে এগিয়ে চলেছে, নবজাতকের মৃত্যুর হার হ্রাসের পরিসংখ্যানে তার প্রমাণ মিলেছে। সামাজিক মাধ্যমে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, এক দশক আগে নবজাতকের মৃত্যু অনেক পরিবারের জন্য ছিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। ২০১৪ সালে প্রতি হাজারে ৪৯ জন নবজাতকের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২৪ সালে সেই সংখ্যাই ২৯-এ দাঁড়িয়েছে। ৪৯ থেকে বর্তমানে ২৯-এ হ্রাস পাওয়াটা রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য সফলতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, মাতৃ-শিশুর যত্ন এবং জনসচেতনতার ফলে রাজ্যের শিশুরা এখন সুস্থ জীবন লাভ করছে। আর এই সাফল্যকে সামনে রেখেই আগামী দিনে সরকার আরও সক্রিয়তার সঙ্গে

এরপর ছয়ের পাতায়

আমাদের মুছে ফেলা যাবে না, দিল্লিতে ককরোচ পার্টির হুঙ্কার

হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি নয়, শিক্ষা কেলেঙ্কারি কাণ্ডে মন্ত্রী ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার দাবি

পথে নামল ককরোচ পার্টি, দিল্লির যন্ত্রর-মন্তরে বিক্ষোভ। শনিবার।

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : আর সামাজিক মাধ্যমে হইচই নয়, এবার পথে নামল হালে দেশকে নাড়িয়ে দেওয়া সামাজিক সংগঠন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। শনিবার দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তুলাধোনা করলেন পার্টির নেতারা। একরাশ ক্ষোভ ঝেড়ে ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে প্রশ্ন তোলেন, 'আমাদের পোস্ট ডিলিট করতে পারেন, কিন্তু আমাদের মুছে ফেলতে পারবেন না। আর কতদিন হিন্দু-মুসলিমের রাজনীতি করবেন। 'অভিজিতের সাফ কথা, 'দেশের যুব প্রজন্ম আর ভয় পাচ্ছে না। আর ভয় পাবে না। প্রায় একমাস ধরে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি করে আসছি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে! এই নির্লজ্জরা সেই লক্ষ্যে কোনও পদক্ষেপ না করে আমাদের সোশাল মিডিয়ায় ব্যান করা, আমাদের পোস্ট নিষিদ্ধ করা, এসব করছেন। 'সব মিলিয়ে পাঁচটি দাবি করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ছাড়াও তাঁদের দাবি, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন, মণিপুরে স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে নজর দেওয়া এবং সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা।

এদিন খানিক অপ্রত্যাশিতভাবেই সিজেপির বিক্ষোভের অনুমতি দেয় দিল্লি পুলিশ। শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, কোনওরকমভাবে কোনও অশান্তির পরিবেশ যাতে তৈরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। অভিজিৎ দীপকেকে গ্রেফতার করা তো দূর, উল্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ তাঁকে বিশেষ নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু কেন সরকারের এই মনবদল? আসলে খাতায়কলমে কোনও রাজনৈতিক দল না হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে দেশের বড় দলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এই 'পার্টি'। তাছাড়া নিট, সিবিএসই-সহ একাধিক ইস্যুতে সরকার এমনিতেই চাপে। তার উপর ককরোচ পার্টির বিক্ষোভে কোনও অশান্তি হলে, সেটার দায়ও সরকারের উপর পড়ত। সেকারণেই শান্তিপূর্ণভাবে যাতে বিক্ষোভপর্ব মিটে যায় সেটা নিশ্চিত করতে চায় কেন্দ্র। তাছাড়া এভাবে শুধু জেন জি-র বিক্ষোভ দেশে প্রথম। তাই সরকার চাইছিল না এমন পরিস্থিতি তৈরি হোক, যাতে জেন জির ক্ষোভ আরও বাড়ুক। তবে ককরোচ পার্টির সমর্থকরা যতই নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করুক, তাঁদের এদিনের বিক্ষোভেও লেগে গিয়েছে রাজনীতির রং। যন্তরমন্তরে দেখা গিয়েছে এআইএসএ, এসএফআই-র মতো বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের। আপ সদস্যদের একাংশও বিক্ষোভে ছিল। গিয়েছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। বিক্ষোভকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুরও।

ককরোচ জনতা পার্টির এই ক্ষোভের মূলে রয়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক কিছু বড়সড় গলদ। সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দিপকে মূলত দু'টি বড় ইস্যু নিয়ে মোদি সরকারের জবাবদিহি চেয়েছেন। প্রথমটি, অতি নিট-ইউ জি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং দ্বিতীয়টি হল সিবিএসই (বোর্ডের ওএসএম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মারাত্মক অনিয়ম। লাখ লাখ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে দাবি সিজেপি-র।

যন্তরমন্তরের এই বিক্ষোভ

এরপর ছয়ের পাতায়

'বিকশিত অসম' গড়তে সরকারি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

পিএম আবাসে অসমে ১৬৮১০টি নতুন ঘর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই ২.০)-র অধীনে অসমে আরও ১৬ হাজার ৮১০টি নতুন ঘর নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে। শনিবার এই তথ্য জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষাধিক পরিবার পাকা বাড়ির সুবিধা পেয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই আরও ২৭,৫৪৪টি নতুন ঘরের অনুমোদন দেবে কেন্দ্র এবং এজন্য ২২০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

একই দিনে 'বিকশিত অসম' গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে রাজ্য সরকারের শতাধিক আইএএস ও জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করে উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ের অগ্রাধিকার বার্তা দেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে অসমের লক্ষাধিক পরিবার ইতোমধ্যেই নিজেদের পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে। নতুন করে ১৬,৮১০টি ঘর অনুমোদনের ফলে আরও বহু পরিবার নিরাপদ ও স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ পাবে। তাঁর কথায়, এই ঘরগুলি শুধু মাথার ওপর একটি ছাদ নয়, বরং হাজার হাজার পরিবারের জীবনে নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং উন্নত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবে।

এদিন লোকভবনে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের শতাধিক সচিব ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, তা ধরে রাখার পাশাপাশি রাজ্যকে উন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনকল্যাণের সূচকে দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত করতে হবে। তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, সহযোগিতা এবং অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার উপর জোর দেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সরকারের প্রতিটি উদ্যোগ, প্রতিটি সংস্কার এবং প্রতিটি ফলাফল এমন হওয়া উচিত, যা ভারতের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন যাত্রায় অসমের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে। একইসঙ্গে নীতিগত বিষয়ে নির্ভয়ে মতামত প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসনিক কাজে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিনম্রতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। বৈঠকে আধিকারিকদের তিনি বলেন, 'আপনারা নীতিগত বিষয়ে কোনও রকম ভয় না পেয়ে স্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত তুলে ধরুন। তবে জনসেবার ক্ষেত্রে বিনম্রতা, সততা,

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটির লোকভবনে শনিবার।

রাজ্যপাল সকাশে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যের সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যায় দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পাশাপাশি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। লোকভবনে আয়োজিত 'স্নেহ মিলন' শীর্ষক এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজ্যের শান্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন রাজ্যপাল।

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শপথ গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের সরকারি বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান রাজ্যপাল। এটাই হয়ে আসছে। কিন্তু কোভিডের সময় এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হয়নি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করে ফের একই প্রথা শুরু করলেন রাজ্যপাল। নতুন মন্ত্রীদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতে পরামর্শ দেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য।

গোয়ালপাড়ার স্কুলে টিফিনে গোমাংস নিয়ে উত্তেজনা, গ্রেফতার অভিভাবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ের হাবরাঘাট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টিফিনে গোমাংস আনা এবং দুই হিন্দু সহপাঠীকে সেটা খাওয়ানোর চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার জেরে দায়ের হওয়া মামলায় এক ছাত্রের মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনায় নাম জড়ানো আরও চার নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন জেলা কমিশনার প্রদীপ তিমুং এবং পুলিশ সুপার নবনীত মহন্ত। অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ৫ জুন বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় নবম শ্রেণির পাঁচ মুসলিম ছাত্র বাড়ি থেকে গোমাংস নিয়ে আসে এবং শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই তা খায়। অভিযোগকারী দুই ছাত্রের পরিবারের দাবি, ওই সময় পাঁচ ছাত্র দুই হিন্দু সহপাঠীকেও মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করে। তারা আপত্তি জানালে তাদের হেনস্তা করা হয়। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর দুই ছাত্র প্রথমে বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক মহিবুলকে বিষয়টি জানায়। তবে তিনি সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের সতর্ক করলেও ঘটনাটি প্রকাশ্যে না আনার পরামর্শ দেন। পরে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদেরও বিষয়টি জানানো হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দুই ছাত্র পুরো ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানায়। এরপর তাদের অভিভাবকরা কৃষ্ণাই

দুই হিন্দু সহপাঠীকে খাওয়ানোর চেষ্টায় আটক ৪ নাবালকও

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কৃষ্ণাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনন্দ রাভা অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে গোমাংস আনার অভিযোগ উঠেছে, সেই সুমিত আলমকে আটক করার পাশাপাশি তার মা নুর শাহিদা বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে হাজির করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো

এরপর ছয়ের পাতায়

'মাওবাদী মুক্ত' ছত্তিশগড়ে পুরভোটে এগিয়ে বিজেপি, টক্কর কংগ্রেসেরও

রায়পুর, ৬ জুন : গোটা দেশকে মাওবাদীমুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাও উপদ্রুত রাজ্য ছত্তিশগড়ে এখন মুক্ত বাতায়ন। তবে ওই মুক্ত বাতায়নের প্রথম নির্বাচনে কিছুটা ধাক্কা খেল বিজেপি। প্রায় সমানে সমানে লড়াই করে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিল কংগ্রেস।

ছত্তিশগড়ের নবগঠিত পাঁচটি নগর পঞ্চায়েত এবং কিছু পুরসভার শূন্য ওয়ার্ডগুলির জন্য ১ জুন ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ভোটদানের হার ছিল ৮৪.৫৮ শতাংশ। ওই নির্বাচনের ফলাফল বলছে, মোট পাঁচটি নগর পঞ্চায়েত বা পুরসভার মধ্যে বিজেপির দখলে গিয়েছে ৩টি। বাকি দু'টি কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে। বিজেপি জয়ী হয়েছে জঞ্জগীর-চম্পা জেলার বামহনিডি, সুরজপুর জেলার শিবানন্দনপুর এবং কবীরধাম জেলার সাহসপুর-লোহারা পুরসভা। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে রাজনন্দগাঁও জেলার ঘুমকা এবং বালোড জেলার পালারি পুরসভার চেয়ারপার্সন পদ। মোট ৭১টি

এরপর ছয়ের পাতায়

মিতব্যয়িতার বার্তা দিয়ে এক গাড়িতে ৫ মন্ত্রী, প্রশংসা হিমন্তের

মিতব্যয়িতার উদাহরণ দিয়ে এক সঙ্গে রাজ্যের পাঁচ মন্ত্রী। শনিবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : সরকারি ব্যয় কমানো এবং জনজীবনে মিতব্যয়িতার বার্তা দিতে একসঙ্গে একটি গাড়িতে সফর করলেন অসম সরকারের পাঁচ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, কৌশিক রায়, কৃষ্ণেন্দু পাল, সুশান্ত বড়গোঁহাই এবং অশোক সিংহল। তাঁদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সুশান্ত নিজেই গাড়িটি চালান এবং তাঁরা একসঙ্গে বিজেপি কার্যালয় বাজপেয়ী ভবনে উপস্থিত হন।

শনিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও তুলে ধরে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

এরপর ছয়ের পাতায়

ন'ফুট বার্মিজ পাইথনে শিলচরে থমথমে সকাল, আতঙ্ক ছড়াল শিশুবিতান চত্বরে

স্কুলের গাছে সাপ!

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : সকালের আড়মোড়া ভেঙে সবে ব্যস্ততার দৌড়ে সামিল হব হব করছে শহর। তখনই চাঞ্চল্য ছড়াল শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পাশের শিশুবিতান স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। একটি বড় গাছের ডালে নিঃশব্দে জড়িয়ে ছিল প্রায় ৯ ফুট লম্বা এক বিশাল বার্মিজ পাইথন। সেই সাপ দেখে মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়ায় অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন বাসিন্দা প্রথম গাছের ডালে বিশাল আকৃতির সাপটিকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গেই খবর পৌঁছায় সর্প উদ্ধারকারী ত্রিকাল চক্রবর্তীর কাছে। তিনি দ্রুত তাঁর সহযোগী দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। স্কুল সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বাড়ে আরও কয়েকগুণ। শিশুদের নিয়মিত যাতায়াত, পাশাপাশি আশপাশে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় থাকায় এলাকায় তৎক্ষণাৎ সতর্কতা জারি করা হয়। উদ্ধারকারী দল প্রথমে পুরো এলাকা ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে কোনওভাবেই আতঙ্ক বা দুর্ঘটনা না ঘটে।

এরপর ছয়ের পাতায়

নেহরুর রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়বেন মোদি

দীর্ঘ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী!

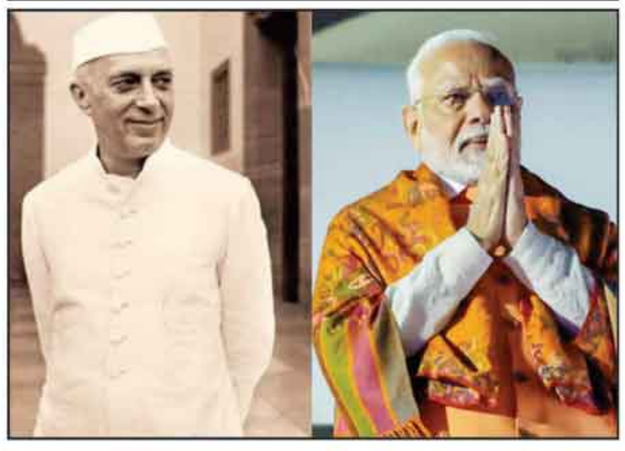

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুকুটে আরও একটি নতুন পালক। দেশের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে একটানা প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার নতুন রেকর্ড করতে চলেছেন তিনি। আগামী সপ্তাহে ১০ জুনই নতুন এই নজির গড়তে চলেছেন মোদি। ওই দিন ভেঙে যাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরুর টানা প্রধানমন্ত্রিত্বের রেকর্ড। যা অতিক্রম করে দেশের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হবেন মোদি।

৬২ বছর ধরে দেশের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রেকর্ড ছিল জওহরলাল নেহরুর। ১০ জুন সেই রেকর্ডই ভেঙে একটানা ৪,৩৯৯ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৫২ সালের ১৩ মে। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে, যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় সেই দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৪,৩৯৮ দিন তিনি একটানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন ২০১৪ সালের ২৬ মে। পর পর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জয় লাভ করেন তিনি। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ৪,০৭৭ দিনের একটানা প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড ভেঙেছিলেন। আগামী ১০ জুন তিনি জওহরলাল নেহরুর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ডও ভাঙতে চলেছেন তিনি। ওই দিন মোদির কার্যকালের ৪৩৯৯তম দিন।

নেহরুর সময়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশকে গড়ে তোলা ও তার উন্নয়নকে মূলত সরকারের দায়িত্ব হিসাবে দেখা হলেও মোদি সরকারের যুক্তি ছিল ভিন্ন। ১৪০ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার দেশে শুধুমাত্র সরকারি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে স্যানিটেশন, জল সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো বৃহৎ লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই নাগরিকদের শুধু সুবিধাভোগী নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। নরেন্দ্র মোদির কার্যকালে বারবার উঠে এসেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, ডিজিটাল পেমেন্ট, জল সংরক্ষণ, টিকাকরণ কর্মসূচি-সহ একাধিক প্রকল্পকে জনআন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টার মতো প্রসঙ্গ। তা-ই এগিয়ে নিয়ে চলেছে মোদিকে। যার সামনে নতুন রেকর্ড তৈরি হওয়ার অপেক্ষায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন:
২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

UROLOGIST
স্বনামধন্য কিডনি বিশেষজ্ঞ Dr. Joy Narayan Chakraborty, MS, FRCS, DNB (Double), MCH বর্তমানে কলকাতার প্রসিদ্ধ FORTIS হাসপাতালে কর্মরত। আগামী 21 June 2026 স্থানীয় MEDINOVA হাসপাতালে সকল ধরনের Kidney, ureter, Bladder Stone, Prostate এবং অন্যান্য Urinary জটিল রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে LASER-MACHINE-এর দ্বারা অপারেশন করিবেন। নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন 20 June, 2026.
(M) 6900280695

AFFIDAVIT
I, ROMA CHHETRI, W/O.-LATE MOTILAL CHHETRI and D/O.-LATE BABULAL CHHETRI, resident of Vill.-Jaifarpur, P.O. & P.S.-Silchar, Dist.-Cachar, Assam, do hereby solemnly declare that my correct name is "Roma Chhetri" which has been recorded in all Official and Non-Official records/documents like Elector Photo Identity Card vide No.LSY4337579, PAN Card vide No.BERPC4080E, Savings Bank Account of SBI Bazar Branch, Silchar vide A/C No.10414427983 but inadvertently in the Pension Records / Documents (CPAO site) my name has been wrongly recorded as "RAMA DEVI", "ROMA DEVI CHHETRI" instead of my actual and correct name/surname "ROMA CHHETRI" and for future correction of my name in my PPO Documents, I made an affidavit before the Magistrate,Cachar at Silchar on this the 4th day of June, 2025 vide Certificate No. IN-AS39461682265521Y to declared that "ROMA CHHETRI", "ROMA DEVI CHHETRI" and "RAMA DEVI" is the name of one and same person i.e. myself and the same to be submitted to the concerned authorities as and when required for correction of my actual and correct name "Roma Chhetri" in the Pension Records/ Documents (CPAO Site)
ROMA CHHETRI, Deponent

SALES STAFF REQUIRED
A renowned cloth Store in Sribhumi town where Sales staff (Male) with 5 (Five) years experience. Contact with mobile number
8134930857

হারিয়েছে
কলেজ থেকে বাড়ি যাবার পথে অন্যান্য জরুরি নথিপত্রের সঙ্গে আমার করিমগঞ্জ পলিটেকনিকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আর সি নং:-১২১৮৩৭) হারিয়েছে। কোনও হৃদয়বান ব্যক্তি লাভ করলে দয়া করে যোগাযোগ করবেন।
নয়ন কান্তি দে
পিতা: অরূপ কান্তি দে
গ্রাম: দরখিখাল গ্রান্ট
পিন: ৭৮৮১১৬
মোবাইল: ৮৭৮৭৩৫৪৫৪৫

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

পাথারকান্দির মোরাল পুলিশিং কাণ্ডে আহতদের পাশে শিলচরের সুশীল সমাজ

চিকিৎসায় গাফিলতি হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: পাথারকান্দিতে কথিত 'মোরাল পুলিশিং'য়ের শিকার হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই যুবকের পাশে দাঁড়িয়েছে শিলচরের সুশীল সমাজ। শনিবার সামাজিক সংগঠন হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি শিহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয় এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে।

প্রতিনিধি দল পরে হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ দেবব্রত সিনহা, শল্যচিকিৎসক ডাঃ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ও ডাঃ অপূর্ব চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করে আহতদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। চিকিৎসকরা প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করে জানান, আহতদের চিকিৎসায় কোনও ধরনের অবহেলা করা হচ্ছে না। শরীরে বিদ্ধ গুলি অপসারণের জন্য শীঘ্রই অস্ত্রোপচার করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্জারি বিভাগের প্রধান জানান, অস্ত্রোপচারের সময় রক্তের প্রয়োজন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেন, বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের মানুষ এই অসহায় পরিবারের পাশে রয়েছেন। রক্তের প্রয়োজন হলে একসঙ্গে হাজারো যুবক-যুবতী রক্তদানে এগিয়ে আসবেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি বা অবহেলা পরিলক্ষিত হলে শিলচর সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার মানুষকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে তারা বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। অবশ্য ডাঃ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য পুনরায় আশ্বস্ত করে বলেন, আহতদের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছে। এদিন প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে আহতদের পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সহায়তাও তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন 'আমরা বাঙালি'-র অসম রাজ্য সচিব প্রধান সাধন পুরকায়স্থ, সিআরপিসির আলি রেজা ওসমানি, সামাজিক সংগঠন ইয়াসির প্রধান বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জীব রায়, লেখিকা বিজয়া কর সোম, হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের আব্দুল রৌফ চৌধুরী, রেজাউল করিম বড়ভূইয়া, মিলন উদ্দিন লস্কর, সামিনুল হক বড়ভূইয়া, মশরুরূল বারি, বাবর লস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রতিনিধি দল সংবাদমাধ্যমকে জানান, ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের 'মোরাল পুলিশিং' করতে সাহস না পায়।

উল্লেখ্য, গত ১ জুন পাথারকান্দির মামবাড়ির ইসলাম উদ্দিন (১৫), আমির উদ্দিন (১৬) ও জিল্লাল আহমদ নিজেদের হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজতে পার্শ্ববর্তী নালুগাঁও মণিপুরি বস্তি এলাকায় গেলে স্থানীয় কয়েকজন লোক তাদের গরু চোর সন্দেহ করে বেধড়ক মারপিট এমনকী এয়ারগান দিয়ে গুলি করা হয়। পরিবারের সদস্যরা এসে উদ্ধার করেন তাদের। পরিবারের সদস্যদেরও মারপিট করা হয়। পরে আহতদের সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

রাঙ্গিরখাড়িতে জুয়ার আসরে পুলিশের অভিযান, ধৃত ১১

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: শহরের রাঙ্গিরখাড়িতে জুয়ার আসরে অভিযান চালালো পুলিশ। শুক্রবার রাতের এই অভিযানে ধরা পড়েছে ১১ জন। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ ৬৫ হাজার টাকা। গ্রেফতার করা হয়েছে পাবলিক স্কুল রোডের রূপক ঘোষ (৪৪), শিবকলোনির মিন্টু সূত্রধর (৩৯) ও রূপক সাহা (৩৮), কনকপুর প্রথম খণ্ড বিবেকানন্দ লেনের বিজয় রায় (২৬), মেহেরপুর পুষ্পবিহার লেনের দুলাল সরকার (৪৫) ও সঞ্জয় নমশূদ্র (৩৮), কনকপুর দ্বিতীয় খণ্ডের সুরজিৎ পাল (৪১), সুভাষনগরের মিন্টু দেব (৩৩), রাঙ্গিরখাড়ির গোবিন্দ কংসবণিক (৩০), শরৎপল্লী লেন নম্বর ২-র মুকুন্দ চক্রবর্তী (৫২) এবং মেহেরপুর শিবালিক পার্কের অরূপ দাস ওরফে অভি (২৭) এই ১১ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে রাঙ্গিরখাড়ি মোড়ে একটি বন্ধ দোকানের ভেতর চলছিল জুয়ার আসর। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়।

কাছাড় কৃষি দফতরে একযোগে ৫ জনকে বিদায় সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: শনিবার শিলচরে জেলা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয়ে পাঁচজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় আধিকারিক কর্মীদের মানপত্র, সম্মাননা, উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান জেলা কৃষি আধিকারিক কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তী সঙ্গে ছিলেন বিভাগীয় মহকুমা কৃষি আধিকারিক জয়নাল আবেদিন, নেকিবুর জামান, কৃষি বিভাগের প্রাক্তন জ্যেষ্ঠ কর্মী অসীম দেব সহ কাছাড়ের বিভিন্ন এলাকার কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সহ কৃষি দফতরের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ। সভায় বক্তারা অবসরপ্রাপ্তদের সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা এবং শুভকামনা জানান। জেলা কৃষি আধিকারিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, চাকরি সূত্রে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পরিবারকে অনেক সময় উপযুক্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয় উঠে না, তাই অবসরকালীন জীবন সুস্থভাবে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে তিনি শুভকামনা জানান। বিদায়ী ব্যক্তিরা চাকরিজীবনের নানা আঙিনায় হওয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, এই বিদায়ী সভায় সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিক ড. নিখিলচন্দ্র দাস, কৃষি পরিদর্শক জয়ন্তকুমার দেব, বিভাগের কর্মী খালিদ আজম বড়ভুইয়া, নিরঞ্জন দাস, অঞ্জনকুমার নাথকে সম্মানিত করা হয় দফতরের তরফে। সংবর্ধনা শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিদায়ী অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তথা দফতরের সহকারী কৃষি পরিদর্শক অজয় রায়।

লক্ষীপুর পুলিশের বড় সাফল্য, আড়াই কুইন্টালেরও বেশি গাঁজা উদ্ধার

কবীর আহমেদ, লক্ষীপুর, ৬ জুন: কাছাড় জেলার লক্ষীপুর পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। সিডিপিও পৃথ্বীরাজ রাজখোয়া এবং বাঁশকান্দি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রিপন বড়ভুইয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রথমে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আরও ২ কুইন্টাল ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বাঁশকান্দি এমভি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক অটোরিকশায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় ছয়টি সিল করা প্যাকেট থেকে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হল পাওনা সিংহ (৫৫), মণিপুরের ইম্ফল পূর্ব জেলার কাংলা গ্রামের বাসিন্দা এবং রাজীব সিংহ, কাছাড় জেলার ধলাই থানার অন্তর্গত সুন্দরী গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ তাদের কাছ থেকে গাঁজাভর্তি প্যাকেট, এএস-১১ এফসি-৯৫৫৯ নম্বরের একটি বৈদ্যুতিক অটোরিকশা এবং দু'টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। পরবর্তীতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কচুগ্রাম ও ধলাই থানা সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ২ কুইন্টাল ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ফলে উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩৪০ কেজি।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ গাঁজার বাজারমূল্য ২ কোটিরও বেশি। এ ঘটনায় এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে লক্ষীপুর পুলিশ। মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাবালিকা সহ তিন যুবতী নিরুদ্দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষা, ৬ জুন: লক্ষা শহরের পার্শ্ববর্তী কাকিবি ২ জন নাবালিকা সহ ১ জন যুবতী নিরুদ্দেশের ঘটনায় অঞ্চলজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, কাকির ডিমরু পাথার জয়পুর বিহারী বস্তির চন্দন চৌহানের দুই মেয়ে স্বপ্না কুমারী, বয়স ১৭, সুস্মিতা চৌহান, বয়স ১৫ এবং রমেশ চৌহানের মেয়ে শোয়াতী কুমারী, বয়স ২০ নিরুদ্দেশ। গত ৩০ মে রাতে তেমনি তিনটি নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে একটি ই-রিক্সা করে লক্ষা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করে যদিও ই-রিক্সা চালক এই তিন মেয়েকে চিনতে পেরে লক্ষায় যাওয়ার জন্য বাধা দেওয়া সত্ত্বেও এই তিনজন মেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যেই কাকি থানায় নিরুদ্দেশ সম্পর্কে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক ই-রিক্সা চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

অবসরপ্রাপ্ত ডিআরডিএ কর্মী হীরক চক্রবর্তী প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: ডিআরডিএ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হীরক চক্রবর্তী আর নেই। তারাপুর চাঁদমারি রোডের বাসিন্দা প্রয়াত অনিলকুমার চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র হীরক চক্রবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী প্রতিমা চক্রবর্তী, এক কন্যা সুস্মিতা চক্রবর্তী এবং জামাতা শিবায়ন ভট্টাচার্য সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ।

তিনি রাজ্য সরকারের ডিআরডিএ বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং ২০২০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম ও সংসার জীবনে তাঁর সহজ স্বভাব, মিশুক ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত। শুক্রবার রাতে শিলচর শ্মশানে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২৬ উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর সেন্ট্রালের উদ্যোগে শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে এক সচেতনতামূলক সভা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর ৩১ মে দিবসটি পালিত হলেও এ বছর দিনটি রবিবার হওয়ায় অনুষ্ঠানটি ১ জুন অনুষ্ঠিত হয়। আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন পরিচালিত ও টাটা ট্রাস্টস সমর্থিত শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের রোগী, তাঁদের স্বজন এবং সহায়ক কর্মীরা। অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে লায়ন্স ক্লাবের সদস্য লায়ন সুভাষচন্দ্র চৌধুরী তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি তামাকের ইতিহাস, উৎপত্তি, চাষাবাদের সময় ব্যবহৃত রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় উপাদানের ক্ষতিকর দিক এবং মানবস্বাস্থ্যের ওপর এর বহুমাত্রিক প্রভাব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, সিগার, গুটখা ও নস্যি সহ বিভিন্ন তামাকজাত পণ্যের নাম ও ব্যবহার ভিন্ন হলেও সবগুলোর মূল উপাদান তামাক এবং প্রত্যেকটিই সমানভাবে ক্ষতিকর। তামাক সেবনের ফলে ক্যান্সার, হৃদরোগ সহ বহু জটিল ও প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। মানবদেহের এমন কোনও অঙ্গ নেই যা তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে তিনি উল্লেখ করেন। উপস্থাপনার সময় দাঁত, জিহ্বা ও গলার ক্যান্সারের বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করা হলে উপস্থিত অনেকেই বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বক্তা জানান, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সরাসরি তামাক সেবনের কারণে ঘটে। পাশাপাশি তিনি একটি পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান, প্রতিদিন মাত্র ২০ টাকা তামাকের পেছনে ব্যয় করলেও ২০ বছরে সেই ব্যয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় পৌঁছে যায়, যার সঙ্গে যুক্ত হয় বিপুল চিকিৎসা ব্যয়। তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আক্রান্ত হলে পুরো পরিবারকে আর্থিক ও সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর তথ্যভিত্তিক ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে উপস্থিত কয়েকজন তামাক সেবন ত্যাগের অঙ্গীকারও করেন।

অনুষ্ঠানে শিলচর ক্যান্সার সেন্টারের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ফুলকুমারী তালুকদারের উপস্থিতিতে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ফল ও পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সচেতনতামূলক সভার পর আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নিম, লিচু সহ বিভিন্ন প্রজাতির মোট ৫০টি চারা রোপণ করা হয়। আয়োজকদের আশা, ভবিষ্যতে এসব গাছ পরিবেশ সংরক্ষণ, অক্সিজেন উৎপাদন এবং ফল সরবরাহের মাধ্যমে সমাজের উপকারে আসবে। অনুষ্ঠান দু'টির নেতৃত্ব দেন লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর সেন্ট্রালের সভাপতি লায়ন সৌমিক সেন, সম্পাদক লায়ন জয়ন্ত দেব এবং জোন চেয়ারম্যান লায়ন প্রদীপ ঘোষ। শিলচর ক্যান্সার সেন্টারের প্রশাসনিক আধিকারিক এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা অনুষ্ঠান সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধোয়ারবন্দ, ৬ জুন: পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিল, সকল বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত হারে বেকার ভাতা প্রদানের দাবিতে শুক্রবার ধোয়ারবন্দ বাজারে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন (এআইডিওয়াইও)-র কাছাড় জেলা কমিটি। বিক্ষোভ চলাকালীন সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দেন এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি দিলীপকুমার রী এবং রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক বিজিতকুমার সিনহা। বক্তারা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পদ বিলুপ্ত করা এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে বেসরকারিকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সংকুচিত হচ্ছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। এনটিএ-র মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বক্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের দুর্নীতির কারণে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এবং মানসিক চাপে বহু শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অপরাধ কঠোর হাতে দমন করার দাবি জানান তাঁরা। বক্তারা আরও বলেন, যুবসমাজের সমস্যা সমাধান এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সুজিত আঁকুরা, দিলীপ কালোয়ার, সুবীর রায় সহ অন্যান্য কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ দিবসে ওয়েস্ট শিলচর কলেজে বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ৫ জুন ওয়েস্ট শিলচর কলেজে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিটের উদ্যোগে এবং অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কোষ (আইকিউএসি)-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

দিবসের সূচনায় কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ড. তাজ উদ্দিন খান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আয়োজকরা জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব সমাজ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. তাজ উদ্দিন খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায়, আইকিউএসি-র সমন্বয়ক বাহারুল ইসলাম বড়ভুইয়া, বাংলা বিভাগের প্রধান রিনি বেগম লস্কর, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা চন্দ্রিমা সেন, জ্যেষ্ঠ সহকারী আব্রাহ আলি লস্কর, ছাত্রসংসদের সদস্যবৃন্দ এবং এনএসএস ইউনিটের কর্মসূচি আধিকারিক ড. সাদিক আহমদ লস্করের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

মওলানা তৈয়বুর রহমান বড়লস্কর প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ৬ জুন: উধারবন্দ লাঠিগ্রাম এলাকার বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী মওলানা তৈয়বুর রহমান বড়লস্কর আর নেই। শুক্রবার দুপুর বারোটায় তিনি বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল প্রায় ৮২ বছর। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা জামাতা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণের খবরে লাঠিগ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা যায়, মওলানা তৈয়বুর রহমান বড়লস্কর শৈশবকাল থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি দারুল উলুম বাঁশকান্দি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে প্রয়াত মওলানা আহমদ আলির নির্দেশনায় দীর্ঘ প্রায় চার দশক বাঁশকান্দি মাদ্রাসার উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা ও বহিরাজ্যের মাদ্রাসা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি উধারবন্দের লাঠিগ্রাম এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন সহ বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানে এলাকাবাসীর কাছে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন উধারবন্দ আঞ্চলিক জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া গোড়াআলি জামে মসজিদের মোতাওয়াল্লি হিসেবে প্রায় ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তবলিগ জামাতের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর বাসভবনে ভিড় জমান এবং শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় লাঠিগ্রামে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

দিনপঞ্জিকা

রবিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৭ জুন, মুং ২১ জেলহজ (ভাং তাং ১৭ জ্যৈষ্ঠ)। অ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ফসলী মল ৭ জ্যৈষ্ঠ (জ্যৈষ্ঠ), সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।৩২ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৫।৩৬ গতে সূর্যাস্ত। সপ্তমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ: নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

বৃষ: ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

মিথুন: বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

কর্কট: কর্মে কঠোর প্রতিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম। পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন।

সিংহ: কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিয়ে সাবধান।

কন্যা: সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা: স্বজনবিরোধ বিয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক: স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

ধনু: আইনঘটিত সমস্যার সমাধান। সন্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর: শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ: আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

মীন: উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

পাথারকান্দিতে 'মব লিঞ্চিং'-এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশের অভিযানে আটক ৪

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৬ জুন: শুক্রবারের প্রতিবাদি আন্দোলনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার সকাল হতেই ফের উত্তাল হয়ে উঠল পাথারকান্দি শহর। গরু চুরির সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গণপিটুনির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। কথিত 'মব লিঞ্চিং' বা জনতার হাতে আইন তুলে নেওয়ার এই ঘটনাকে ঘিরে বৃহত্তর পাথারকান্দি জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। শান্তি, সম্প্রীতি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে শনিবার পাথারকান্দি শহরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে হাজারো মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমজেলা এসপির হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। শনিবার পাথারকান্দিতে।

সকাল থেকেই পাথারকান্দির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুবক, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা শহরে জড়ো হতে শুরু করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী জনসমাগম আরও বৃদ্ধি পায়। পরে বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক ধরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

মিছিল চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করো, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চক্রান্ত রুখে দাও ইত্যাদি স্লোগানে মুখর করে তোলেন সমগ্র শহর। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও কালো পতাকা নিয়ে তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। মিছিলটি প্রশাসনের কাছে নিজেদের দাবি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে পুলিশ নির্দিষ্ট স্থানে সেটিকে আটকে দেয়। এরপর আন্দোলনকারীরা জাতীয় সড়কের উপর শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং কোনও অবস্থাতেই অপরাধীদের রেহাই দেওয়া যাবে না।

পরে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল পাথারকান্দি সমজেলার এসপি অনির্বাণ শর্মা এবং পাথারকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানসজ্যোতি বরার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিতে ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু তদন্ত, প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আসুর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি সাদিক আখতার, প্রাক্তন সভাপতি রফিক আহমদ, নাসির উদ্দিন, বদরুল হক, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সামিম আহমদ, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল কাদির সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিনিধিরা।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, পাথারকান্দি বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং

এরপর সাতের পাতায়

বরাকে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের দাবি নিয়ে এনসি কলেজে আলোচনাসভা

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন তৈমুর রাজা চৌধুরী। শনিবার বদরপুর এনসি কলেজে।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বদরপুর, ৬ জুন : আগামী সোমবার ৮ জুন বদরপুর নবীন চন্দ্র কলেজে বরাক উপত্যকায় হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের দাবি নিয়ে শুরু হচ্ছে গণস্বাক্ষর অভিযান। ৬ জুন শনিবার বিকেল ২টায় নবীন চন্দ্র কলেজে এক সভার আয়োজন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণকুমার সেনের পৌরোহিত্যে এই সভায় উপস্থিত বক্তারা বরাকে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের পুরনো। ১৯৮৭ সালে শিলচর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গোপেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এই দাবি উত্থাপন করেন। ভৌগোলিক কারণে বরাক উপত্যকা অসমের মূলস্রোত থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলস্বরূপ অনেকেই ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যান। সংবিধানপ্রদত্ত ন্যায়বিচারের অধিকার

এরপর সাতের পাতায়

বরাক উপত্যকায় উচ্চ আদালতের বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে সরব আইনজীবী মহল

সুশীল কুমার সিনহা

সাংবাদিক সম্মেলনে বরাকের আইনজীবীরা।

কাটাখাল, ৬ জুন : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে জোরালো সুর তুলেছে লয়ার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি। শুক্রবার পাঁচগ্রামে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বরাকের তিন জেলার আইনজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই দাবিকে সময়োপযোগী ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষকে উচ্চ আদালতের বিচার সংক্রান্ত কাজের জন্য সুদূর গুয়াহাটি যেতে হয়। দীর্ঘ পথযাত্রা, অতিরিক্ত ব্যয় এবং সময়ের কারণে অনেকেই ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে

এরপর সাতের পাতায়

মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু যুবকের, বিধায়কের আর্থিক সহায়তা

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ৬ জুন : বদরপুর সার্কলের অধীন লামারখলা গ্রামে শনিবার একটি মাটির ঘরের দেওয়াল ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাটিচাপা পড়ে বছর কুড়ির সুপাইর আহমদ নামের এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, শনিবার লামারখলা গ্রামে একটি মাটির তৈরি ঘর ভাঙার কাজ চলাকালীন হঠাৎ ঘরের একাংশ ধসে পড়ে। এতে সুপাইর আহমদ (২০) সহ কয়েকজন মাটির নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। তবে গুরুতর আহত সুপাইর আহমদকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তিনি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহত যুবকের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। তিনি নিহতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

গণপিটুনি : জুবাইর আনামের নেতৃত্বে বদরপুরে প্রতিবাদ

হিল্লোল দত্ত, এমএইচ বাহার উদ্দিন

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন বিধায়ক জুবাইর আনাম।

শ্রীভূমি ও বদরপুরঘাট, ৬ জুন : পাথারকান্দিতে সংঘটিত অপ্রত্যাশিত গরুচুরির অভিযোগে গণপিটুনির প্রতিবাদে এবং জড়িত দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি জুবাইর আনামের নেতৃত্বে বদরপুরে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ ঘটে। জুবাইর আনামের আগমন উপলক্ষে সকাল থেকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয় সমস্ত বদরপুর শহর। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন প্রশাসনের বাধার কারণে যুব কংগ্রেসের পূর্ব ঘোষিত পদযাত্রা বাতিল করতে বাধ্য হয়। পাথারকান্দি থানার নালুগাঁও এলাকায় হারিয়ে যাওয়া গৃহপালিত গরুর সন্ধানে বের হওয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের তিন যুবককে গরুচোর সন্দেহে আটক করে বেধড়ক মারধর, শারীরিক নির্যাতন এবং কথিত 'মরাল পুলিশিং'-এর শিকার করার অভিযোগ উঠেছে একদল স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হতেই গোটা এলাকা সহ উপত্যকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই অভিযোগ ঘিরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন দল-সংগঠন সর্বত্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। শ্রীভূমি জেলায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অমানবিক কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের অতিসত্বর গ্রেফতারের দাবিতে অসম রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা আলগাপুর-কাটলিছড়ার বিধায়ক জুবাইর আনাম বদরপুর থেকে শ্রীভূমি জেলা সদর পর্যন্ত এক পদযাত্রায় সংগঠনের কর্মকর্তা সহ জনগণের প্রতি বদরপুরে জড়ো হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকেই যুব কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী সহ সদস্যরা বদরপুর জড়ো হতে থাকে। এছাড়া সাধারণ জনগণও প্রতিবাদে সামিল হতে ভিড় জমায়। শনিবার সকাল হতেই পাথারকান্দি কাণ্ড নিয়ে পদযাত্রার মোকাবিলায় বদরপুর এলাকায় কড়া নজরদারি ব্যবস্থা বাড়ানো হয় করিমগঞ্জ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বদরপুর নবীন চন্দ্র কলেজের সামনে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। যথারীতি যুব কংগ্রেসের রাজ্যিক সভাপতি তথা বিধায়ক জুবাইর আনাম, হাইলাকান্দি জেলার রাইজর দলের নেতা জহিরুল ইসলাম লস্কর, শ্রীভূমি জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিজাম উদ্দিন সহ একাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বদরপুর নবীন চন্দ্র কলেজের সামনে এসে উপস্থিত হলে পুলিশ এদের

এরপর সাতের পাতায়

হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে শিলচর বারে গণস্বাক্ষর অভিযান

গণস্বাক্ষর অভিযানে সই করছেন প্রবীণ আইনজীবী অশোককুমার পালচৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ বাস্তবায়ন কমিটি, কাছাড় জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শিলচরের বিশিষ্ট ও প্রবীণ আইনজীবীগণ স্বাক্ষর করে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই গণস্বাক্ষর অভিযান আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে।

গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনি, উদ্বেগ সিপিএমের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৬ জুন : পাথারকান্দির নালুগাঁও এলাকায় গরু চুরির সন্দেহে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই নাবালকের উপর সংঘটিত প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিআই(এম) করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে নৃশংস ও উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। হামলার শিকার দুই নাবালক গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সিপিআই(এম) করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক পরিতোষ দাশগুপ্ত শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গত কিছুদিন ধরে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যা জেলার দীর্ঘদিনের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে নষ্ট করার অপচেষ্টার ইঙ্গিত বহন করছে। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের নজরে আসছে এবং তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির এবং ধর্মীয় বিভাজন ও বিদ্বেষকে উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হচ্ছে বলে তাদের ধারণা। এই ধরনের কর্মকাণ্ড সমাজে অবিশ্বাস ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।

বিবৃতিতে সিপিআই(এম) স্পষ্টভাবে জানায় যে, দল সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক হিংসা, জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির বিরোধী। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, করিমগঞ্জ তথা শ্রীভূমি জেলার বহু বছরের শান্তি, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে কোনওভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্প্রীতির পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে প্রশাসনের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রকৃত দোষীদের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছে সিপিআই(এম)। দলের মতে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা কোনও সভ্য

এরপর সাতের পাতায়

পাথারকান্দিতে গণপিটুনি, প্রতিবাদে শিলচরে বিক্ষোভ, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

শিলচর গোলদিঘি মলের সামনে যৌথ বিক্ষোভ। শনিবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : পাথারকান্দিতে দুই নাবালক দিনমজুর ভাইকে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনার প্রতিবাদে শিলচরে গোলদিঘি মলের সামনে প্রতিবাদী সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হল শনিবার। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। পাশাপাশি আহত দুই কিশোরের উন্নত চিকিৎসা এবং তাঁদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, পাথারকান্দির ঘটনা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, বরং সমাজে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা ও গণপিটুনির প্রবণতার বিপজ্জনক বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা বলেন, নিজেদের হারিয়ে যাওয়া গৃহপালিত গরুর খোঁজে বের হওয়া দুই দরিদ্র নাবালককে গরুচোরের অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। বর্তমানে তারা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রতিবাদী সংগঠনগুলির অভিযোগ, ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হলেও আরও কয়েক জন অভিযুক্ত এখনও আইনের আওতার বাইরে রয়েছে। তাঁদের মতে, আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা প্রায়শই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। তাই প্রশাসনের ওপর গণচাপ সৃষ্টি করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বক্তারা আরও বলেন, ধর্মীয় বিদ্বেষ, সামাজিক বিভাজন এবং ভয়ভীতির রাজনীতি মানুষের মানবিক বোধকে ক্রমশ ক্ষয় করছে। পাথারকান্দির ঘটনায় লোহার রড দিয়ে আঘাত, এয়ারগান থেকে গুলি চালানো এবং গণধোলাইয়ের মতো বর্বরতার উল্লেখ করে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সমাজে ঘৃণা ও উন্মাদনার পরিবেশ রুখতে

এরপর সাতের পাতায়

নিউ হাফলং রেলস্টেশনে উদ্ধার কোটি টাকার মাদক, গ্রেফতার দুই মহিলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৬ জুন : নিউ হাফলং রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় এক কোটি টাকার মাদক হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদক পাচারের অভিযোগে পুলিশ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নিউ হাফলং রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। আগরতলা বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস থেকে ওই দুই মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাদের হেফাজত থেকে ১০টি প্লাস্টিকের সাবান কেস থেকে মোট ১১৭.৯২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন অভিযানকারী পুলিশ আধিকারিকরা।

উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। সূত্রটি জানিয়েছে, তাদের কাছ থেকে দু'টি মোবাইল

এরপর সাতের পাতায়

পাথারকান্দিতে 'মব লিঞ্চিং' কাণ্ডে গ্রেফতার আরও দুই অভিযুক্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৬ জুন : গরু চুরির সন্দেহকে কেন্দ্র করে দুই ব্যক্তির উপর নির্মম গণপিটুনির ঘটনায় একের পর এক অভিযুক্তকে আটক করে তদন্তে গতি আনতে শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ প্রথমে দুদুমণি সিনহা ও ভাস্কর সিনহা নামে দুই অভিযুক্তকে আটক করে। এরপর রাতের অভিযান চালিয়ে আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। আটক হওয়া এই দুই ব্যক্তি হলেন মন্টোন সিনহা ও ভাস্কর সিনহা। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট চারজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তবে তদন্তকারী সংস্থার মতে, ঘটনার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের শনাক্ত করার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত,

এরপর সাতের পাতায়

রাতারাতি ভোল পাল্টাল বঙ্গভবনের সামনের রাস্তা

গর্ত ভরাটে নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া, শিলচরের রাস্তায় স্বস্তির পরশ আনছে পূর্ত দফতর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শহরের রাস্তার গর্ত নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ নতুন নয়। বর্ষার আগে কিংবা পরে, কোথাও খানাখন্দ, কোথাও বসে যাওয়া রাস্তা। প্রতিদিনের যাতায়াতে যা হয়ে উঠেছে দুর্ভোগের অন্যতম কারণ। সেই সমস্যার দ্রুত সমাধানে এবার আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাঠে নেমেছে পূর্ত বিভাগ। আর বরাক উপত্যকায় এই উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে শিলচর ও উধারবন্দ টেরিটোরিয়্যাল রোড ডিভিশন।

শনিবার শিলচর বঙ্গভবনের সামনে অরুণকুমার চন্দ রোডে ইকোফিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে রাস্তা মেরামতির কাজ করা হয়। একই সঙ্গে ইটখলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে, ঈদগাহ কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকা, ম্যাজিস্ট্রেট কলোনির সম্মুখভাগেও গর্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডিআইজি বাংলোর সামনে, রাজীব ভবনের সম্মুখের রাস্তা, ডাকবাংলো রোড, জেল রোড, চিরুকান্দি রামনগর সড়ক, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পয়েন্ট সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে

এরপর সাতের পাতায়

মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু-পীযূষ-জয়ন্ত-কৌশিক ও বিধায়ক বিজয়ের শুভেচ্ছা বিনিময়

হিমন্তের দূরদর্শী নেতৃত্বে নতুন সম্ভাবনার পথে এগোচ্ছে অসম

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৬ জুন : শুক্রবার শপথ গ্রহণের পর পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মধ্যে উন্নত অসম গঠনের অঙ্গীকারে ঐক্যবদ্ধ-এর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ রাজ্যের চারজন কর্মতৎপর মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বরুয়া ও কৌশক রায়। হাসিমুখে তাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে উন্নয়ন, সুশাসন ও জনকল্যাণের নতুন দিগন্তে অগ্রসর হচ্ছে অসম, এতে একযোগে কাজ করার মনবাসনার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহের এই চার মন্ত্রী। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম আজ এক নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী। উন্নয়ন, সুশাসন এবং জনকল্যাণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এক আধুনিক, আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধ রাজ্যের স্বপ্ন। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবহ লক্ষ্য করা যায়। শপথ গ্রহণের পর মিনিস্টার কলোনিতে দেখা যায় রাজ্যের তরুণ ও উদ্যমী মন্ত্রীদের ও বিধায়কদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে একসঙ্গে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁদের মুখে ফুটে ওঠা আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব যেন নতুন অসম গঠনের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমন্বিত নেতৃত্ব। সরকারের বিভিন্ন স্তরের নেতা, মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিবর্তে দলগত কর্মপ্রচেষ্টাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই ঐক্যবদ্ধ মনোভাব প্রশাসনিক কার্যক্রমে যেমন গতি এনেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও সরকারের প্রতি আস্থা আরও সুদৃঢ় করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে মন্ত্রীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং জনসেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ইতিবাচক প্রতিফলন আজ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। গত এক দশকে, অর্থাৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৫২, রবিবার, ৭ জুন, জ্যৈষ্ঠ ২৩, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

মায়ানমার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ সময়ের দাবি

অবৈধ বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনবিন্যাসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এর ওপর মায়ানমারের শরণার্থীর চাপ দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বরাবর বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিংহ। এনইসি-র বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য দ্রুত বেড়া নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, মায়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধের ফলে মণিপুরের সীমান্ত জেলাসমূহে মানুষের অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, যা রাজ্যের জন্য বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। তিনি জানান, সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটায় স্থানীয় সম্পদগুলোর ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে, জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে এবং গুরুতর প্রশাসনিক ও আইন প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তাঁর মতে, সীমান্ত মাদক পাচারকারীদের, অস্ত্র পাচারকারীদের মৃগয়ায় পরিণত হয়েছে, যা অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত রাষ্ট্রবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং মানব পাচারের মতো অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বরাবর একটি বেড়া নির্মাণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী সিংহ প্রকল্পটিকে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারের জন্য একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বেড়াটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বর্তমানে মণিপুরে যে জাতিদাঙ্গার পরিস্থিতি, এর মূলেও অনুপ্রবেশের ভূমিকা রয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে মায়ানমার থেকে যে-সব জো-কুকি জনগোষ্ঠীর লোক অনুপ্রবেশ করেছে তাদের এই দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকার কথা নয়। এরা পরিস্থিতির ডামাডোলে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে হিংসায় জড়িয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না। যে-সব কুকি বাসিন্দা এই রাজ্যের আদি বাসিন্দা তারা সময়ে সময়ে ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনও কখনও এগিয়ে এসে থাকেন। অনুপ্রবেশকারীরা সংহতির বার্তা বোঝে না বা বুঝতে চায় না। ফলে, ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বাড়তি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিয়ন্ত্রিত সীমান্ত পারাপার, আধুনিক নজরদারি পরিকাঠামো, অতিরিক্ত সীমান্ত পোস্ট, উন্নত সড়ক সংযোগ এবং লক্ষ্যভিত্তিক সীমান্ত নজরদারি ঠেকাতে পারে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ।

এদিকে, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা অনুপ্রবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মায়ানমার থেকে বিতাড়িত মানুষের অব্যাহত প্রবাহ রাজ্যের জন্য একটি বোঝা হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে আগামী মাসগুলোতে আরও শরণার্থী আশ্রয় নিতে আসতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। লালদুহোমা বলেন, মায়ানমারে চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিতাড়িত মানুষের একটি স্থিতিশীল প্রবাহ ঘটছে মিজোরামে। 'সেখানে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কারণে, বর্তমানে অনেক বিতাড়িত মানুষ আসছে। নিরাপত্তার জন্য আরও মানুষ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আমাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তাঁর রাজ্য হাজার হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যারা মায়ানমারে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘর্ষের পর পালিয়ে এসেছে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ বারবার স্থানীয় সম্পদ, পরিকাঠামো এবং জনকল্যাণের ওপর চাপের কথা তুলে ধরেছে, যা এই আগমনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের পরেও, মিজোরাম মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা এবং আশ্রয় প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে মণিপুরের পাশাপাশি মিজোরাম সীমান্তেও বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সীমান্ত উন্মুক্ত থাকলে শরণার্থীদের প্রবাহ ঠেকানো সম্ভব হবে না। এমনিতেই অবৈধ বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনবিন্যাসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এর ওপর মায়ানমারের শরণার্থীর চাপ দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উত্তর-পূর্বের স্বাভাবিক উন্নয়নের জন্য উদ্বাস্তু প্রবাহে লাগাম টানা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কাজেই কেন্দ্রকে এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এআই-র জেরে নাজেহাল মানুষ, ইনস্টাগ্রাম ঘিরে বাড়ছে নয়া বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, স্প্যাম এবং স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ রুখতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন বড় ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নতুন এক বিতর্ক সামনে এসেছে— অনেক প্রকৃত ব্যবহারকারীর দাবি, ইনস্টাগ্রাম তাদের অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করছে বা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করছে, অথচ বহু সিন্থেটিক বা বট অ্যাকাউন্ট এখনও সক্রিয় রয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বড় সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো কোটি কোটি অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পোস্ট, মন্তব্য, ফলো, লাইক ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে অ্যালগরিদম সন্দেহজনক আচরণ সনাক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় যখন, প্রকৃত ব্যবহারকারীদের আচরণও কখনও বটের মতো মনে হতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও ব্যবহারকারী যদি খুব দ্রুত অনেক অ্যাকাউন্ট ফলো করেন, স্বল্প সময়ে বহু পোস্টে প্রতিক্রিয়া দেন বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ব্যবহার করেন, তা হলে AI সেটিকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। ফলে প্রকৃত মানুষও সীমাবদ্ধতার মুখে পড়তে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি AI-র ব্যর্থতা নয়, বরং 'ফল্স পজিটিভ' এবং 'ফল্স নেগেটিভ'-র সমস্যা। অর্থাৎ, কখনও প্রকৃত ব্যবহারকারীকে ভুল করে বট হিসেবে ধরা হয়, আবার কখনও বটকে প্রকৃত ব্যবহারকারী হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য আরও একটি চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য বজায় রাখা। যদি খুব কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তা হলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। আবার, নিয়ম শিথিল হলে স্প্যাম ও ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বেড়ে যেতে পারে। ডিজিটাল জগতে এ আই-নির্ভর পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে প্রযুক্তির পাশাপাশি মানুষের পর্যবেক্ষণ, আপিল প্রক্রিয়া এবং স্বচ্ছ নীতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

ইনস্টাগ্রাম বা অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ এখন একটাই, কীভাবে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, যেখানে ভুয়ো কার্যকলাপ রোধ করা যাবে, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারকারীদের অযথা শাস্তির মুখে পড়তে হবে না। কারণ, সামাজিক মাধ্যমের সবচেয়ে বড় সম্পদ এখনও মানুষই, অ্যালগরিদম নয়।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জেগে উঠছে অবিরত

স্বপনকুমার মণ্ডল

গ্রীষ্মের সংহারমূর্তি জেগে ওঠার অপেক্ষায় বাঙালির অতি সংবেদনশীল অ্যান্টেনার অধীর অপেক্ষার যেন শেষ নেই। গরম পড়ল বলেই অস্তিত্ব সংকটের বিপন্নতাবোধ তার চোখে-মুখে ভেসে ওঠে। গরম পড়েছে কী তার জ্বালা-যন্ত্রণার প্যারামিটারের ওঠা-নামা শুরু। আবহাওয়া দফতরের চেয়েও তার ভয়ঙ্কর চেতাবনি অশান্ত করে তোলে অবিরত। সেক্ষেত্রে চারিদিকে গরমে লোকে হাঁসফাঁস করছে, ঘরে থেকেও অসহ্য গরমে তার নাভিশ্বাস উঠছে। বিশেষ করে কলকাতা মহানগরের রাজস্থানের তাপমাত্রাকেও হারিয়ে দেওয়ার খবরের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকে তার মন। ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টির মতো তাপমাত্রা মিলিয়ে দেখার অস্থিরতা চেপে বসেছে লোকের মনে। এজন্য তার নেপথ্যে নির্বিচারে গাছ কাটার দায় চাপিয়ে সমাজমাধ্যমে তা নিয়ে চর্চাও শুরু হয়ে গেছে।

অবশ্য প্রতিবারই গ্রীষ্মের দাবদাহে আমাদের নির্বিচারে গাছ কাটার কথা মনে পড়ে, গাছ লাগানোর জরুরি বার্তা ফিরে ফিরে আসে। যেন গাছের অভাবেই শুধু গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্তি জেগে ওঠে। তা তো নয়, তার মূলে থাকে মানুষের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা আর অপরিসীম লোভ। মানুষের সেই সর্বগ্রাসী বিকৃত ক্ষুধাতেই গ্রীষ্মের সংহারমূর্তি জেগে ওঠে। প্রকৃতিকে অস্বীকার করার প্রবণতা থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অভাবেই প্রকৃতির প্রতিশোধ অনস্বীকার্য। গরমে অতিষ্ঠ মানুষের মনে গাছের অভাব যেমন জায়গা করে নেয়, খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয় প্রভৃতির সংকট তেমন ভাবিয়ে তোলে না। শুধু তা-ই নয়, সভ্যতাগর্বী মানুষের আধুনিকতাবোধে প্রকৃতিবিরুদ্ধ উন্নয়নও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কারণ, তা-ও থেকে যায় অন্তরালে। সেখানে প্রকৃতিকে নির্বিচারে অস্বীকার করে মানুষের স্বরচিত সভ্যতা যত এগিয়ে যায়, ততই প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেখানে 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও' থেকে 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' আমরা মেনে নিলেও মনে নিতে পারিনি। এজন্য এখনও আমাদের উন্নয়নে বন কেটে বসতি গড়ে তোলার ধারায় গাছ কেটে, জলাশয় বুজিয়ে শহর থেকে নগরায়নের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে প্রাকৃতিক চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। গরম লাগলে কেউ আর গাছের ছায়া খোঁজে না, হাতপাখাও ধরে না, সোজা ফ্যান বা এসি চালিয়ে বসে। মনের ঘরে যেখানে গাছগাছালির মধ্যে জঞ্জাল দেখার বাতিক, সেখানে ইট-কাঠ ও পাথরের জঙ্গলে বাস করে ধোপদুরস্ত পরিপাটি জীবনে গরমের সময়েই গাছের অভাব মনে পড়ে। অথচ তাতেও হুঁশ ফেরে না। গাছ লাগানোর কথা বলে ফ্যান থেকে এসি-র দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়, গলা ভেজানোর জন্য ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমের কথা মনে পড়ে। সেক্ষেত্রে সবুজায়নের কথা বললেও প্রকৃতির অভাব মেটানোর চেয়ে তা কাটিয়ে ওঠার বিলাসিতায় সুখ খুঁজে নেওয়ার আয়োজন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণেই মানুষের সভ্যতার বুনিয়াদি চেতনার বিস্তারের করুণ পরিণতিতে দূষণপীড়িত পৃথিবীর তীব্র আর্তি তার তীব্র যন্ত্রণাতেই ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তীব্র জলকষ্ট থেকে অসহনীয় গরমে বিপর্যস্ত জনজীবন আজ প্রকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছে। আসলে এই সভ্যতার ধারক-বাহক থেকে চালক সবেতেই মানুষের একাধিপত্য। সেখানে মানবসভ্যতা যেমন মানুষের সৃষ্টি প্রতিভার প্রতাপে প্রকৃতিতে পরাজিত করার দুর্বার বাসনা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, তেমনই তার ধ্বংসলীলাও বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে তার আগ্রাসী স্বেচ্ছাচারিতা ভয়ঙ্কর লাভ করেছে। সেখানে আধিপত্যকামী শক্তিতে কোনও কিছুকে তোয়াক্কা না করার প্রবণতায় মানুষের অপরাজেয় প্রকৃতিই তার প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তার জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। মানুষের অনন্ত চাহিদার শিকার আজ সবুজ প্রকৃতি, সুজলা ও সজীব পরিবেশ। গুহাবাসী মানুষের বন কেটে বসতির মাধ্যমে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। সেই বাসভূমি বন কেটে কৃষিক্ষেত্রে আরও বিস্তার লাভ করে। আধুনিক সভ্যতার বিকাশে সেই বিস্তৃতি বাস থেকে আবাসেই শুধু শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেনি, সবুজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করেই তার শহরায়ন থেকে নগরায়নের আভিজাত্য বিস্তার ঘটে। সেখানে কৃষিক্ষেত্রেও শিল্পায়নের আধিপত্যে তার আকাশ-বাতাস থেকে জল-স্থল সর্বত্র দূষণের শিকার।

> বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রাচুর্যে খেয়াল না করা দৈত্যের দৃষ্টিতে শুধু সবকিছুকে করায়ত্ত করতে গিয়ে যন্ত্রসভ্যতার প্রতাপ যত বেড়েছে, ততই তার অস্তিত্ব সংকট নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-র সূচনাপত্রে ইউরোপের বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় তারা দেবতার শক্তি পেলেও দেবত্ব না পাওয়ার কথা বলেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভোগী মানসিকতায় প্রতিযোগিতা যত বেড়েছে, সহযোগিতা অস্বীকৃত হয়েছে। কে কত বেশি ভোগ করতে পারে, তার অস্থির প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তার সহযোগিতার মানসিকতা পিছিয়ে পড়ে। এই স্বার্থপরতাও প্রকৃতির সংহারমূর্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠাই নয়, তাকে অস্বীকার করার প্রবণতাই সেখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রাচুর্যে খেয়াল না করা দৈত্যের দৃষ্টিতে শুধু সবকিছুকে করায়ত্ত করতে গিয়ে যন্ত্রসভ্যতার প্রতাপ যত বেড়েছে, ততই তার অস্তিত্ব সংকট নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-র সূচনাপত্রে ইউরোপের বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় তারা দেবতার শক্তি পেলেও দেবত্ব না পাওয়ার কথা বলেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভোগী মানসিকতায় প্রতিযোগিতা যত বেড়েছে, সহযোগিতা অস্বীকৃত হয়েছে। কে কত বেশি ভোগ করতে পারে, তার অস্থির প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তার সহযোগিতার মানসিকতা পিছিয়ে পড়ে। এই স্বার্থপরতাও প্রকৃতির সংহারমূর্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠাই নয়, তাকে অস্বীকার করার প্রবণতাই সেখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যেনতেনভাবে আধুনিক সভ্যতার বিস্তারে প্রতিযোগিতায় আড়ম্বরে মানুষের দৈত্য সত্তার দ্বিচারিতা স্বাভাবিকতা লাভ করে। একদিকে তার প্রকৃতিকে ধ্বংস করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত, অন্যদিকে বন্য প্রকৃতিকে সংরক্ষণের প্রয়াস জারি। তা দেখে মনে হবে গাছ কাটার পাশাপাশি গাছ লাগানোয় ভারসাম্য রক্ষা করার সচেতন প্রয়াস সেখানে সক্রিয়। অথচ তাতে বিস্তর ফাঁক ও ফাঁকি রয়েছে। নিজের প্রয়োজনেই তার আয়োজন, প্রকৃতি উপভোগ করার তার দিকেই আন্তরিকতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে প্রকৃতির সবুজ সজীবতার চেয়ে তার বিকল্পের স্থায়িত্বের প্রতিই আধুনিকমনস্কতা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্লাস্টিকের ফুলকে দীর্ঘস্থায়ী রূপে আরও বেশি বর্ণরঞ্জিত ও মনোহর করে তোলার দৃষ্টি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে শহরের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টিতেও তার আয়োজন লক্ষণীয়। আবার, পার্ক বা ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সেই কৃত্রিম পরিবেশের নেপথ্যেও মানুষের প্রকৃতিকে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই তার বিকল্প আয়োজন চোখে পড়ে। প্রকৃতিবিমুখ মানবসভ্যতায় প্রাকৃতিক সংকটের দিকে দৃষ্টি দিলেও তা থেকে উত্তরণের প্রতি উদাসীনতাই শুধু নয়, তার উন্নততর বিকল্পের প্রতি মানুষের সচেতনতা অনেক বেশি সক্রিয়তা লাভ করে। সেখানে প্রকৃতির প্রতিকূলতাই ভোগী মানুষের মনে আনুকূল্য লাভ করে। গাছের অভাবে অসহনীয় গরম পড়লে গাছ লাগানোর কথা বললেও মনে তার ফ্যান থেকে এয়ারকুলার বা এসি থেকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল, আইসক্রিমের কথা জেগে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না, উল্টে তার বিকল্পকে আরও বেশি উপাদেয় করে উপভোগ করার আয়োজন চলে। ধনের দারিদ্রের চেয়ে মনের দারিদ্র আরও বেশি অসহনীয়। একই গরম ধনী-দরিদ্রভেদে ভিন্ন প্রকৃতির। একে মানিয়ে নেয়, অন্যে মানিয়ে নিতে পারে না, মনে তো দূরস্থান। আরামপ্রবণ ভোগীর মনে গরমের ছটফটানি স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। আবার, তার সুরাহাতে যে এসি চলে, তার দূষণও সবচেয়ে বেশি। সেদিক থেকে আধুনিক ভোগবিলাসে প্রকৃতির অস্তিত্ব শুধু বিপন্ন হয়নি, দূষণের মাত্রাও বাড়িয়ে চলে। সেখানে মানুষের সীমাহীন লোভে প্রকৃতিকে শিকার করতে গিয়ে মানুষ নিজেই আজ তার শিকার, ভাবা যায়! ইট-কাঠ-পাথরে বাস করতে গিয়ে প্রকৃতিকেই উদ্বাস্তু করেছিল মানুষ। সেই উদ্বাস্তুদেরও ভিখিরি বানিয়ে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা করেছে অবিরত।

ছাতার মতো ঝড়বৃষ্টি ও রোদ থেকে যা অকৃপণভাবে মানুষকে রক্ষা করছিল, সেই ছাতাটিই আজ হাতছাড়া হয়েছে। প্রকৃতির সেই অনুকূল পরিবেশের অভাবেই তার ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা নেমে এসেছে। ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গলে সেই দৈত্যের প্রতাপ যে বেশি হবেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ ও প্রকৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনকে নগরবাসীই যে প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে চলেছে। সেখানে ইকোসিস্টেমই ইকোনমিতে রূপান্তর ঘটে। প্রকৃতির প্রতিকূলতাও আধুনিক বিশ্বে আনুকূল্য বয়ে আনে। গরমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেয়ে গরমকে আরও উপভোগ্য করে তোলার আয়োজনেই আধুনিক ভোগী মানুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টি বনেদি আভিজাত্য লাভ করে। মায়ের ঠাণ্ডা লাগার কথা শুনে ছেলের সোয়েটার পরে আইসক্রিম খাওয়ার কথা গল্প নয়, ঘটনা। গরমেই যে গরমকে উপভোগের এলাহি আয়োজন। সেখানে প্রকৃতির প্রতিকূলতাই মানুষের আনুকূল্য লাভ করে চলেছে অবিরত, অবিরাম! তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতিতেও যে ভোগী মানুষের দুঃখবিলাস জেগে ওঠে, অচিরেই তা তার আদিখ্যেতাতেই বেরিয়ে পড়ে। সেখানে গাছের অভাব আগাছার মতো উপেক্ষিত হয়ে ওঠে।

অপূর্ণ জীবনের নান্দনিক সহমর্মিতা

আয়াজ আহমদ বাঙালি

আলো-ছায়ার অবিরাম খেলায় ঘেরা মানুষের জীবন কেবলই কুহেলিকা। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত দিঘির মতো অচঞ্চল জীবনের অতল গভীরে তীব্র জলোচ্ছ্বাস বয়ে চলার ধারণাকেই কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটছে। এই রূপান্তর মানুষকে প্রথাগত সাফল্যের মোহ থেকে পরম আত্মিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একথা ধ্রুব সত্য যে, কেউই নিখুঁত নয়। আমরা ভুলে যাই, প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন একাকী রণক্ষেত্রে লড়াই করার ইতিহাস রয়েছে। সেই লড়াই অধিকাংশ সময় কৃত্রিম হাসির আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনস্তত্ত্ববিদরা প্রথম Aesthetic Empathy বা নান্দনিক সহানুভূতির ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁদের মতে, মানুষ অন্য মানুষের প্রতিই নয়, প্রকৃতির চলন এবং শিল্পের গভীরতার সঙ্গেও নিজের দুঃখকে মিলিয়ে নিতে পারে। এই মেলবন্ধনই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে। বর্তমান যুগের চরম আত্মকেন্দ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার বিপরীতে সহমর্মিতা বা কাইন্ডনেস মানব প্রজাতির সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। মানুষ দিন দিন সমাজবিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়ায় মানসিক ও সামাজিক স্তরে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পারস্পরিক সহমর্মিতা মানুষের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, টিকে থাকার লড়াইয়ে সেই প্রজাতিই সবচেয়ে বেশি সফল, যারা নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল এবং সহমর্মী। স্নায়ুবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী, একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি নিঃশর্তভাবে সদয় হলে বা গোপন কষ্টের বোঝা ভাগ করে নিলে মস্তিষ্কে এক অলৌকিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। একে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'হেল্পার্স হাই'। এই প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মেসোলিম্বিক রিওয়ার্ড পাথওয়ে সক্রিয় হয়, যার ফলে ডোপামিন এবং এন্ডোরফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ ঘটে, যা মানুষের মনে স্বর্গীয় বা ইউফোরিক আনন্দের অনুভূতি দেয়। শুধু তা-ই নয়, হার্ভার্ড মেডিসিন ম্যাগাজিনের গবেষণায় উন্মোচিত হয়েছে আরেক বিস্ময়কর তথ্য। যখন আমরা কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হই, তখন আমাদের শরীরে 'অক্সিটোসিন' নামক হরমোনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এই অক্সিটোসিন মনের ভয় বা দুশ্চিন্তা দূর করার পাশাপাশি আমাদের হৃদযন্ত্রের রক্তনালীগুলোকে প্রসারিত করে রক্তচাপ কমায় এবং ধমনীর প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন দূর করতেও সাহায্য করে। অর্থাৎ, অন্যকে ভাল রাখার যে মানসিকতা, তা পরোক্ষভাবে আমাদের কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে সুস্থ করে তোলে। মানুষের শরীরে প্রকৃতি যেন এক পরম সত্য লিখে রেখেছে— অন্যের প্রতি ভালবাসাই নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। কঠিন পৃথিবীতে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া প্রকৃতির সবচেয়ে বড় জৈবিক উপহার। মানসিক ক্ষত এবং নিরন্তর লড়াইর পটভূমিতেই পৃথিবীর মহান মানুষেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো সম্পন্ন করে গেছেন। আব্রাহম লিঙ্কনের কথাই ধরা যাক, যিনি আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম সফল এবং সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিত। লিঙ্কন তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় তীব্র বিষাদ বা মেলানকোলিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছেন, যাকে আধুনিক পরিভাষায় আমরা ডিপ্রেশনের সমতুল্য বলতে পারি। তাঁর অন্তহীন অভ্যন্তরীণ অন্ধকারই তাঁকে অন্য মানুষের, বিশেষ করে ক্রীতদাসদের কষ্টের প্রতি সহানুভূতির চোখ দিয়েছিল। তিনি নিজের ক্ষত দিয়ে অন্যের ক্ষতকে চিনতে পেরেছিলেন। তেমনই, আধুনিক বিজ্ঞানের জনক স্যার আইজ্যাক নিউটন কিংবা কালজয়ী বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার জীবন ছিল অন্তহীন একাকিত্ব এবং মানসিক টানাপোড়েনে ভরা।

> মানসিক ক্ষত এবং নিরন্তর লড়াইর পটভূমিতেই পৃথিবীর মহান মানুষেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো সম্পন্ন করে গেছেন। আব্রাহম লিঙ্কনের কথাই ধরা যাক, যিনি আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম সফল এবং সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিত। লিঙ্কন তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় তীব্র বিষাদ বা মেলানকোলিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছেন, যাকে আধুনিক পরিভাষায় আমরা ডিপ্রেশনের সমতুল্য বলতে পারি। তাঁর অন্তহীন অভ্যন্তরীণ অন্ধকারই তাঁকে অন্য মানুষের, বিশেষ করে ক্রীতদাসদের কষ্টের প্রতি সহানুভূতির চোখ দিয়েছিল। তিনি নিজের ক্ষত দিয়ে অন্যের ক্ষতকে চিনতে পেরেছিলেন। তেমনই, আধুনিক বিজ্ঞানের জনক স্যার আইজ্যাক নিউটন কিংবা কালজয়ী বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার জীবন ছিল অন্তহীন একাকিত্ব এবং মানসিক টানাপোড়েনে ভরা।

টেসলা তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সমাজ থেকে দূরে গিয়ে পাখিদের মাঝে, বিশেষ করে পায়রাদের সেবায় পরম শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষের সমাজ থেকে পাওয়া আঘাতকে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসায় রূপান্তর করার এই মানসিক ক্ষমতাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা হয় 'কোপিং মেকানিজম', যা মানুষকে চরম মানসিক বিপর্যয়ের মুখেও সান্ত্বনা দেয়। জীবন এবং জগতের অপূর্ণতা ও অমসৃণতার বোধ মানুষের মনস্তত্ত্বে ধৈর্য এবং জীবনকে মেনে নেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা জাগ্রত করে।

জীবনের অপূর্ণতাই আসলে শিল্পের সবচেয়ে বড় উপাদান। জীবন যদি নিখুঁত হতো, তবে হয়তো পৃথিবীতে কোনও কবিতা লেখা এবং কালজয়ী সুর সৃষ্টি হতো না। রুশ কথাসাহিত্যিক লিও টলস্টয় জীবনের শেষভাগে এসে সমস্ত ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রতিপত্তি ত্যাগ করে সাধারণ কৃষকের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, মানুষের ছদ্মবেশী অহঙ্কার এবং বাহ্যিক আড়ম্বর আসলে অন্তরের শূন্যতা আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কারও বাহ্যিক সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া মানে তাঁর জীবনের একটি পৃষ্ঠা মাত্র দেখা। মানুষের বন্ধ খাতার অশ্রু ও কান্নার ইতিহাস কল্পনাতীত। আপাতদৃষ্টিতে যাকে সুখী মনে হয়, নিভৃতে সে-ও হয়তো গভীর মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করছে। তাই অন্যকে বিচার করার চেয়ে তার লড়াইর প্রতি সহমর্মী হওয়া প্রয়োজন। আজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কৃত্রিম যুগে মানুষ দিন দিন আরও একা হচ্ছে। পর্দায় ভেসে ওঠা নিখুঁত জীবনের ছবি দেখে তরুণ প্রজন্ম অবাস্তব প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে 'সো বি কাইন্ড টুডে' বা 'আজ সদয় হোন' বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত বৈপ্লবিক সামাজিক বার্তা।

মনোবিজ্ঞানী বারবারা ফ্রেডরিকসন এবং বেথনি কোকের এক যুগান্তকারী গবেষণা মতে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং সামাজিক সংযোগের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের ভেগাস নার্ভের কার্যকারিতা বা 'ভেগাল টোন' সরাসরি যুক্ত। তাঁদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল 'লাভিং-কাইন্ডনেস মেডিটেশন' বা মৈত্রী ধ্যান। গবেষণায় উঠে আসে, যারা নিয়মিত ইতিবাচক অনুভূতির চর্চা এবং সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি করেন, তাঁদের ভেগাল টোন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। উন্নত ভেগাল টোন মানুষের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে শরীরকে শান্ত রাখে, মানসিক চাপ কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। কারও গোপন কষ্টের কথা না জেনেই মৃদু হাসিমুখে তাকানো বা ভুলের প্রতি সহনশীল হওয়া আসলে অজান্তেই একটি ভেঙে যাওয়া মনকে জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া। মানুষের মনের এই ক্ষমতাকে বলা হয় 'রেজিলিয়েন্স' বা মানসিক স্থিতিস্থাপকতা। চারপাশের ভালবাসা এবং সহানুভূতির সংস্পর্শেই রেজিলিয়েন্স বা মানসিক স্থিতিস্থাপকতা সচল হয়।

জীবনকে কফির কাপ এবং জানলার পাশে রাখা ফুলদানির সবুজ পাতার মতো সহজ-সরল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাই হলো প্রকৃত প্রজ্ঞা। জীবনের জটিল সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে আমরা ভুলেই যাই, দিনশেষে আমরা সবাই একটুখানি শান্তি ও যত্নের প্রত্যাশী মাত্র। কোনও মানুষের কর্কশ আচরণের পেছনে থাকতে পারে তার রাতের পর রাত না ঘুমানোর ক্লান্তি এবং নীরবতায় থাকতে পারে প্রিয়জন হারানোর তীব্র শোক। বিচারক হওয়ার চেয়ে সহযাত্রী হওয়া অনেক বেশি আনন্দের। আমরা যদি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যে, আমরা আরও একটি দিন বেঁচে আছি এবং এই কঠিন পৃথিবীতে হৃদয়ের কোমলতাকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে পারি তবেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। জীবন নিখুঁত না হলেও জীবনের অপূর্ণতাই একে পরম সুন্দর এবং অর্থবহ করে তুলেছে। আসুন, আমরা একে-অপরের বোঝার ভার কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করি। কারণ, দিনশেষে এই পৃথিবীতে সহমর্মিতাই মানুষের একমাত্র চিরন্তন পরিচয়।

পলকে

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসায় সমীক্ষা

কলকাতা, ৬ জুন : পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত, অস্বীকৃত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কিংবা সম্পূর্ণ বেসরকারি স্তরে পরিচালিত মাদ্রাসার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিল নবান্ন।

আগামী ৫ জুলাই-এর মধ্যে এই সমীক্ষা প্রক্রিয়া শেষ করে নবান্নে চূড়ান্ত ও সুসংহত জেলাভিত্তিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, মাদ্রাসার অবস্থান, কবে তৈরি হয়েছে, নথিভুক্ত কি না, কোথায় কী ভাবে নথিভুক্ত, সেই সংক্রান্ত নথি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে।

মাদ্রাসাটি আবাসিক বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কিনা এবং সেখানকার পাঠক্রমের বিষয়েও খুঁটিনাটি তথ্য দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যাতে আগামী দিনে পরিকল্পনা, পড়ুয়াদের হিতার্থে পদক্ষেপ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, সেই জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, মাদ্রাসায় যেমন পড়াশোনা চলছে, তেমনই চলবে।

লন্ডনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে হেনস্তা! নিন্দায় সরব ভারত

লন্ডন, ৬ জুন : লন্ডনে 'হেনস্তা'র শিকার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। গোটা ঘটনাটিকে ঘিরে ইতোমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এবার বিষয়টি নিয়ে নিন্দায় সরব হল নয়াদিল্লি। ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এ ধরনের আচরণ অশোভনীয়। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত-বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করে ভারতের ভাবমূর্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চলছে। এর নেপথ্যে কি কাজ করছে 'ডিপ স্টেট'? উঠছে প্রশ্ন।

গত বৃহস্পতিবার লন্ডনের বার্কবেক কলেজে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ক একটি আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। সেখানে বক্তৃতা করার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত কয়েকজন ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অভিযোগ করেন, ভারতে ভিন্নমতের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা চলছে। শুধু তা-ই নয়, প্রধান বিচারপতির সাম্প্রতিক 'আরশোলা' মন্তব্য নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেন। উপস্থিত এক মহিলা বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র রক্ষায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে মহামান্য প্রধান বিচারপতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা এখন দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বহু আইন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শুনছি, ভারতে ভিন্নমতের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিষয়টি মহামান্য প্রধান বিচারপতির বক্তব্যেও কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে।'

যদিও ওই মহিলা তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি। মঞ্চে উপস্থিত সঞ্চালক তাঁকে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বলছি, এই প্রশ্নটি আমি নিতে পারব না। কারণ, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আন্তর্জাতিক আইন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।' এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ভারত। শুক্রবার লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'এ ধরনের অশোভন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। মতপার্থক্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক অংশ। তবে তা অবশ্যই সভ্য ও সম্মানজনকভাবে প্রকাশ করতে হবে।'

দিল্লি অগ্নিকাণ্ডে শেফ সহ ধৃত ২

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত এলাকা মালব্যনগরে একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। দক্ষিণ জেলার ডিসিপি অনন্ত মিত্তল শনিবার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় হোটেলের শেফ হিসেবে কর্মরত কেশব নেগি (৬৫)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি দিলশাদ গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইছে, ঘটনার সময় হোটেলের ভিতরের পরিস্থিতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে তার কী ভূমিকা ও তথ্য ছিল। এর আগে এই মামলায় হোটেলের মালিক লবকেশ বাজাজকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই ভবনে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুতর ত্রুটি ছিল। প্রশাসন খতিয়ে দেখছে, বিল্ডিংয়ে নির্ধারিত নিরাপত্তা মানদণ্ড মানা হয়েছিল কি না এবং আগুন লাগার পর উদ্ধারকাজে কী কী বাধা সৃষ্টি হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের পরিধি ক্রমেই বাড়ানো হচ্ছে। হোটেলের অন্যান্য কর্মী, ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পাশাপাশি ফায়ার সেফটি সরঞ্জাম, বিল্ডিংয়ের নকশা, লাইসেন্স ও অন্যান্য নথিপত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই মামলায় ভবিষ্যতে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে সমস্ত দিক থেকে তদন্ত এগোচ্ছে।

গিলগিট-বালটিস্তান ভারতের অংশ, পাকিস্তানকে কড়া বার্তা নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তানে নির্বাচনের আয়োজন করেছে পাক সরকার। বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুলল ভারত। ইসলামাবাদকে তোপ দেগে নয়াদিল্লি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গিলগিট-বালটিস্তান ভারতের অংশ। এটি অবৈধভাবে ও বলপূর্বক দখল করে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মধ্যে রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট- বালটিস্তানও। বেআইনিভাবে দখল করা এই ভারতীয় ভূখণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলেছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের অবৈধভাবে দখল করে রাখা এলাকাগুলিতে বড় কোনও পরিবর্তন আনার যে কোনও প্রচেষ্টাকেই ভারত বিরোধিতা করে। অবৈধভাবে দখল করে রাখা ভারতীয় ভূখণ্ডকে অবিলম্বে খালি করতে হবে।'

এদিকে, শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ছিল। সেখানে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উঠতেই পাকিস্তানকে তোপ দাগে ভারত। ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ বলেন, 'পাকিস্তান নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের মতো মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চের অপব্যবহার করছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়া একটি বড় দায়িত্ব। এটি পক্ষপাতদুষ্ট ও মিথ্যা বয়ান ছড়ানোর কোনও মঞ্চ নয়।' তিনি আরও বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত সমস্ত প্রসঙ্গ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভবিষ্যতেও তা থাকবে। পাকিস্তানের ভিত্তিহীন, ঐতিহাসিক তথ্যবর্জিত, অন্তঃসারশূন্য দাবি এই মৌলিক সত্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না।' উল্লেখ্য, অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তানে ভোটের আয়োজন করেছে পাক সরকার। ৭ জুন অর্থাৎ রবিবার সেখানে নির্বাচন হওয়ার কথা। কোনওভাবে নির্বাচনের ফল যাতে বিরুদ্ধে না যায়, তার জন্য সেখানকার সমস্ত বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্বাচন থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের। গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এমন কিছু রাজনৈতিক দল যারা আদতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। যেমন, ১৯৯৭ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)।

অস্ত্র মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ খান স্যারের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : কোচিং সেন্টারে গুলিকাণ্ডে এফআইআর দায়ের হয়েছিল আগেই। অভিযোগ ছিল, নিরাপত্তারক্ষীদের গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন শিক্ষক তথা ইউটিউবার ফয়জল খান ওরফে 'খান স্যার'। এই ঘটনায় শনিবার পাটনা সিভিল কোর্টে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। খান স্যারের উকিলের তরফে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে আদালতে গিয়েছেন তিনি। গোটা ঘটনার সূত্রপাত গত ২ জুন। পাটনার মুসল্লাহপুর হাট এলাকায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, অশান্তির সময়ে সেখানে গুলি চলে এবং আহত হন এক নিরাপত্তারক্ষী। বিষয়টি সামনে আসতেই শয়ে শয়ে পড়ুয়া রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শুরুতে খান স্যারের দাবি ছিল, তাঁর কোচিং সেন্টারের হামলার নেপথ্যে রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিং সেন্টারগুলি। যেহেতু তিনি কম খরচে ছাত্র পড়ান, তাই কোচিং মাফিয়ারা তাঁর সেন্টার বন্ধ করতে চায়। ঘটনার তদন্তে নেমে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাঁরা জানায়, খান স্যারের নির্দেশে সংঘর্ষের সময় তাঁদের পক্ষ থেকেও গুলি চালানো হয়েছিল। এই গুলি কাণ্ডে খান স্যারের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মামলার তদন্তে নেমে ৫ জুন খান স্যারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় খান স্যারের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, প্রয়োজনে তাঁকে গ্রেফতারও করা হতে পারে। এই পরিস্থিতির মাঝেই শনিবার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আদালতে উপস্থিত হন ওই শিক্ষক। শোনা যাচ্ছে, তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। যদিও তাঁর আইনজীবীর দাবি, আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন খান স্যার।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

এসেট রিকোভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি) শিলচর (৮৩১৫০০)
মণ্ডল কার্যালয়, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১ (আসাম), email: cs8315@pnb.bank.in

Ref No. ARMB/Silchar/E-Auction/sale-notice/26-2027 Date: 04/06/2026

স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

সুতরাং, বিশেষ করে **ঋণগৃহীতাদের, জামিনদারদের এবং সাধারণ মানুষকে** এমর্মে অবগত করা হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-(সিকিউয়ার্ড ক্রেডিটর) প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এবং ঋণগ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির দখল নেওয়ার নিমিত্তে নিম্ন টেবিলে উল্লেখ করা তারিখ মতে (গঠনমূলক দখলাধীন সম্পত্তি) স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিক বন্ধকী সম্পত্তি রিকভারি করতে গিয়ে অতিরিক্ত সুদ ও খরচা এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ে স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বন্ধকীকৃত সম্পত্তি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় এবং যেভাবে আছে সেভাবে'** এই হিসেবে ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রত্যেক সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

সংরক্ষিত সম্পত্তির সূচি

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির জামিনদার)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(৪) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতিকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে প্রদত্তসমস্যার বিবরণ
১	শিলচর (০০৩৭২০) / মেসার্স ড্রিম হাউস / অভিনীত শ্রীবাস্তব, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ড্রিম হাউস, চার্চ রোড, শিলচর- ৭৮৮০০৪, কাছাড় জেলা, আসাম (ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদার)। বিপ্লব রায়, পিতা- যমুনা রায়, গ্রাম ও পোঃ অঃ- রামনগর, তারাপুর শিলচর, আসাম-৭৮৮০০২, কাছাড় জেলা, আসাম (জামিনদার)।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরণের সম্পত্তি সহ আইপি জমি এবং বিল্ডিং যার পরিমাপ ০২ কাঠা, ১০ ছটাক, ৬ গণ্ডা, যা ২য় আর এস দাগ নং-৫২০, ৫২৭ এবং ২য় আর এস পাট্টা নং-৩০৪, ওয়ার্ড নং-৩ এবং হোল্ডিং নং-১১, শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ড, শিলচর-৭৮৮০০২ এর অধীনে যার পরগণা বরাকপার, মৌজা শিলচর টাউন, ইটখলা, কাছাড়-৭৮৮০০২, এই অবস্থানে অভিনীত শ্রীবাস্তবের নামে রয়েছে। চার চতুঃসীমা : উত্তর- অজয় শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্যরা, দক্ষিণ- শ্রীমতী পুনম শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্যরা, পূর্ব - পূর্ত সড়ক (মালুগ্রাম রোড), পশ্চিম- মিউনিসিপাল ড্রেন এবং তার পরবর্তীতে একলাক্ষ মজুমদারের জমি এবং বিল্ডিং।	(ক) ২৫-০৬-২০২১ (খ) ৩৭,০২,৭৩০.০০ টাকা+ তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ২৬-০৬-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২০-১০-২০২১ (ঘ) প্রতীকী-দখল	ক) ৫৬.৩৪ খ) ৫.৬৩৪ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.৫০ লক্ষ	২৬-০৬-২০২৬ দিনের সকাল ১১-০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	শিলচর (০০৩৭২০) / কৃষ্ণ শর্মা / শ্রী কৃষ্ণ শর্মা, পিতা মৃত আনন্দ শর্মা, ওয়ার্ড নং-৭, তারাপুর, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০১। সুমন কুমার নাথ, পিতা মৃত সুব্রত কুমার নাথ, প্রযত্নে আনন্দময়ী, জানিগঞ্জ, আসাম-৭৮৮০০১। শ্রীমতী ইরা নাথ, স্বামী মৃত সুব্রত কুমার নাথ, কুর্মি বাংলো রোড, রাজীব গান্ধী ইন্সটিটিউট, ৭৮৮০০৪ এর পাশে।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি সহ একটি আরসিসি বিল্ডিং যার পরিমাপ ২০৩৪ বর্গফুট যা ২য় আর এস দাগ নং- ৩৪০৩, পাট্টা নং-৪৬২, পরগণা-বরাকপার, মৌজা শিলচর টাউন, এই অবস্থানে শ্রীমতী ইরা নাথ এবং সুমন কুমার নাথের নামে রয়েছে। যা অম্বিকাপট্টি, রাজীব গান্ধী ইন্সটিটিউ-৭৮৮০০৪ এর পাশে অবস্থিত। যার চতুঃসীমা - উত্তর- সঞ্জীব কুমার নাথ রাস্তা। দক্ষিণ- রাস্তা। পূর্ব-সুভাষ চন্দ্র নাথের জায়গা। পশ্চিম-রবি রায়ের বসতবাড়ী এবং রাস্তা।	ক) ২০-০৪-২০২১ খ) ১,১০,৯৪,৬৪৫.২১ টাকা+ তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ২১-০৪-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত গ) ০৫-১০-২০২১ ঘ) প্রতীকী -দখল	ক) ৫০.৩৮ খ) ৫.০৩৮ ২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.৫০ লক্ষ		
৩	করিমগঞ্জ (০০৩৬২০) / মেসার্স ওলিচা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট / রাজেশ কুমার দে, পিতা মৃত রঞ্জিত কুমার দে, নেতাজি পল্লি রোড (আজাদ সাগের রোডের পাশে), পোঃঅঃ এবং জেলা করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১০	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি যার মৌজা করিমগঞ্জ টাউন ৩য় খণ্ড, পরগণা কুশিয়ারকুল, ব্লক-০২, জিলা করিমগঞ্জ, এর অন্তর্গত যার পরিমাপ-২ কাঠা ১০ ছটাক ১৪ গণ্ডা, যা পুরাতন দাগ নং-১৭৬৮, নতুন দাগ নং-১৬১, ১৬৪, খতিয়ান নং-৪৯৭ এবং পাট্টা নং-১৪৫ এই অবস্থানে রাজেশ কুমার দে, পিতা মৃত রঞ্জিত কুমার দে নামে রয়েছে। যার চতুঃসীমা - উত্তরে - ৪.৫ ফুট সর্বজনীন চলাচলের রাস্তা। দক্ষিণে - যাদব ভট্টাচার্য এর জমি এবং বিল্ডিং এবং পান্না লাল দে। পূর্বে -যাদব ভট্টাচার্য এর জমি এবং বিল্ডিং এবং ২ ফুট প্রশস্থ ড্রেন, পশ্চিমে -মিউনিসিপাল রোড।	(ক) ২০-১২-২০২১ (খ) ১৬,১৩,২৮৪.৫৩ টাকা+ তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ২১-১২-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২০-০৬-২০২২ (ঘ) প্রতীকী -দখল	(ক) ৩০.১৪ (খ) ৩.০১৪ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		
৪	শিলচর (৩১১০০০) / মেসার্স প্যানোরমা ইন্টারন্যাশনাল / প্রসুন চৌধুরী, ঠিকানা এফ নং-৩এফ, নবীন এপার্টমেন্ট, অম্বিকাপট্টি, দুর্গাশঙ্কর লেন, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৪ শ্রীমতী দীপাঞ্জলি চৌধুরী, ঠিকানা এফ নং-৩এফ, নবীন এপার্টমেন্ট, অম্বিকাপট্টি, দুর্গাশঙ্কর লেন, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৪	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরণের সম্পত্তি সহ একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যা নবীন এপার্টমেন্ট, দুর্গাশঙ্কর লেন, অম্বিকাপট্টি, শিলচর এ অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-৩এফ ৩য় তলে রয়েছে যার পরিমাপ ১১২৮ বর্গফুট সহ ১৭২ বর্গফুট সার্বজনী ব্যবহারিক স্থানযুক্ত ও ২৬১ বর্গফুট জমির অংশীদার হিসেবে প্রসুন চৌধুরী এবং দীপাঞ্জলি চৌধুরীর নামে রয়েছে। ৪র্থ তলযুক্ত নবীন এপার্টমেন্ট যা দু'টি প্লটে ১১ কাঠা, ৪ ছটাক জমিতে যা ২য় আর এস পাট্টা নং ৬৭২, দাগ নং-৪০৮৮, ৪০৮৯ যার মৌজা শিলচর টাউন পরগণা বরাকপার এই অবস্থানে রয়েছে। যার চতুঃসীমা - উত্তর- দাগ নং ১৯৮৩ জমিতে প্রবেশ পথ। দক্ষিণ- দুর্গাশঙ্কর লেন। পূর্ব-প্রদোধ দাশগুপ্তের জমি প্লট নং ৩ই। পশ্চিম-ছায়া রানি দাসের জমি ও বাড়ি ও প্লাট নং ৩এ।	(ক) ১০-১২-২০২৪ (খ) ১,২৫,৯১,৪৮৯.৫০ টাকা+ তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ১১-১২-২০১৪ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ১৩-০৩-২০২৫ (ঘ) প্রতীকী -দখল	(ক) ৩৪.৪৩ (খ) ৩.৪৪৩ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		
৫	শিলচর (৩১১০০০) / মেসার্স স্মার্ট মোটর্স প্রাঃ লিঃ / গ) ঋণগ্রহীতা: ১) শ্রী সুশান্ত কুমার বসাক পিতা-মৃত সুদাম চন্দ্র বসাক, লেন নং-৩, সোনাই রোড, হলিক্রস স্কুলের পাশে, শিলচর-৭৮৮০০৬, ২) শ্রীমতী মধুপর্ণা বসাক, স্বামী- শ্রী সুশান্ত কুমার বসাক, লেন নং-৩, সোনাই রোড, হলিক্রস স্কুলের পাশে, শিলচর- ৭৮৮০০৬।	১) সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি যার পরিমাপ মোট ২ বিঘা এবং উক্ত জমিতে থাকা আরসিসি বাণিজ্যিক বিল্ডিং যার দাগ নং- ২১৮, ২য় আরএস পাট্টা নং- ৯১, যার মৌজা-তারাপুর ৫ম খণ্ড, পরগণা-বরাকপার, শিলচর, জিলা কাছাড়। যার চতুঃসীমা - উত্তর- শিলচর-করিমগঞ্জ সড়ক। দক্ষিণ- দাগ নং-২৪৪ এর জমি। পূর্ব- দাগ নং-২৫৭/২৫৮/২৫৯ এর জমি। পশ্চিম- লেন। ২) সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি যার পরিমাপ মোট ৩ কাঠা, আর এস পাট্টা নং-১০৬, মৌজা তারাপুর ৫ম খণ্ড, পরগণা বরাকপার, শিলচর, জিলা কাছাড়। যার চতুঃসীমা - উত্তর- নিজাম উদ্দিনের জমি। দক্ষিণ- নিজস্ব জমি (ঋণ গ্রহীতার)। পূর্ব- ইস্তাজ আলীর জমি। পশ্চিম- ১ নং বায়া গয় জমি।	(ক) ২৮-২৪-২০১৬ (খ) ১০,০৩,৫৫,৩৫৯.০০ টাকা+ তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-১২-২০১৫ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ০১-০৮-২০১৬ (ঘ) প্রতীকী -দখল	(ক) ৪১৬.৭০ (খ) ৪১.৬৭ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		

শর্তাবলী: উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-য়ে নির্ধারিত শর্তাদি এ শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্ত সাপেক্ষ থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** এবং **'যে ভিত্তিতে রয়েছে'** হিসেবে বিক্রয় হবে।
২। উল্লিখিত তফশিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অনুমোদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।
৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এবং শর্তাবলী **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।
৫। ব্যাংকের অজানা কোনো সম্পত্তির (ই-নিলাম) ক্ষেত্রে, সরকারের বা অন্য কারো কাছে থাকা কোনো চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনো বকেয়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। আগ্রহী দরদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন সম্পত্তির উপর থাকা দায়, যেমন; বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেন।
৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময়ে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ করার, গ্রহণযোগ্য না হলে সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা এর শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭। দরপত্র দাখিল করার পূর্বে সম্পত্তি ও তার বিবরণ পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হওয়া দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করবেন।

তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৬
স্থান ঃ শিলচর

স্বীকৃতি প্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

E-Mail ID: cosilcharrecovery@pnb.bank.in

শিলচর মণ্ডল এসএএম কার্যালয়, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

সুতরাং, বিশেষ করে **ঋণগৃহীতাদের, জামিনদারদের এবং সাধারণ মানুষকে** এমর্মে অবগত করা হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-(সিকিউয়ার্ড ক্রেডিটর) প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এবং ঋণগ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির দখল নেওয়ার নিমিত্তে নিম্ন টেবিলে উল্লেখ করা তারিখ মতে (গঠনমূলক দখলাধীন সম্পত্তি) স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিক বন্ধকী সম্পত্তি রিকভারি করতে গিয়ে অতিরিক্ত সুদ ও খরচা এবং অন্যান্য চার্জসমূহ নিয়ে স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বন্ধকীকৃত সম্পত্তি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় এবং যেভাবে আছে সেভাবে'** এই হিসেবে ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রত্যেক সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

সংরক্ষিত সম্পত্তির সূচি

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম / খ) অ্যাকাউন্টের নাম / গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির জামিনদার)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(৪) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতিকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে প্রদত্তসমস্যার বিবরণ
১	ক) শিলচর খ) মেসার্স এ. এইচ. স্টিল ফেব্রিকেশন গ) ঋণগ্রহীতা: ১) আলতাফ হোসেন রাজবড়ভূইয়া, সোনাই রোড, মেইন কনকপুর ১ম খণ্ড, আসাম-৭৮৮০০৬।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরণের সম্পত্তি সহ জমি যার পরিমাপ ৮ কাঠা, যার দাগ নং- ১৮৯, ২য় আর এস পাট্টা নং-৭২ এর অধীন পরগণা বরাকপার, মৌজা কনকপুর ১ম খণ্ড, শিলচর কাছাড়, এই অবস্থানে আলতাফ হোসেন রাজবড়ভূইয়ার নামে রয়েছে। চতুঃসীমা- উত্তর : রাস্তা, দক্ষিণ : দাগ নং ১৮৮ এর জমি, পূর্ব : দাগ নং ১৮৯-এ লেকই মিয়া রাজবড়ভুইয়ার বাড়ী, পশ্চিম : দাগ নং ১৮৯-এ সুজিত কুমার দে-র জমি।	(ক) ২৫-০৬-২০২১ (খ) ৫,৭১,২৪৯.৯৬ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-০৭-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২০-১০-২০২১ (ঘ) প্রতীকি দখল	ক) ২৭.৫৪ লক্ষ খ) ২.৭৫৪ লক্ষ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ	২৬-০৬-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	ক) লালা (০০৪০২০) খ) আব্দুল নূর বড়ভূইয়া গ) ঋণগ্রহীতা:১) আব্দুল নূর বড়ভূইয়া, ঠিকানা- পিতা মাহমুদ আলী বড়ভূইয়া, গ্রাম- বাহাদুরপুর, পোঃঅঃ রাঙ্গাউটি, হাইলাকান্দি, আসাম- ৭৮৮১৬৩। জামিনদার - মোঃ ফইজুল হক বড়ভূইয়া, ঠিকানা- গ্রাম- রাজ্যেশ্বরপুর-৩য়, পোঃঅঃ আমালা, হাইলাকান্দি, আসাম- ৭৮৮১৬৪।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা একটি আবাসিক প্লট, যার পরিমাপ মোট ১৯ (উনিশ) কাঠা, ১৫ (পনেরো) ছটাক জমি, যা ২য় আর এস দাগ নং-২২০,২২১,২২২,২২৪, ২৩৩,৪৬৭,২৩৫, ২৩৬, ৪২৯, ২য় আর এস পাট্টা নং-৭৬,৭৯, ৮০, ১৯৪, এর অধীন যার পরগণা- হাইলাকান্দি, মৌজা-বাহাদুরপুর ১ম খণ্ড এর অন্তর্গত যার রেজিষ্টার ডিড নং ১৮৯৭, তারিখ- ২৯-০৫-২০০৭ গ্রাম- বাহাদুরপুর ১ম খণ্ড, থানা এবং জিলা হাইলাকান্দি এই অবস্থানে আব্দুর নূর বড়ভূইয়ার নামে রয়েছে। যার চতুসীমা- উত্তর : রাস্তা, দক্ষিণ : আলম উদ্দিন এবং অন্যান্যদের জমি, পশ্চিম : নলপ্রমাণ, পূর্ব : কবরখানা।	(ক) ০১-০৫-২০২৪ (খ) ৪,০৩,৬১৫.১৩ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-০৫-২০২৪ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ১২-০৯-২০২৪ (ঘ) প্রতীকি দখল	ক) ১৩.০৩ লক্ষ খ) ১.৩০৩ লক্ষ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ		
৩	ক) লালা (০০৪০২০) খ) ফারুক উদ্দিন লস্কর গ) ঋণগ্রহীতা: ফারুক উদ্দিন লস্কর, পিতা মৃত আব্দুল নুর লস্কর, গ্রাম-আপিন ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ আপিন,থানা লালা, লালা, আসাম-৭৮৮১৬১। জামিনদার : আব্দুল হান্নান লস্কর, গ্রাম-আপিন ২য় খণ্ড, পোঃঅঃ আপিন, লালা, আসাম-৭৮৮১৬১।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরণের সম্পত্তি সহ জমি ও বিল্ডিং যার পরিমাপ ০১ বিঘা, ০৬ কাঠা, ০২ ছটাক এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, যা ২য় আর এস দাগ নং- ৩২৪, ২য় আর এস পাট্টা নং-১১৮, পরগণা সরসপুর, মৌজা আপিন ২য় খণ্ড, জিলা হাইলাকান্দি, আসাম, এই অবস্থানে নিম্নোক্ত ভাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে। চতুঃসীমা- উত্তর : হবিবুর রহমান লস্করের বসতবাড়ী এবং জমি, দক্ষিণ : আনফর আলী লস্করের বসতবাড়ী এবং জমি, পূর্ব : রুকিয়া বেগম লস্কর এবং ফুলেরা বেগম লস্করের জমি, পশ্চিম : গ্রামীণ সড়ক।	(ক) ০১-০৭-২০২১ (খ) ৯,১৫,৯০৬.৪৬ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-০৭-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ০৭-০৭-২০২২ (ঘ) প্রতীকি দখল	ক) ২৩.৬৭ লক্ষ খ) ২.৩৬৭ লক্ষ (২৩-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ		
৪	ক) হাইলাকান্দি (০৫৯৬২০) খ) মেসার্স আই.এস.বি ফার্নিচার হাউস গ) ঋণগ্রহীতা: ইরিল সুলতানা বড়ভূইয়া, (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স আই.এস.বি ফার্নিচার হাউস, স্টেশন রোড, হাইলাকান্দি-৭৮৮১৫১। জামিনদার : ১) নামর আলী বড়ভূইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভূইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১, ২) গুলজার আলী বড়ভূইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভূইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১, ৩) ফারজান আলী বড়ভূইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভূইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম- ৭৮৮১৫১, ৪) মনজুর আলী বড়ভূইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভূইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি যার মৌজা নারায়ণপুর ৫ম খণ্ড, পরগণা- সরসপুর, ওয়ার্ড নং-১০, হাইলাকান্দি শহর, যার পরিমাপ ৯ কাঠা, ১ ছটাক, ১০ গণ্ডা, যা গুলজার আলী বড়ভূইয়া, নামর আলী বড়ভূইয়া, মনজুর আলী বড়ভূইয়া এবং ফারজান আলী বড়ভূইয়ার নামে ২য় আর এস দাগ নং- ৬০০ (খণ্ড) এবং পাট্টা নং- ১৪৬, এই অবস্থানে রয়েছে। যার চতুসীমা- উত্তর : আরজান আলী বড়ভূইয়া এবং অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ : তাজ উদ্দিন বড়ভূইয়ার জমি, পূর্ব : আব্দুল লতিফ বড়ভূইয়া এবং অন্যান্য ক্রেতাদের জমি এবং পশ্চিম : আব্দুল ওয়াহিদ বড়ভূইয়া এবং অন্যান্যদের জমি।	(ক) ২৪-০৯-২০২১ (খ) ১২,২৫,৯১২.৫০ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ২৪-০৯-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২৩-০৮-২০২২ (ঘ) প্রতীকি দখল	ক) ৮.৫ লক্ষ খ) ৮৫.০০ হাজার (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ		
৫	ক) লালা (০০৪০২০) খ) মোঃ মানিক উদ্দিন লস্কর গ) ঋণগ্রহীতা: মোঃ মানিক উদ্দিন লস্কর, পিতা মৃত ছিপাত আলী লস্কর, ঠিকানা-হাইলাকান্দি টাউন, ওয়ার্ড নং-৫, পোঃঅঃ এবং জিলা- হাইলাকান্দি, আসাম, ৭৮৮১৬১। জামিনদার - বিকাশ শর্মা, পিতা মৃত জীতেন্দ্রলাল শর্মা, গ্রাম- গাংগপার, ধুমকর, হাইলাকান্দি, আসাম- ৭৮৮১৬১	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরণের সম্পত্তি সহ জমি যার পরিমাপ মোট ২ কাঠা, ৮ ছটাক মোট, যা মৌজা- নারায়ণপুর ৫ম খণ্ড, পরগণা- সরসপুর, জিলা হাইলাকান্দি অন্তর্গত ২য় আর এস দাগ নং-১১৩, ২য় আর এস পাট্টা নং- ৩৩, ওয়ার্ড নং-৫, এই অবস্থানে মোঃ মানিক উদ্দিন লস্করের নামে রয়েছে। প্লট-১ : চতুঃসীমা- উত্তর : সরকারী রাস্তা, দক্ষিণ : ১০ ফুট প্রসস্থ রাস্তা এবং তার পরবর্তীতে মাকমদ আলীর জমি, পূর্ব : কালামিয়া লস্কর এবং পশ্চিম : মোঃ আমির হুসেন।	(ক) ০৪-০৩-২০২২ (খ) ৭,৯৪,১৩৪.৯৫ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ সুদ ০১-০৪-২০২২ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২৩-০৮-২০২২ (ঘ) প্রতীকি দখল	ক) ১৭.১০ লক্ষ খ) ১.৭১ লক্ষ (২২-০৬-২০২৬-য়ে বা তার আগে) গ) ০.১০ লক্ষ		

শর্তাবলী:

উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-য়ে নির্ধারিত শর্তাদি এ শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্ত সাপেক্ষ থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি **'যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** এবং **'যে ভিত্তিতে রয়েছে'** হিসেবে বিক্রয় হবে।
২। উল্লিখিত তফশিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অমুদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পাড়বেন না।
৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।
৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এ বং শর্তাবলী **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।

তারিখ ঃ ০৬-০৬-২০২৬
স্থান ঃ শিলচর

স্বীকৃতি প্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

গুয়াহাটির বীরুবাড়ি অঞ্চলের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে উচ্ছেদের পর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি অসহায় শিশু। পাশে ঠাকুরের কুর্শি। শনিবার।

ইন্টারনেট টিভি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ট্রাই-র, প্রতিবাদে সরব ওটিটি সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ইন্টারনেট টিভি বা ওটিটি এবং ফাস্ট টিভি প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য নয়া নীতির পরিকল্পনা টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার। ক্যাবল ও ডিটিএইচ পরিষেবার সঙ্গে সমতা আনতে এই পদক্ষেপের পরিকল্পনা ট্রাই-র। সরকারের এই উদ্যোগের বিরোধিতায় সরব হয়েছে ওটিটি বা ফাস্ট টিভি সংস্থাগুলি। বর্তমানে ওটিটি বা ফাস্ট টিভি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন পড়ে না। এই ধরনের পরিষেবাগুলো তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) আইন, ২০২১-র অধীনে পরিচালিত হয়। এই নিয়মে বদল আনতে গত এপ্রিলে এই বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিল ট্রাই। সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন লিনিয়ার টেলিভিশন ডিস্ট্রিবিউশন পরিষেবা এবং ফ্রি অ্যাড-সাপোর্টেড স্ট্রিমিং টেলিভিশন প্ল্যাটফর্মগুলোকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, সে বিষয়ে সংস্থাগুলির মতামত চাওয়া হয়। এখানে এএলটিডি শব্দটি এই সংক্রান্ত বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত টেলিভিশন চ্যানেল, অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটগুলি এর অধীন। ট্রাই-র পদক্ষেপের পালটা সতর্ক করেছে 'ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। তাদের বক্তব্য, এই উদ্যোগ সমস্ত ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও এবং ভিডিও-র মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করা ওয়েবসাইটগুলিকে একটি নির্ধারিত লাইসেন্সের কাঠামোয় আনতে পারে।

একের পাতার পর

নিয়োগ কেলেংকারি, গ্রেফতার

নরেন চন্দ্র বসুমতারি এবং অনুরাধা অধিকারী শর্মাকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। জানা গেছে, ধৃত দু'জনই মৎস্য উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ সামলেছিলেন। আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে থাকাকালীন বিজ্ঞাপন, সাক্ষাৎকার ছাড়াই বেশ কয়েকজনকে মৎস্য উন্নয়ন নিগমে চাকরি দিয়েছিলেন তাঁরা। এনিয়ে ২০২২ সালে সিআইডিতে মামলাও রুজু হয়েছিল। সেই মামলায় এদিন জেল থেকেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন দু'জন। হেফাজতে পাওয়ার পর দু'জনকেই বর্তমানে টানা জেরা চালিয়ে যাচ্ছেন সিআইডি-র আধিকারিকরা।

আমাদের মুছে ফেলা যাবে না

বিকেল ৫টার আগেই শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নাটকীয় মোড় ঘোরে এর ঠিক পরেই। এই বিক্ষোভের ওপর ভিত্তি করে ককরোচ জনতা পার্টির বিরুদ্ধে থানায় একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে, এই সংগঠনটি নাকি ভারতের স্বার্থবিরোধী অর্থাৎ 'দেশবিরোধী' কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সিজেপি-র এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে টাকা আসছে বা 'ফরেন ফান্ডিং' হচ্ছে বলেও গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

এরপরই এখন সবার নজর ককরোচ জনতা পার্টির দিকে। ব্যঙ্গাত্মক বা স্যাটায়ারধর্মী দল হিসেবে পরিচিত এই সংগঠনটি আগামী সপ্তাহে দেশজুড়ে কতটা বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার জল কতদূর গড়ায়, সেটাই এখন দেখার।

বলিন চেতিয়াকে এজিসিএল-র

চলে। এমনকী রাস্তায় বেরিয়ে প্রতিবাদও দেখান মরান, মটক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা। পিছিয়ে ছিলেন না মহিলারাও। মরান ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বলেন, নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবারের মন্ত্রিসভায় মরান জনগোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া উপজাতি মর্যাদার দাবিও পূরণ হয়নি এখনও পর্যন্ত। এককথায় বলতে গেলে মরান জনগোষ্ঠীকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। তাই প্রতিবাদের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, আগামী দিনে মরান জনগোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় সামিল করতেই হবে।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় শুরু থেকেই চর্চায় ছিল বিধায়ক বলিন চেতিয়ার নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি তিনি। তাই প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছেন মরান, মটক জনগোষ্ঠীর মানুষ। আর তাদের সন্তুষ্ট করতেই যে বিধায়ক চেতিয়াকে এজিসিএল-র অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

'বিকশিত অসম' গড়তে সরকারি

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রশাসনের প্রতিটি সংস্কার এবং প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেন সরাসরি ভারতের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক যাত্রায় অসমের ভূমিকাকে শক্তিশালী করে।'

বৈঠকের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের সাম্প্রতিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সূচকও সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমানে অসমের ৯৪.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য এবং ৯৩.৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য পৃথক কার্যকর শৌচাগার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লালকেল্লা থেকে স্কুলে ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, অসম তা মিশন মোডে বাস্তবায়ন করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছিলেন, রাজ্যের ৮৭.২ শতাংশ বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম সেরা পারফরমার রাজ্য হিসেবে নীতি আয়োগের স্বীকৃতিও পেয়েছে অসম।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও অগ্রগতির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এক দশক আগে রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার (ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট) ছিল ৪৯। বর্তমানে তা কমে ২৯-এ নেমে এসেছে। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ফলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে এই অগ্রগতিকে উৎসাহব্যঞ্জক বলেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনের লোকভবনে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ আচার্য এবং কুমুদ দেবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। পরে সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, রাজ্যপালের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা সরকারের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন আবাস অনুমোদন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা এবং প্রশাসনকে 'বিকশিত অসম'-র লক্ষ্য পূরণে আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা, এই তিনটি বিষয়কেই শনিবারের কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবজাতকের মৃত্যুর হার হ্রাস

কাজ করে যাবে। এটাই সরকারের সংকল্প।' তবে শুধু নবজাতক নয়, প্রসূতি মৃত্যুর হারও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে রাজ্যে। ষোড়শ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের বিতর্কে বিরোধীদের নানা অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, '২০০৬ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন প্রতি লক্ষে ৪৮০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় জাতীয় গড় ছিল ২৫৪। এসআরএস-র সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২৩ অর্থবছরে অসমে প্রতি লক্ষে ৮৪ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। সেখানে জাতীয় গড় হল ৮৭। অর্থাৎ, জাতীয় গড়ের চেয়েও অসমে এখন প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যওয়াড়ি প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাসের তালিকায় অন্যান্য রাজ্যকে পেছনে ফেলে দিয়ে অনেক ধাপ উপরে উঠে এসেছে অসম। আগামী পাঁচ বছরে এই তালিকায় অসম যাতে সপ্তম স্থানে থাকে, সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে কাজ করবে সরকার।'

'মাওবাদী মুক্ত' ছত্তিশগড়ে

কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে ৩৯টিতে বিজেপি জিতেছে। কংগ্রেস ৩০টিতে। নির্দল প্রার্থীরা ২টি ওয়ার্ডে জিতেছেন। যার অর্থ কার্যত সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। এমনিতে এই ধরনের স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে শাসকদলের দাপট থাকে। কিন্তু ভোটের বছর দুই আগের এই পুর নির্বাচনে যেভাবে কংগ্রেস লড়াই দিল, তাতে রাজ্যের কর্মীরা উদ্বুদ্ধ। বিজেপির আশা ছিল, রাজ্য মাওবাদী মুক্ত হওয়ার পর একচেটিয়ে জয় আসবে এই নির্বাচনে। তবে সেটা হল না।

বছর তিনেক আগে ছত্তিশগড়ে একপ্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতা হারিয়েছিল কংগ্রেস। ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর লোকসভায় ছত্তিশগড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কংগ্রেস। এই পুরভোটের ফল কংগ্রেসকে সামান্য হলেও অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

ন'ফুট বার্মিজ পাইথনে শিলচরে

এরপর শুরু হয় দীর্ঘ ও সতর্ক অভিযান। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর অবশেষে গাছ থেকে নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় ওই বার্মিজ পাইথনকে। পরে সাপটিকে নিরাপদভাবে আটক করে বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উদ্ধারকারী ত্রিকাল চক্রবর্তী জানান, সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ফুট এবং ওজন আনুমানিক ১২ কেজি। তিনি আরও জানান, বার্মিজ পাইথন সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর তালিকাভুক্ত এবং আইন অনুযায়ী এটি হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সাধারণত জলাভূমি বা নালার কাছাকাছি এলাকায় এদের দেখা যায়। তাঁর ধারণা, আশপাশের কোনও জলাশয় থেকে উঠে এসে রোদ পোহানোর জন্যই সাপটি গাছে উঠেছিল।

অন্যদিকে, শিশুবিতান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য এই ঘটনার পর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বড় নালা দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় এবং ঝোপঝাড়ে ভরে যাওয়ায় সেখানে বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল তৈরি হয়েছে বলেই আশঙ্কা। তিনি বলেন, এলাকায় প্রতিদিন বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের যাতায়াত থাকে। এমন অবস্থায় স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এত বড় সাপের উপস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রধান শিক্ষিকা শিলচর পুরনিগম ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে নালা পরিষ্কার, ঝোপঝাড় অপসারণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানান। বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া পাইথনটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর তাকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় একদিকে যেমন আতঙ্ক ছড়ায়, অন্যদিকে দ্রুত ও দক্ষ উদ্ধার অভিযানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাসিন্দারা। এখন সবার একটাই দাবি, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত এবং স্থায়ীভাবে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

মিতব্যয়িতার বার্তা দিয়ে এক

মোদি বারবার জনজীবনে সংযম ও মিতব্যয়িতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর কথা বলেছেন। সেই বার্তাকে বাস্তবে রূপ দিতেই মন্ত্রীরা একসঙ্গে একটি গাড়িতে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন। পীযূষ হাজরিকা লেখেন, 'জনপ্রতিনিধিদের শুধু বক্তব্যে নয়, নিজেদের আচরণেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। সরকারি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং ব্যয়সংকোচনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ছোট ছোট উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।' পরে ওই পোস্টটি শেয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই পদক্ষেপকে 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, 'জনপ্রতিনিধিদের উচিত নিজেদের আচরণের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে গাড়ি ভাগাভাগি করে ব্যবহার সহ মিতব্যয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।'

এই উদ্যোগের আর্থিক প্রভাব হয়তো সীমিত, তবে এর প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বার্তাই এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার ব্যয় কমানো এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীদের একসঙ্গে সফরকে শাসকদলের পক্ষ থেকে একটি প্রতীকী কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

গোয়ালপাড়ার স্কুলে টিফিনে

হয়। বাকি চার নাবালক ছাত্রকেও থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ শুরু হয়। অভিযোগকারী ছাত্রদের পরিবারের সদস্য, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জেল কমিশনার প্রদীপ তিমুং ও পুলিশ সুপার নবনীত মহন্ত বিদ্যালয়ে গিয়ে অভিভাবক, স্থানীয় বাসিন্দা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং তদন্তের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা কমিশনার বলেন, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। একই সঙ্গে তিনি অভিভাবকদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো খাবারের বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের বিতর্ক এড়াতে টিফিনে মাছ বা মাংসজাতীয় খাবার না পাঠানোর পরামর্শ দেন। এদিকে, ঘটনার জেরে স্থানীয় সংগঠন, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য, ছাত্র সংগঠন, সামাজিক কর্মী এবং রাজনৈতিক মহলের প্রতিনিধিরাও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ইকো ক্লাব কার্যসূচিতে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পেল হাইলাকান্দি জেলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৬ জুন : পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের বছরব্যাপী কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত কম্পেন্ডিয়াম গোটা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গুয়াহাটির বিজ্ঞান নগরীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি জেলার পক্ষ থেকে পরিবেশ শিক্ষণ কর্মসূচির জেলা সমন্বয়ক লুৎফুর রহমান বড়ভুইয়া মানপত্র ও স্মারক গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অসম সরকারের অধীন আসাম বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ পরিষদ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত গত বছর জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তাপস দত্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর এবং তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা কমিশনার ত্রিদীব রায়ের উদ্যোগে জেলার ইকো ক্লাবগুলিকে পুনরায় সক্রিয় ও গতিশীল করে তোলা হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। পর্যায়ক্রমে ইকো ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার ড. বিকাশ ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন বিজ্ঞান মন্দির আধিকারিক বাহারুল ইসলাম লস্কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই জেলার এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইকো ক্লাবের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, পরিবেশ ও প্রযুক্তিভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ অভিযান, পরিবেশ বিষয়ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ মুলক নানা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জেলার এই সাফল্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইকো ক্লাবের সমন্বয়ক এবং সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। ভবিষ্যতেও পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ইকো ক্লাবের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে, আসাম বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ পরিষদের সঞ্চালক ড. জয়দীপ বরুয়া হাইলাকান্দি জেলার এই কৃতিত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

লামডিং স্টেশনে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ৬ জুন : বেঙ্গালুরু থেকে বাড়ি ফেরার পথে লামডিং স্টেশনে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন জিরিঘাট আটঘরের এক যুবক। অমৃত দাস নামের জিরিঘাটের যুবক সর্বস্ব হারিয়ে এখন অসহায় হয়ে পড়েছেন। কর্মসূত্রে তিনি বেঙ্গালুরুতে থাকেন। বাড়ি আসার পথে লামডিঙ রেলস্টেশনে দুষ্কৃতীদের কবলে পড়ে সব কিছু হারিয়েছেন।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ অমৃত দাস ট্রেনে লামডিং স্টেশনে এসে পৌঁছেন। ট্রেনটি সেখানে নিয়ম অনুযায়ী কিছু সময় থামলে অমৃত নিচে

নেমেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়ায় তিনি আর ট্রেনে উঠতে পারেননি। এরপরই অমৃত ফোন করে বাড়িতে জানান যে, তিনি রাত বারোটার অন্য একটি ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সেই শেষ কথা। তারপর থেকে অমৃতের মোবাইল ফোনটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা ভাবেন হয়তো ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শুক্রবার পেরিয়ে শনিবার সকাল পর্যন্ত অমৃতের কোনও খোঁজ না মেলায় উদ্বিগ্ন পরিবার বাধ্য হয়ে জিরিঘাট পুলিশের দ্বারস্থ হন। নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পুলিশের সাহায্য কামনা করেন তাঁরা। পুলিশের কাছে যাওয়ার কিছু পরেই অন্য একটি মোবাইল নম্বর থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অমৃত। তিনি জানান, বর্তমানে তিনি লামডিংয়ে সুস্থ আছেন। তবে তাঁর কাছ থেকে টাকা-পয়সা, মোবাইলসহ সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে একদল দুষ্কৃতী। যার কারণে তিনি যোগাযোগ করতে পারেননি এবং বাড়িও ফিরতে পারছেন না। বাড়ি ফেরার জন্য তিনি পরিবারের কাছে টাকা পাঠানোর কথা জানান। অমৃতের ফোন পেয়ে পরিবার স্বস্তি পেলেও, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও অস্পষ্ট। অমৃত শুধু জানিয়েছেন, জ্ঞান ফেরার পর তিনি নিজেকে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় দেখেন এবং তাঁর কাছে তখন কিছুই ছিল না।

শিক্ষক প্রয়াণে শোকসভা জনকল্যাণ এমই স্কুলে

শিক্ষক আতিকুর রহমান চৌধুরীর প্রয়াণে স্কুলে এক শোকসভার দৃশ্য। রামভাই প্যাটেল জনকল্যাণ এমই স্কুলে। শনিবারের ছবি।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৬ জুন : সহস্রাধিক শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে জানাজার নামাজ সম্পন্ন হল লালার উত্তর জঙ্গাবাদ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক তথা রামভাই প্যাটেল জনকল্যাণ এমই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতিকুর রহমান চৌধুরীর। শনিবার বিকাল দুটোয় বাড়ির পাশেই জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ পরিচালনা করেন প্রয়াতের শ্যালক লালা কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার হাফিজ ফখরুজ্জামান চৌধুরী। জানাজায় লালা কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার পড়ুয়া শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক ও বিজ্ঞজনেরা। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এদিকে, রামভাই প্যাটেল জনকল্যাণ এমই স্কুলের পক্ষ থেকে এক শোকসভা আয়োজন করা হয়। এই শোকসভায় স্কুলের শিক্ষকরা প্রয়াত শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। বলেন, প্রয়াত শিক্ষক ছিলেন এই স্কুলের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। তিনি সহ অন্যান্যদের হাত ধরে এই স্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর এই স্কুলে সম্মানের সঙ্গে শিক্ষা দান করে গেছেন। পাঠদানে তিনি কোনও ধরনের খামতি করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পড়ুয়া দরদি একজন শিক্ষক। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষকরা এগিয়ে যাবেন বলে শিক্ষকরা মত ব্যক্ত করেন। প্রয়াত শিক্ষক আতিকুর রহমান চৌধুরীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শিক্ষকরা। সবশেষে প্রয়াত আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্রজিত পালচৌধুরী, মুক্তার হোসেন চৌধুরী, প্রিয়াংকা সিনহা, সঞ্জিত কুমার অগ্রহারি, কাজি মিসবাহুল আলম, হামজা বড়ভুইয়া, পারভেজ আক্তার চৌধুরী, গৌরব সাহা প্রমুখ।

এছাড়া স্কুলের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক বিপ্রজিত পালচৌধুরী, সঞ্জিত অগ্রহারিরা প্রয়াতের বাড়িতে এসে ফুলের তোড়া দিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এই প্রবীণ শিক্ষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ২০১৬ সালে তিনি এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

সোনাই যুবতী সিংহ মণিপুরি হাইস্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির একাংশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাই, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সোনাই যুবতী সিংহ মণিপুরি হাইস্কুলে শুক্রবার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সবুজায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীদের অংশগ্রহণে স্কুল চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াই অশোক কুমার সিংহ, সিনিয়র শিক্ষক এস মণীন্দ্র সিংহ, টিএইচ গপেশ্বর সিংহ, কেএসএইচ রমেন্দ্র সিংহ, শিক্ষিকা প্রতিমা ব্যানার্জি, কেএইচ মেনকা সিংহ, কে কবিতা সিংহ, রসিদা বেগম লস্কর এবং অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে বিরেন সিংহ, এল বেবী সিংহসহ অন্যান্যরা। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছিল লক্ষণীয়।

মার্ঘেরিটায় ১১ বছরের শিশুকে লাগাতার ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত রাজু খান

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৬ জুন : তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটায় এক ১১ বছরের নাবালিকাকে বহুবার ধর্ষণ করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে ২৬ বছর বয়সের স্থানীয় বাসিন্দা রাজু খান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা শনিবার প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন এবং দোষীর কঠোর শাস্তি দাবি করেন। পুলিশ জানিয়েছে, যুবকটি প্রথমে মেয়েটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি প্রথমে সামনে আসেনি এবং সে দীর্ঘ দিন ধরে ওই শিশুর ওপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। তবে সম্প্রতি মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোটা বিষয়ে সামনে আসে এবং উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। গ্রেফতার হওয়া যুবক রাজু খান মার্ঘেরিটার সিদেহিং আগবান্ধা গ্রামের বাসিন্দা। তাকে পকসো আইনের নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পরবর্তী তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজু খান প্রথমে নাবালিকার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। সেই সূত্রে নিয়মিত তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে টাকা ও উপহারের টোপ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের বিশ্বাস অর্জন করে। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই বাড়ির ভেতরেই ওই ১১ বছরের শিশুটির ওপর লাগাতার যৌন নির্যাতন চালাত সে। সম্প্রতি শিশুটির শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হলে স্থানীয় মহিলারা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এরপর প্রতিবেশীরা পরিবারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এই দীর্ঘদিনের ভয়াবহ নির্যাতনের বিষয়টি পুরোপুরি সামনে আসে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই গোটা গ্রামে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে অভিযুক্ত রাজু খানকে ধরে গণধোলাই দেয় এবং মার্ঘেরিটা থানার পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছে, নাবালিকার সুরক্ষার্থে ও স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় আইনি নিয়ম মেনে নির্যাতিতার বিস্তারিত পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা এবং ফরেনসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজু খান বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়াকে 'ফাস্ট ট্র্যাক' বা দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে অপরাধী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়। এর পাশাপাশি ওই যুবক কীভাবে পরিবারের এত কাছাকাছি এল এবং এই অপরাধের পেছনে অন্য কারও মদত বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর ৯ মাস পর ৩০ লক্ষের বিমায় ফিরল বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বাঁচার ভরসা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর রাত। কাজ শেষে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন শিলচরের বড়াইলভিউ হোটেলের কর্মী রাজদীপ পাল। রাস্তায় দ্রুতগতির একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩৫ বছরের যুবকের। একমাত্র উপার্জনকারী ছেলেকে হারিয়ে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয় রংপুর নরসিংপাড়ার পরিবার। তবে দুর্ঘটনার ঠিক নয় মাস পর সেই পরিবারের হাতে পৌঁছেছে ৩০ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার অর্থ। সেটাও তাঁর পারিশ্রমিকের সঙ্গে থাকা বিমার দরুন। ছেলের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বাবা রবীন্দ্রচন্দ্র পাল, মা এবং স্ত্রী ঋতা পালের সামনে তখন একটাই প্রশ্ন, সংসার চলবে কীভাবে? যদিও তখন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বড়াইলভিউ হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীরা। শুরু করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই তাঁরা সাহায্য করে। হোটেল কর্তৃপক্ষ পরে স্ত্রী ঋতাকে চাকরিও দেয়। তবে সংসার চলছিল অনটনের মধ্যে। এরই মধ্যে ঋতা জানতে পারেন হোটেলে চাকরির যে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো তারই সঙ্গে একটা জীবনবিমা ছিল এবং তাঁরা এটি পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। দুর্ঘটনার ঠিক নয় মাস পর সেই পরিবারের হাতে পৌঁছেছে ৩০ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার অর্থ। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের স্যালারিড অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত বিমা প্রকল্পের আওতায় এই অর্থ পেয়েছে পরিবারটি। শুক্রবার শিলচরের বড়াইলভিউ রিজেন্সি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিবারের হাতে বিমার চেক তুলে দেন ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার বিজেন্দর সিং এবং সার্কল হেড সৌরভ কুমার। রাজদীপ বড়াইলভিউ রিজেন্সি হোটেলের সিনিয়র ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বেতন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা হতো। দুর্ঘটনার পর হোটেল কর্তৃপক্ষই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিমা দাবি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর পরিবারটি ৩০ লক্ষ টাকার সহায়তা পায়। চেক গ্রহণের সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। রাজদীপের বাবা রবীন্দ্রচন্দ্র পাল বলেন, 'ছেলেকে তো আর ফিরে পাব না। তবে এই অর্থ অন্তত ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ করে দিল।'

স্ত্রী ঋতা পালের কথায়, 'স্বামীর চলে যাওয়ার শূন্যতা কোনওদিন পূরণ হবে না। কিন্তু এই সহায়তা পরিবারকে নতুন করে দাঁড়ানোর শক্তি দেবে।' পরিবারের ঘনিষ্ঠদের মতে, গত নয় মাসে ঋতাই সংসারের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের কথায়, 'বউমাই এখন এই বাড়ির ছেলে।' রাজদীপের কর্মস্থলও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। বড়াইলভিউ রিজেন্সি হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার জয়দীপ দাস জানান, রাজদীপ ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে বিমা দাবি নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা হয়েছে। পাশাপাশি ঋতা পালের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার বিজেন্দর সিং বলেন, স্যালারিড অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য থাকা দুর্ঘটনা বিমা অনেক পরিবারের কঠিন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা হয়ে উঠতে পারে। রাজদীপ পালের পরিবারের ঘটনাটি তারই একটি উদাহরণ। পরিবারের সদস্যদের কথায়, ৩০ লক্ষ টাকা ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যে দুর্ঘটনা এক মুহূর্তে সংসারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছিল, সেই পরিবারের সামনে অন্তত নতুন করে বাঁচার একটি পথ খুলে দিয়েছে।

পুরাতনের বদলে নতুন অ্যালাইনমেন্ট, ভারতমালা প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ তেলিটিকরে

ফের ভূমিহীন হওয়ার আশঙ্কায় আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি স্থানীয়দের

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ৬ জুন : ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে সড়ক নির্মাণকে কেন্দ্র করে কাটিগড়া অঞ্চলে বিতর্ক যেন থামছেই না। করইকান্দির পর এবার অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তেলিটিকর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, ২০২৩ সালে যে জরিপ ও অ্যালাইনমেন্টের ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তা নির্মাণে তাঁদের আপত্তি নেই, তবে নতুন করে অ্যালাইনমেন্ট বদল করে সাধারণ মানুষকে ভূমিহীন করার চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৩ সালে ভারতমালা প্রকল্পের জন্য একবার জমি জরিপ ও অ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বহু পরিবারের জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের

বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন স্থানীয় জনগণ।

অর্থও প্রদান করা হয়। অনেকেই ক্ষতিপূরণের টাকায় নিজেদের নতুন বসতভিটা গড়ে তুলেছেন। এমনকি ওই অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী পিলার স্থাপন সহ প্রায় ৭০ শতাংশ কাজও সম্পন্ন হয়েছিল।

কিন্তু চলতি বছর হঠাৎ করেই নতুন করে অ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয় বলে অভিযোগ। প্রশাসনের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় পুনরায় পিলার স্থাপন শুরু হওয়ার পরই উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, নতুন অ্যালাইনমেন্টে তাঁদের অবশিষ্ট বসতভিটার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফলে বহু পরিবার সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে। এ প্রসঙ্গে সম্পু চন্দ্র নাথ, কপিল উদ্দিন, জিয়াউর রহমান, ডিম্বু নাথ, ফয়জুল হক, নির্মলেন্দু নাথ, একলাস উদ্দিন, হিমা নাথ, সম্পা নাথ, জয়া নাথ, বাবলী নাথ, শংকরী নাথ ও ঝুমা নাথ সহ একাধিক বাসিন্দা বলেন, আমরা রাস্তার বিরোধিতা করছি না। আমরা চাই ২০২৩ সালের অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজ হোক। নতুন অ্যালাইনমেন্টে আমাদের শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হবে। এটি অমানবিক সিদ্ধান্ত।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, পূর্বের অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং কাজও অনেকদূর এগিয়েছে। এখন নতুন করে অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন করায় একদিকে যেমন সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে বহু পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। তাঁদের সাফ কথা, উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু সেই উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করে ভূমিহীন করা চলবে না। দাবি না মানা হলে আইনি পথে লড়াই চালিয়ে যেতে এবং প্রয়োজনে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে চারা বণ্টন, গাছ লাগানোর আহ্বান সাংস্কৃতিক মঞ্চের

অ্যাডিশনাল সিজেএম সুবর্ণজ্যোতি দেবের হাতে চারা তুলে দিচ্ছেন মঞ্চের কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : প্রতি বছরের মতো এবারও শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, শিলচর। এবারের মূল স্লোগান ছিল 'সবুজ পৃথিবী, সুস্থ জীবন'। বিশ্ব উষ্ণায়ন, দূষণ, অরণ্য নিধন আজকের পৃথিবীর জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্চের সদস্যরা মনে করিয়ে দেন, বক্তৃতা-সেমিনার নিয়ে পৃথিবী বাঁচবে না। পৃথিবীকে সবুজ করে, দূষণমুক্ত করে তুলতে হবে। তাই এবারের পরিবেশ দিবসে মঞ্চ দিবসটি উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শিলচর শহরে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্মানিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গাছের চারা। মঞ্চের বার্তা ছিল 'একটি গাছ একটি প্রাণ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুস্থ জীবন'।

এদিনের কর্মসূচিতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে তাদেরও এই আন্দোলনের শরিক করা হয়। চারা গ্রহণ করেন শিলচরের অতিরিক্ত কমিশনার অস্থ বরদলৈ, অ্যাডিশনাল সিজেএম সুবর্ণজ্যোতি দেব, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল মিত্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক, শিলচর পুর নিগমের সৌরভ দেব প্রমুখ। মঞ্চের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি সুবীর ভট্টাচার্য, সন্তোষ চন্দ, দেবরাজ ভট্টাচার্য, সায়ন রায় কুটন, শৈবাল গুপ্ত প্রমুখ। প্রত্যেকেই নিজ হাতে চারা বিতরণ করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার শপথ নেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে মঞ্চের সহ-সভাপতি সুবীর ভট্টাচার্য শিলচর বনবিভাগের আধিকারিক ও কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বলেন, তাদের সহযোগিতা ও চারা সরবরাহ ছাড়া এই কর্মসূচি সফল করা সম্ভব ছিল না। অনুষ্ঠানের শেষে মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অজয়কুমার রায় মঞ্চের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আগামীতেও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পরিবেশ রক্ষা সহ অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। তবে এই কাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সহযোগিতা ও পাশে থাকা একান্তভাবে কামনা করেন অজয়বাবু। এদিন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়, পরিবেশ রক্ষা শুধু ৫ জুনের নয়, প্রতিদিনের কর্তব্য। তাই আর দেরি না করে প্রত্যেকের বাড়ির আঙিনা, পাড়ার খালি জায়গা, রাস্তার ধারে যেখানে একটু মাটি আছে সেখানেই একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানায় মঞ্চ। সংগঠন মনে করে, পৃথিবী বাঁচলেই বাঁচবে মানুষ। এখনই সময়, সবুজের পাশে দাঁড়ানোর।

বড়যাত্রাপুর ঈদগাহ কমিটি পুনর্গঠিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৬ জুন : বড়যাত্রাপুর ঈদগাহ পরিচালন কমিটি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে শুক্রবার বড়যাত্রাপুর লস্করবাজার মসজিদে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরান পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কোরান পাঠ করেন মওলানা এনামুল হক মজুমদার। ঈদগাহ কমিটির সম্পাদক রেদওয়ান উদ্দিন লস্কর ২০২৩ সালের ২১ মে অনুষ্ঠিত আগের সাধারণ সভার প্রস্তাব পাঠ সহ এই তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব তুলে ধরেন। এটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং ঈদগাহ কমিটির কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন সবাই। পরে ঈদগাহ কমিটির সভাপতি মওলানা লুৎফর রহমান লস্কর পদত্যাগ করেন এবং কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফয়েজ আহমদ লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আগামী তিন বছরের জন্য নতুন ঈদগাহ পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। এতে পুনরায় সভাপতি ও সম্পাদক পদে মনোনীত হন মওলানা লুৎফর রহমান লস্কর ও রেদওয়ান উদ্দিন লস্কর। এছাড়া নতুন কমিটির পদাধিকারীরা হলেন সহ-সভাপতি এখলাস উদ্দিন লস্কর, আব্দুল মনাফ বড়ভূইয়া, ও ফয়েজ আহমদ লস্কর, সহ সম্পাদক সাকিল আহমদ লস্কর ও সাইদুল ইসলাম লস্কর। কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন শাহজাহান আহমদ লস্কর, নুরুল আলম মজুমদার, শিবির আহমদ বড়ভুইয়া, খাইরুল আলম মজুমদার, আনোয়ার উদ্দিন বড়ভূইয়া, রুহুল আলম মজুমদার, আলিম উদ্দিন বড়ভূইয়া, নজরুল আলম মজুমদার, নজরুল হক লস্কর ও আবুল ফয়েজ বড়ভূইয়া। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বড়যাত্রাপুর ঈদগাহের আওতাধীন ১৩টি মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে ঈদগাহ কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। পরে ফজলুল হক মজুমদার, মওলানা সানুহর আলি বড়ভূইয়া, নাজিম উদ্দিন বড়ভূইয়া, মওলানা হোসাইন আহমদ মজুমদার ও মহি উদ্দিন লস্করকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আগামী ঈদ-উল ফিতরের নামাজ পরিচালনার জন্য বাহির থেকে ইমাম মনোনীত করা হবে এবং ঈদের একমাস আগে কমিটির সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি ঈদ-উল আজহার নামাজ পরিচালনার জন্য ঈদগাহের আওতাধীন এলাকা থেকে ইমাম মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঈদগাহের সংবিধান তৈরি করার জন্য মওলানা এনামুল হক মজুমদার ও মওলানা সানুহর আলি বড়ভূইয়াকে নিয়ে একটি উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

লঙ্গাই ভ্যালি স্কুলে সচেতনতা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটামণি, ৬ জুন : প্রতি বছরের মতো এবারও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে লোয়াইরপোয়া ব্লকের খাগড়াবাজার জিপির বালিয়াপুঞ্জির বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লঙ্গাইভ্যালি ইংলিশ স্কুলে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ১১টায় স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিশেষ সভায় বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুমজাম ডিব হালাম বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে পরিবেশ সংরক্ষণে সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য বুমা হালাম পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে যেমন বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি তেমনি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকরক পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার বর্জন করাও সময়ের দাবি। ঘন সবুজায়ন ও বনাঞ্চলই একটি এলাকার জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের শপথ হওয়া উচিত বৃক্ষচ্ছেদন নয় বৃক্ষরোপণই হবে আমাদের অঙ্গীকার। ছাত্রজীবন থেকেই পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

নিজের বাড়ির আঙিনা কিংবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করে উপযুক্ত যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ছইবির ডুল হালাম সহ ছইবুম লিয়েন হালাম, লালরেমরাতি হালাম, রিলা হালাম, রিডা হালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে জলসাংলা চিম হালাম, অবিনাশ দাস, সুদীপ্তা সরকার, অনুপ দাস, এলভার্ট রাংলং ও মেরিনা হালাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগে বিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান বৃক্ষের চারারোপণ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত এই কর্মসূচি উপস্থিত সবার মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

প্রাক্তন সৈনিকদের স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের বৈঠক

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৬ জুন : প্রাক্তন সৈনিকদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে হাইলাকান্দি জেলা কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা কমিশনার মিনার্ভা দেবী। সভায় এসএসপি অফিসের আধিকারিক, সার্কল অফিসার, জেলা সৈনিক বোর্ডের কর্মকর্তা কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) অখিলেশ যাদব এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় মূলত পরিকাঠামো সংক্রান্ত মূল সমস্যাগুলি প্রাধান্য পায়। কর্নেল যাদব উল্লেখ করেন,

জেলা প্রশাসন আহূত বৈঠকে উপস্থিতদের একাংশ।

জেলা সৈনিক বোর্ড কার্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোগত সমীক্ষা শেষ হলেও তহবিলের অভাবে প্রকল্পটি বর্তমানে থমকে রয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন নিয়েও সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

পাশাপাশি প্রাক্তন সৈনিকরা বেশকিছু জরুরি নাগরিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এরমধ্যে রয়েছে কয়েকটি ওয়ার্ডের তীব্র জলাবদ্ধতা এবং শহরের রেলওয়ে ক্রসিংয়ের কাছাকাছি যানজটের সমস্যা। জনসেবায় নিজেদের অঙ্গীকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রাক্তন সৈনিকরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা অভিযানে সহায়তা করার জন্য নিবন্ধিত জেলা সৈনিক বোর্ডের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োজিত করার প্রস্তাব দেন।

তিনের পাতার পর

পাথারকান্দিতে 'মব লিঞ্চিং'-এর

ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক এই বর্বরোচিত ঘটনা সেই ঐতিহ্যের উপর আঘাত হেনেছে। কোনও ব্যক্তি অপরাধী কি না, তা নির্ধারণ করার একমাত্র অধিকার আইনের। জনতার হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা সভ্য সমাজে কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বক্তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের যেকোনও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

অপরদিকে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষেরাও একযোগে দাবি জানান যে, পাথারকান্দির বহুদিনের সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে প্রশাসনকে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

স্মারকলিপি গ্রহণের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধুমাত্র আশ্বাসে তারা সন্তুষ্ট নন; অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পাথারকান্দি পুলিশ ইতোমধ্যেই ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে চারজন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত অন্যান্য সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই আইনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে না।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশে পাথারকান্দি সমজেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ শর্মা আশ্বাস প্রদান করে বলেন যে, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পাথারকান্দি পুলিশ ইতোমধ্যেই তদন্তে নেমে চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই কোনও ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। প্রত্যেক অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনের বিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে জানান, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

গণপিটুনি : জুবাইর আনামের

পদযাত্রা আটকে দেয়। তখন উপস্থিত প্রতিবাদী যুবক সহ জনতা দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদিন উপস্থিত শত শত প্রতিবাদি জনতা ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। অনেক চেষ্টার পর ও পুলিশের বাধায় অবশেষে পদযাত্রা বাতিল করে বেশ কয়েকটি গাড়ির কনভয় নিয়ে বদরপুর কলেজের সম্মুখ থেকে জুবাইর আনামের নেতৃত্বে প্রতিবাদী দল শ্রীভূমি জেলা সদরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। বিধায়ক জুবাইর আনাম সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে আইনের শাসনের বদলে যদি জনতার আদালত বসে, তবে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তারই এক মর্মান্তিক মানবতাবিরোধী লজ্জাজনক উদাহরণ সামনে এলো পাথারকান্দিতে। তিনি ঘটনার কঠোর ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে বলেন, এরকম ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং সর্বত্র দোষীদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে। জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ভিডিওতে দেখা মতে বিশ-ত্রিশজন লোক জড়িত রয়েছে অথচ জানামতে কেবল দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং যুবকদের উপর গুলি চালানো এয়ারগান বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা পুলিশকে সহযোগিতা করতে এসেছি যাতে পুলিশ নির্ভয়ে ভিডিও-তে থাকা অন্যান্য দোষীদের শনাক্ত করে অতিসত্বর গ্রেফতারের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানাতে। পুলিশ ও আইনের উপর পুরো আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে আমাদের, এখানে পুলিশের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে সবাই জড়ো হয়েছেন। অবিলম্বে এই কাণ্ডে জড়িত দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে দাবি জানান তিনি এবং আগামীতে বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। এদিন টোল গেটে আটকে দেওয়া হয় জুবাইর আনামের কনভয়। অবশেষে পুলিশি বাধার মুখে সীমিত প্রতিনিধিদল নিয়ে সিনিয়র পুলিশ সুপার লীনা দোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জুবাইর আনাম স্মারকপত্র প্রদান করেন। স্মারকপত্রে নলুগাঁওয়ের ঘটনার নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি জানানো হয় এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

এদিনের প্রতিনিধি দলে জেলা যুব কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শুভজিৎ চক্রবর্তী, আশরাফুন নুর চৌধুরী, ভিকি কুরি সহ যুব কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, পাথারকান্দির নলুগাঁওয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জোরদার হচ্ছে। যুব কংগ্রেসের এই বিক্ষোভ ও স্মারকপত্র প্রদান কর্মসূচিও সেই দাবিকেই আরও জোরালো করেছে।

পাথারকান্দিতে গণপিটুনি

গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানও জানানো হয়।

সমাবেশ থেকে অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, জড়িত সকলের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি, আহতদের উন্নত চিকিৎসা এবং তাঁদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়ে সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবির সমর্থনে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান বক্তারা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমোনির অরিন্দম দেব, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সঞ্জীব দেব লস্কর, ইয়াসির সঞ্জীব রায়, বরাক ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের কল্লার্ণব গুপ্ত, হিউম্যান সায়েন্স ফোরামের বিবেক আচার্য, শিলচর কালচারাল ইউনিটের শেখর দেবরায় ও অভিজিৎ ধর, কোরাসের বিশ্বজিৎ দাশ, নারী মুক্তি সংস্থার সুকল্পা দত্ত, স্নিগ্ধা নাথ ও মধুমিতা দে, নান্দনিকের তমালকান্তি বণিক, নাট্যাঙ্গনের বিশ্বজিৎ দত্ত, নরারুণের সুবীর ভট্টাচার্য, ভাবীকালের শান্তনু পাল, গণসুরের সুব্রত রায় শম্ভু, কায়ানটের দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া গ্রুপের রাহুল দাসগুপ্ত, বিনির্মাণের পারমিতা পাল, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সারস্বত মালাকার, জাকালকার ডাঃ এম শান্তিকুমার সিংহ, এআইডিএসওর স্বপন চৌধুরী, এআইএমএসএসের দুলালী গাঙ্গুলি, এআইডিওয়াইওর দিলীপকুমার রী, সিআরপিসিসির সাধন পুরকায়স্থ, এআইটিইউসির লোকনাথ দেবরায়, টিইউসিসির মিহির নন্দী, এআইসিসিটিইউর হায়দর হুসেন চৌধুরী এবং এনটিইউআই, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন ও এআইকেএমএসের মানস দাস, মৃণাল কান্তি সোম ও ফারুক লস্কর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, চিত্রভানু ভৌমিক, কমল চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ শীল, নন্দদুলাল সাহা, সত্যজিৎ গুপ্ত, অনুনয় বড়ভূইয়া, দায়েদ হুসেন-সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী।

পাথারকান্দিতে 'মব লিঞ্চিং' কাণ্ডে

তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। প্রত্যেক অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদন্ত নিরপেক্ষভাবে চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পাথারকান্দির এই মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনায় একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, অন্যদিকে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপও আলোচনায় এসেছে।

নিউ হাফলং রেলস্টেশনে উদ্ধার

ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত দুই মহিলাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের জেরায় ওই দুই মহিলার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

হিমন্তের দূরদর্শী নেতৃত্বে নতুন

সোনোয়াল এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসমে যে ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে, তা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ অসমের বিভিন্ন প্রান্তে নির্মিত হচ্ছে নতুন সড়ক, সেতু ও ফ্লাইওভার। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু যাতায়াতকেই সহজ করেনি, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং শিল্পোন্নয়নের নতুন দিগন্তও উন্মোচন করেছে। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। স্বাস্থ্য খাতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা, নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যুবসমাজের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার গ্রহণ করেছে একাধিক যুগোপযোগী কর্মসূচি। দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রসার, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং স্বনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে তরুণ প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজ্যের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহও বেড়েছে। নারী ক্ষমতায়নেও সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, মৎস্য, পশুপালন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁদের সমস্যা ও চাহিদা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছেন। ফলে প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে আশাবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁদের বিশ্বাস, সুপরিকল্পিত উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণমূলক নীতির মাধ্যমে অসম আগামী দিনে দেশের অন্যতম অগ্রণী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল রাজ্যে পরিণত হবে।

বরাক উপত্যকায় উচ্চ আদালতের

আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

লয়ার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'বরাক উপত্যকায় উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ স্থাপন করা হলে সাধারণ মানুষের বিচার প্রাপ্তি সহজ হবে। একই সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিচার প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে।'

বক্তারা আরও বলেন, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভৌগোলিক দূরত্ব এবং বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার বাস্তবতা বিবেচনা করে বহুদিন ধরেই এই দাবি উঠছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বরাক উপত্যকা এখনও উচ্চ আদালতের বেঞ্চ থেকে বঞ্চিত। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থে দ্রুত এই বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এদিনের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুল বারি চৌধুরী, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, জেলা অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন কুমার পাল, হাইলাকান্দি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ফখরুল ইসলাম বড়ভুইয়া, ডিবিএ হাইলাকান্দির যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ঘোষ, কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ও অ্যাডভোকেট রোকন উদ্দিন বড়ভুইয়া, অ্যাডভোকেট ফখরুল আমিন বড়ভুইয়া, দুলু রঞ্জন দাস সম্পাদক জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন শ্রীভূমি, তরুণ চক্রবর্তী সভাপতি জেলা অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন শ্রীভূমি, অমৃতা জৈন, দেবলীনা পাল, কাকলি শর্মা, নমিতা দেবনাথ, মনিরুজ্জামান, শিলচর অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক কুমার রায়, সম্পাদক নলিনাক্ষ নাগ, শিলচর জেলা বার সংস্থার সম্পাদক নিলাদ্রী রায়, সভাপতি দুলাল মিত্র সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করে বলেন, বরাক উপত্যকার মানুষের দীর্ঘদিনের এই ন্যায্য দাবি পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করে তাঁরা বলেন, 'বিচার মানুষের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার নিশ্চিত করতে বরাক উপত্যকায় উচ্চ আদালতের বেঞ্চ স্থাপন এখন সময়ের দাবি।'

গর্ত ভরাটে নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া

চলছে একই ধরনের কাজ।

পূর্ত বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগ জানান, অসম পূর্ত বিভাগ সড়ক শাখা রামুকা গ্লোবাল এবং গুয়াহাটি ভিত্তিক লেহারটেক প্রজেক্টস এলএলপি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ইকোফিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত গর্ত মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ডিব্রুগড়, চাবুয়া, লাহোয়াল, খোয়াং, তিনসুকিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ, জালুকবাড়ি, তেজপুর, নাদুয়ার, রঙাপাড়া, পূর্ব গুয়াহাটি, দিসপুর, ডিমোরিয়া, যোরহাট, তিতাবর, গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং শিলচর ও উধারবন্দ সহ রাজ্যের আটটি সড়ক ডিভিশনে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বরাক উপত্যকায় একমাত্র শিলচর ও উধারবন্দ টেরিটোরিয়্যাল রোড ডিভিশনই এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। ফলে শহরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত মেরামতের ক্ষেত্রে শিলচর এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতোমধ্যেই ডাকবাংলো রোড, জানিগঞ্জ, ইটখলা রোড, ইন্ডিয়া ক্লাব থেকে জেল রোড পর্যন্ত অংশ, ক্লাব রোড, চিরুকান্দি রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পয়েন্ট, সদরঘাট থেকে বঙ্গভবন হয়ে শিলচর পৌরসভার সংযোগ সড়ক এবং জিসি কলেজ রোডে গর্ত ও বসে যাওয়া রাস্তার অংশ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরও কয়েকটি এলাকায় কাজ চলছে। এই প্রকল্পের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন উপসহকারী প্রকৌশলী শাহ আলম। তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

পূর্ত বিভাগের একাংশের মতে, রাস্তা নির্মাণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হল রাস্তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। সেই জায়গাতেই ইকোফিক্স প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। কারণ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এই প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক কম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে। দফতরের কর্মকর্তাদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগের সক্রিয় ভূমিকা এবং উদ্যোগের ফলেই শিলচর এই বিশেষ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতোমধ্যে ইতিবাচক সাড়া মিলতে শুরু করেছে।

বরাকে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের

ভোগের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষ যাতে দূরত্ব ও ব্যয়বহুলতার কারণে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রথমে এটি আইনজীবীদের দাবি হলেও সময়ের সঙ্গে এটি গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। অনেক কম জন-অধ্যুষিত ত্রিপুরা বা মণিপুরে হাইকোর্ট থাকতে পারলে বরাক এবং ডিমা হাসাও মিলিয়ে আটচল্লিশ লক্ষ মানুষের সুবিধার জন্য কেন বরাকে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন হবে না প্রশ্ন হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটির। তবে আশার কথা, রাজ্যপাল ইতোমধ্যেই এই দাবির যৌক্তিকতাকে সমর্থন জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়েছেন। মুখ্য সচিবও হাইকোর্টের জেনারেল রেজিস্ট্রারকে এ বিষয় অবগত করেছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আগামী ১৬ জুলাই বিকেল ৪-৪৫ মিনিটে বাস্তবায়ন কমিটিকে এনিয়ে আলোচনায় ডেকেছেন। সব মিলিয়ে সব দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন উপস্থিত বক্তারা। সভায় বক্তব্য রাখেন ধ্রুবকুমার সাহা, পার্থসারথি দাস, অশোককুমার সেন, ধর্মানন্দ দেব, তৈমুর রাজা চৌধুরী, জয়নাল আবেদিন তাপাদার, দীপক দেব, সুমিতা সোম, বিশ্ববরুণ বরুয়া, দেবমিতা চক্রবর্তী, তুহিনা শর্মা প্রমুখ।

গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনি

সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ধরনের ঘটনা রোধে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন মহলেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, শান্তি-সম্প্রীতির স্বার্থে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে কোনও উস্কানি বা গুজবের মাধ্যমে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে।

দুই বিধায়ক ও কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা কংগ্রেসের

পুরনির্বাচনকে ঘিরে মাঠে নামতে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জাকারিয়ার

এক কৃতী ছাত্রীর হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ। পাশে বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৬ জুন : ২০২৭ সালের পুরনির্বাচনকে ঘিরে এখন থেকেই মাঠে নামতে কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান জানালেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না)। তিনি বলেন, শহর ব্লক কংগ্রেসকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যাতে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী বলেন, উত্তর-দক্ষিণের মানুষ বহু আশা নিয়ে কংগ্রেসের বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন। ফলে ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণ দুই বিধায়কের প্রাথমিক দায়বদ্ধতা বলে মন্তব্য করেন তিনি। করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় শনিবার। শহরের এক বিবাহভবনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থের সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক-সহ ওয়ার্ডের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, তন্ময় মজুমদার, আব্দুল হালিম চৌধুরী, অনুরাগ দত্ত-সহ অন্যান্যরা সংবর্ধনা সভায় দুই বিধায়কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। স্বাগত বক্তব্যে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ বলেন, জেলার মোট চারটি কেন্দ্রের মধ্যে দু'টিতে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। জেলার বেহাল পথঘাট থেকে বিদ্যুৎ, পানীয়জলের সমস্যা সমাধান, বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি প্রদান-সহ অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে দুই বিধায়ককে বলে মত ব্যক্ত করেন জেলা সভাপতি। অন্যদিকে, সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মানুষ বহু প্রত্যাশা নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ থেকে তাঁকে জয়ী করেছেন। ভোটের ফল প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং জয়ী বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ পর্বও শেষ হয়েছে। ফলে যারা ভোট দিয়েছেন এবং যারা ভোট দেননি সবার জন্য কাজ করতে হবে। করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে শ্রীভূমি করা হয়েছে। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ সমস্যা রয়েছে। মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজ করে যাওয়াই এখন একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান আমিনুর।

অন্যদিকে, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ বলেন, দলের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, প্রদেশ নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি ভোটারদের জন্য জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৭ সালে পুরসভা নির্বাচন। পুরভোটে শহরের ২৭টি ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করতে এখন থেকেই কাজে নেমে পড়তে শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতিকে আহ্বান জানান জাকারিয়া। তিনি বলেন, সময় কম, কাজ অনেক বেশি। তাছাড়া উত্তর করিমগঞ্জের গ্রাম-শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, মানুষের ন্যায্য পাওনা আদায়ে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা-সংগঠনের কর্মীরা দুই বিধায়ককে উত্তরীয় ও উপহারসামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানান। অন্যদিকে, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন দুই বিধায়ক ও কংগ্রেস কর্মকর্তারা।

লালায় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে সাত দফা কর্মপরিকল্পনা গৃহীত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৬ জুন : দীর্ঘদিন ধরে লালা শহরের পানীয়জল সরবরাহ নিয়ে সমস্যা, অনিয়মিত পরিষেবা, অপরিশোধিত জল সরবরাহ এবং পরিকাঠামোগত নানা সমস্যার অভিযোগের প্রেক্ষিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সাত দফা কর্মপরিকল্পনায় সিলমোহর দেওয়া হয়। হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লালা পুরসভার চেয়ারপার্সন তুরসি রায়, ভাইস-চেয়ারম্যান সনাতন্বা সিংহ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের কার্যবাহী বাস্তুকার আফজল হোসেন মজুমদার, সহকারী কার্যবাহী বাস্তুকার তাহির আহমদ, লালা মণ্ডল বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ আচার্য,জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মদন অগ্রহরি,পুরসভার টেকনিক্যাল অফিসার বিবেক লাইশ্রম-সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে পিএইচই বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, লালা মাল্টিভিলেজ ওয়াটার সাপ্লাই প্ল্যান্টের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে জরুরি ভিত্তিতে একটি ৩০ এইচপি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিধায়ক দ্রুত অর্থ বরাদ্দ ও পাম্প ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এছাড়া জল পরিশোধনের জন্য রাসায়নিক ক্রয়ে আগে বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৫০ টাকা বর্তমান চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থের পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একইসঙ্গে চলমান টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে চাহিদা নির্ধারণের পর দ্রুত নতুন টেন্ডার আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যাতে জল সরবরাহ ব্যাহত না হয়, সেজন্য লালা পুরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে এক মাসের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এপিডিসিএলের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘোলা ও অপরিশোধিত জল সরবরাহ এবং অবৈধ সংযোগের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি জল সরবরাহ মনিটরিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটি নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে জলমান, অবৈধ সংযোগ-সহ বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। এছাড়া লালা মাল্টিভিলেজ ওয়াটার সাপ্লাই প্ল্যান্টের কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পিএইচই বিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মদন অগ্রহরিকে প্রকল্পের সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, আর্থিক সংকটে থাকা সাউথ লালাবাজার জল সরবরাহ প্রকল্প পরিচালনাকারী ইউজার কমিটিকে লালা পুরসভার পক্ষ থেকে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে গৃহীত এই সাত দফা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে লালা শহরের দীর্ঘদিনের পানীয়জল সমস্যার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়।

উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

পাথারকান্দি-কাণ্ড : দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও ডিজিপি-কে স্মারকপত্র

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ৬ জুন : শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দির নালুগাঁওয়ে সংঘটিত অমানবিক ও নৃশংস মবলিঞ্চিংয়ের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার হাইলাকান্দি পুলিশসুপারের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ডিজিপি-র কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন জেলা পরিষদ সদস্য দিলোয়ার হোসেন বড়ভূইয়া। স্মারকপত্রে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব অপরাধীর দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে গুরুতর আহত আমির উদ্দিন ও ইসলাম উদ্দিনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। চিকিৎসাধীন দুই যুবকের শরীরে নির্মম নির্যাতনের অসংখ্য চিহ্ন লক্ষ্য করে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন জেলা পরিষদ সদস্য দিলোয়ার। আমির উদ্দিনের সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীর থেকে একটি গুলি বের করা হয়েছে। এখনও শরীরে আরও গুলি রয়েছে। ইসলাম উদ্দিনের শরীরেও গুলির আঘাত রয়েছে। তিনি বলেন, কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজে এধরনের বর্বরতা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোনও অভিযোগ বা সন্দেহ থাকলে তার বিচার করার একমাত্র অধিকার আইন ও প্রশাসনের। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর এধরনের নৃশংস হামলা মানবতা ও ন্যায়বিচারের ওপর সরাসরি আঘাত বলে অভিযোগ করেন দিলোয়ার। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে আহতদের চিকিৎসা সেবার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। অধ্যক্ষ তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, চিকিৎসায় কোনওধরনের গাফিলতি হবে না। উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিলচর মেডিক্যালে জেলা পরিষদ সদস্যের সঙ্গে ছিলেন সমাজকর্মী রিপন মজুমদার-সহ অন্যান্যারা।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছেন জেলা পরিষদ সদস্য দিলোয়ার হোসেন বড়ভূইয়া।

এভারগ্রিন ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ৬ জুন : শ্রীগৌরী খালোপারের এভারগ্রিন ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠন হয়েছে। শুক্রবার ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সভাপতি হিসেবে মওলানা রশিদ আহমদকে নির্বাচিত করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শিক্ষক হাসন আহমদ। সাধারণ সম্পাদক পদে এরশাদ উদ্দিন তাপাদার এবং সহ-সম্পাদক হিসেবে মনজুর আহমদ চৌধুরী দায়িত্ব পান। এছাড়া কোষাধ্যক্ষ পদে মাহবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে ইমদাদুর রহমান এবং ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে মুজিবুর রহমানকে মনোনীত করা হয়। এছাড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন আব্দুল নুর, বাহার উদ্দিন, আহমদ হোসেন, ফখর উদ্দিন, আমির উদ্দিন, রিয়াজ উদ্দিন, দেবব্রত দেব, আখতার হোসেন ও হালিমা খাতুন। সভায় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে মওলানা আব্দুল হান্নান, শিক্ষক আয়াছুর রহমান চৌধুরী, ময়নুল হক এবং আব্দুল শুক্কুরের নামও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ক্লাবের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে যুবসমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এদিন এভারগ্রিন ক্লাবের সদস্যরা বৃক্ষরোপণ করেন। এদিনের সভা পরিচালনা করেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তাজ উদ্দিন।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় লালপানি সেবাকেন্দ্রের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লালপানি সেবাকেন্দ্রের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির একটি দৃশ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ৫ জুন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় লালপানি সেবাকেন্দ্রের উদ্যোগে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে লালপানি এসএইচজি-র সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৫০টিরও বেশি বৃক্ষরোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সেবাকেন্দ্রের সব সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চালিকা বিকে অপর্ণা বেহেনজি ও সব সদস্য-সদস্যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সেবামূলক কাজকর্ম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ঔষধি গাছের চারা লাগাচ্ছেন সহমর্মী এনজিও-র কর্মকর্তারা।

ঔষধি গাছের চারা রোপণ সহমর্মীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : ঔষধি গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল এনজিও সহমর্মী। শুক্রবার প্রথমে চেংকুড়ি রোডের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় চত্বরে এবং দ্বিতীয় পর্বে নর্মাল স্কুল কম্পাউন্ডে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পুরো কর্মসূচিতে দায়িত্ব পালন করেন সভানেত্রী শম্পা দাস। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন দীপচরণ রবিদাস, বিজন নাথ, মেঘনাদ কর, নন্দা চক্রবর্তী, অনুপমা চৌধুরী প্রমুখ। নর্মাল স্কুলের কর্মী প্রদীপ শুক্লবৈদ্য এনজিও সহমর্মীকে যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন সেটার প্রশংসা করেছেন সভানেত্রী। এদিন ঔষধি গাছ নিম, বেল, অর্জুন ইত্যাদির চারা রোপণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযানে মুখর রামকৃষ্ণনগর

নিভিয়া বাজারে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, পরিবেশ সচেতনতায় নানা উদ্যোগ

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও পরিবেশ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বন বিভাগ, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে দিনভর চলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার নানা কর্মসূচি। পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে শতাধিক গাছের চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানও পরিচালিত হয়। এদিনের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিভিয়া বাজারে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান। লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এলাকার অন্যতম ব্যস্ততম গ্রামীণ হাট নিভিয়া বাজারে ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বাজারের প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, নিকাশি নালা ও জনসমাগমস্থল থেকে আবর্জনা অপসারণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণ যথেষ্ট নয়, নিজেদের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নিয়মিতভাবে এধরনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হলে বাজার এলাকার পরিবেশ আরও উন্নত হবে এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এদিকে, চেরাগী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের উদ্যোগে পিএমশ্রী বোধন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে, দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যানগর তেমাথা থেকে রামকৃষ্ণনগর পর্যন্ত নির্মীয়মাণ আসামমালা সড়কের দু'পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সড়কের পাশের খালি জায়গাগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করে ভবিষ্যতে একটি সবুজ করিডোর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণনগর থানার উদ্যোগেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীভূমি জেলার সিনিয়র পুলিশসুপার লীনা দোলে। পরিবেশ সংরক্ষণে পুলিশ প্রশাসনের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়া লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গণেও বৃক্ষরোপণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ছিল ব্যাপক কর্মসূচি। রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নারায়ণ নাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, মুক্তিযোদ্ধা পিতাম্বর কুর্মি আদর্শ বিদ্যালয়, ফানাইরবন্দ আদর্শ এমই স্কুল, পিএমশ্রী সিভিপি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-সহ কেন্দ্রের প্রায় সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনাসভা, সচেতনতা র‍্যালি এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দিনের কর্মসূচির পর রাতে নিভিয়া বাজারে পরিবেশ রক্ষা ও বাজার এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এক সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি সঞ্জয়কুমার গোস্বামীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই সভায় এলাকার ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাজারকে প্লাস্টিকমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবসায়ীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রামকৃষ্ণনগরজুড়ে পালিত বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতা কর্মসূচিগুলো পরিবেশ সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সবুজায়ন ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার এই উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গাছের চারা রোপণ করছেন শ্রীভূমি জেলার সিনিয়র পুলিশসুপার লীনা দোলে।

জেলার ২৩টি মণ্ডলে পরিবেশ দিবস বিজেপি কৃষক মোর্চার

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ৬ জুন : বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করল বিজেপি কৃষক মোর্চার কাছাড় জেলা কমিটি। জেলার ২৩টি মণ্ডলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করলেন মোর্চার কর্মকর্তারা। এদিন জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়েছে বিজেপি কাশীপুর মণ্ডল কার্যালয়ে। এদিন কৃষক মোর্চার জেলা সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার ওপর আলোচনাসভা। সভায় বক্তব্য রাখেন, বিজেপি কাছাড় জেলা কমিটির সহ-সভানেত্রী চামেলি পাল, সাধারণ সম্পাদক গোপালকান্তি রায়, সম্পাদিকা সুমনা দাস, কার্যকরী সদস্য রসরাজ দাস, বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুজিত গোয়ালা, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, কৃষক মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি মনোজ দাস, জেলা সহ প্রভারী দেবকুমার সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্যা পুষ্পা রবিদাস, এপি সভানেত্রী রাবিতা নুনিসা প্রমুখ।

সভা পরিচালনা করেন কৃষক মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক মৃণাল দত্ত। আলোচনাসভা শেষে কাশীপুর মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করেন কৃষক মোর্চার কর্মকর্তারা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের ১২ বছর উপলক্ষে ১৭ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষক মোর্চার কাছাড় জেলা কমিটি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জেলায় কৃষক মোর্চা এক হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ৬ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান হবে। এর মধ্যে অন্যতম হিসেবে রয়েছে জৈবিক কৃষি উৎপাদনের ওপর কর্মশালা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষক মোর্চার জেলা সহ-সভাপতি সুষেণ দাস, প্রদীপ দাস, সোনামণি সিংহ, সাধারণ সম্পাদক অংশুমান দাস,সম্পাদক জয়ন্ত সিকদার, সুমিত রাই, লালবাহাদুর কুর্মি, কোষাধ্যক্ষ তাপস সাহা, রীতা উপাধ্যায়, রঞ্জন সিন্‌হা, কৃষক মোর্চার কাশীপুর মণ্ডল সভাপতি এইচ বীরলাল সিংহ, বিজেপি মালুগ্রাম-রংপুর মণ্ডল সভাপতি পুলক দাস প্রমুখ।

জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিজেপি কৃষক মোর্চার সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী।

যাত্রাপুর রোডের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ, চাঁদা তুলে সংস্কারের আহ্বান এআইইউডিএফ নেতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ৬ জুন : নিলামবাজার-যাত্রাপুর সড়কে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কৃত্রিম বন্যার জলের কারণে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছালেও প্রশাসন কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানে কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী জনসাধারণকে নিজেদের উদ্যোগেই পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন নিলামবাজার ব্লক এআইইউডিএফের সভাপতি তথা আইনজীবী জাকির হোসেন। তিনি বলেন, নিলামবাজার সার্কল অফিস, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নিলামবাজার অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র এবং প্রাথমিক প্রেমময়ী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় সহ যাত্রাপুর, আকবরপুর, বনগ্রাম, দিগলবাক, রতনপুর ও কাটাগ্রাম সহ একাধিক গ্রামের হাজার হাজার মানুষের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম এই সড়ক। অথচ গত প্রায় ছয় মাস ধরে রাস্তার একই বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। জাকির হোসেনের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা একাধিকবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও সমস্যার সমাধানে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী এলাকা পরিদর্শন করে সার্কল অফিসারের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব (প্ল্যান এস্টিমেট) প্রস্তুত করে জেলা কমিশনারের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও বাস্তবে কোনও অগ্রগতি হয়নি। বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে জাকির হোসেন বলেন, বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরও যাত্রাপুর রোডের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনও সহায়তা প্রদান করা হয়নি। তাঁর দাবি, জনসাধারণের সমস্যার সময় বিধায়ক, সাংসদ কিংবা অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিজে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেন এবং নিলামবাজার এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের প্রতি সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাত্রাপুর রোডের সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জনস্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তার হাল ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণেরও আবেদন জানান তিনি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বড়খলাজুড়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান অগপর

বড়খলায় পরিবেশ দিবস উদযাপনে সামিল ছাত্র-ছাত্রী সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সবুজ পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর বড়খলা কেন্দ্র এবং কালাচান্দ মেমোরিয়াল ক্লাব। দিনভর চলা এই কর্মসূচিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বিভিন্ন এলাকা জুড়ে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন অগপ-র কর্মী সমর্থক, ক্লাবের সদস্য, ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার বহু পরিবেশপ্রেমী মানুষ। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন অসম গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তথা বড়খলা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুজিত কুমার দেব। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের। একটি গাছ শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাই পরিবেশ সংরক্ষণের এই আন্দোলনকে জন-আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানান তিনি। উদ্যোক্তাদের মতে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই সবুজায়ন অভিযান আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা আরও জোরদার করতেই এই ধরনের কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

উধারবন্দ ডায়েটে অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতনতা কর্মশালা

সভায় বক্তব্য রাখছেন ডায়েটের অধ্যক্ষ জীবেন্দু দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শিক্ষার্থীদের দক্ষতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উধারবন্দ ডায়েটে এক জেলা-স্তরের সচেতনতা ও পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ডায়েট উধারবন্দ এবং সিড ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচির সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডায়েট, কাছাড়ের অধ্যক্ষ ড. জীবেন্দু দত্ত। উপস্থিত ছিলেন উধারবন্দ এসআইআরডির অধ্যক্ষা সোমা রায় চৌধুরী, সিড ফাউন্ডেশন, শিবসাগরের প্রতিনিধি আমিনুল হুসেন, ডায়েটের প্রশিক্ষক শরৎচন্দ্র শর্মা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথিদের আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার পর কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন ড. জীবেন্দু দত্ত। তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নিজের বক্তব্যে সোমা রায় চৌধুরী বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কোনও না কোনও বিশেষ দক্ষতা বিদ্যমান থাকে, তবে সেই দক্ষতা সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার জন্য দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি অনলাইন কারিগরি উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সৈয়দা মেহজেবিন রহমান প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি চলতি শিক্ষাবর্ষে চালু হওয়া বিভিন্ন কোর্সের তথ্য তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দক্ষতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আজ বরাক চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : বরাক উপত্যকার চা জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাতে রবিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বরাক ভ্যালি টি ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ জুন রবিবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথমে কার্যনির্বাহী ও জেনারেল কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সাংসদ কৃপানাথ মালা। ওই সভায় উধারবন্দের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। এরপরেই শুরু হবে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিরঞ্জন রায়। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে থাকবেন কাছাড় জেলার স্কুল পরিদর্শক মিঠুন জহরি। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে উধারবন্দের জগন্নাথ সিংহ কলেজের অধ্যক্ষ ড. এস সমরেন্দ্র সিংহ, পয়লাপুল নেহরু কলেজের অধ্যক্ষ ড. শুভজিৎ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। আয়োজকদের দাবি, চা জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রী, বাগান পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শিক্ষা ও সমাজজীবনে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রীভূমি শহর শিক্ষা খণ্ডে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন : বিইইও

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৬ জুন : নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শ্রীভূমি জেলার শহর শিক্ষাখণ্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলেছে বলে জানান শহর শিক্ষাখন্ডের খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক তথা শ্রীভূমির বিদ্যালয়সমূহের উপপরিদর্শক খয়রুল ইসলাম হাজারি। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে খয়রুল ইসলাম হাজারি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের তরফে শ্রীভূমি শহর শিক্ষাখণ্ডের জন্য যে পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক বরাদ্দ ও প্রেরণ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে শহর শিক্ষাখণ্ডের অধীন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি নেই।

তিনি বলেন, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা বিভাগ পরিকল্পিতভাবে কাজ করেছে। বিদ্যালয়ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা হয়েছে এবং বিতরণ প্রক্রিয়াও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও বিদ্যালয় থেকে বইয়ের অভাব সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বই বিতরণ কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সিআরসিসি এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শহর শিক্ষাখণ্ডের খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক খয়রুল ইসলাম হাজারি স্পষ্ট জানান, ভবিষ্যতেও কোনও বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত বইয়ের প্রয়োজন হলে বা নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে সেই চাহিদা দ্রুত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা বিভাগের মূল লক্ষ্য হল, কোনও শিক্ষার্থী যেন পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষ রোপণ রাধামাধব কলেজে

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। রাধামাধব কলেজে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শুক্রবার ৫ জুন রাধামাধব কলেজের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড গ্রিন অডিট সেল এবং ৬২ আসাম গার্লস ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র যৌথ উদ্যোগে রাধামাধব কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়েছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. অরুন্ধতী দত্তচৌধুরী, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড গ্রিন অডিট সেলের আহ্বায়ক ড. সন্তোষ বরা, আইকিউএসি সমন্বয়কারী ড. রাহুল শরনিয়া, কলেজ গ্রন্থাগারিক ড. সোনালী চৌধুরী, অধ্যাপক ড. বিধান বর্মণ, ড. অরুণাভ ভট্টাচার্য, ড. নবনীতা দেবনাথ, ড. এম সানি সিংহ, নম্রতা নাথ, সুরভি ঘোষ, হাভিলদার এল. রবিন সিংহ, হাভিলদার হোনেশ্বর রাভা, শ্রীমতী মনিকা থাপা, প্রশাসনিক কর্মচারী গৌরীশঙ্কর ধর, অরূপ পাল, কমলেশ দাশ, উজ্জ্বল কর্মকার সহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. অরুন্ধতী দত্তচৌধুরী বলেন, আমরা পৃথিবীকে ভালোবাসি বলেই পৃথিবীকে সবুজায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী যে সংগ্রাম চলছে সেই আন্দোলনে আজকের দিনে আমরাও নিজেদের সামিল করতে পেরেছি, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী সহ আপামর জনসাধারণকে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। আজকের এই কর্মসূচিকে সফল রূপ প্রদান করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৬২ আসাম গার্লস ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান কলেজ অধ্যক্ষ।

এদিন রাধামাধব কলেজের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড গ্রিন অডিট সেলের আহ্বায়ক ড. সন্তোষ বরা বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ এর অফিসিয়াল থিম হলো - প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজকের দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে এক একটি গাছ যদি লাগাতে পারি তাহলে আগামী প্রজন্ম সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে।

লালায় পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনে ছিল ব্যাপক কর্মসূচি

ছাত্র-ছাত্রী সহ অন্যান্যদের সঙ্গে লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৬ জুন : লায়ন্স ক্লাব অব লালা এবং লালা খণ্ড বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিতরণ, সচেতনতা সভা ইত্যাদি কার্যসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে এদিন লালার কৈয়া চা বাগানের ৬১৪ নম্বর কৈয়া বাউন্ডারি এল পি স্কুল, কৈয়া এমই স্কুল এবং চন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিতরণ কার্যসূচির আয়োজন করা হয়।

লায়ন্স ক্লাব অব লালার সভাপতি নুরুল মজুমদারের পৌরোহিত্যে কৈয়া এল পিওএমই স্কুলে আয়োজিত পরিবেশ সচেতনতা সভা, বৃক্ষরোপণ, গাছের চারা বিতরণ কার্যসূচিতে অন্যদের মধ্যে লালা ফরেস্ট বিট অফিস ইনচার্জ চিরন্ময় দাস, লালা শিক্ষা ব্লকের সিআরসিসি শিবাজি চ্যাটার্জি, সালেম মাহমুদ বড়লস্কর, লালা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রথীন্দ্র নাথ, হিফজুর রহমান লস্কর, জামিরা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায়, জায়দুল বাহার মজুমদার, হিমাংশু রায়, লালাছড়া প্রটেকশন ক্যাম্প কর্মী উত্তম কুমার দাস, রুপাছড়া প্রটেকশন ক্যাম্প কর্মী আবুল হোসেন, কৈয়া এমই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান মজুমদার, সুব্রত পুরকায়স্থ, রাহিল আমিন চৌধুরী, জন্মজয় দাস,চন্দ্রাবতী বীন, রশিদুল মন্ডল, কৈয়া বাউন্ডারি এলপি প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ নাথ প্রমুখ অংশ নেন। এদিন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছাড়াও পরিবেশ সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন চন্দ্রপুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বন বিভাগ, লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তা ছাড়াও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের সভাপতি ধীরেন্দ্র কুমার দাস, সম্পাদক সন্তোষ পুরকায়স্থ প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

ফল পাকাতে বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ, ডবকায় খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযান

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৬ জুন : হোজাই জেলার ডবকা শহরে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানোর অভিযোগে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। অভিযানে একাধিক ফলের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন রাসায়নিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা নিয়ে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠা চেতিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিশেষ অভিযানে শহরের বিভিন্ন ফল ব্যবসায়ীর দোকান পরিদর্শন করা হয়। অভিযান চলাকালীন কলা বিক্রেতা শ্যামল নামে এক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ফল পাকানোর কাজে ব্যবহৃত সন্দেহজনক রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও, বিক্রিত ফলের গুণগত মান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য সুরক্ষা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃত্রিম ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ সাধারণ মানুষকে সতর্কতার সঙ্গে ফলমূল কেনার পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি, ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্যপণ্যের বিরুদ্ধে হোজাই জেলাজুড়ে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনার পর ডবকা এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাজারে বিক্রি হওয়া ফল ও খাদ্যপণ্যের মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।

পরিবেশ দিবসে কাটলিছড়ায় দুস্থ, অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে মশারি বিতরণ ভিএইচপির

মশারি তুলে দিচ্ছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি প্রদীপ পাল।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) কাটলিছড়া প্রখণ্ডের উদ্যোগে স্থানীয় গৌড়ীয় মঠে দুস্থ, অন্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে মশারি বিতরণ করা হয়। সকাল ১১টায় ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন, পূজন ও ব্রহ্মমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রান্ত কার্য ধর্ম সংক্রান্ত প্রধান প্রদীপ বৈষ্ণব, প্রান্ত সাংগঠনিক সম্পাদক দিলীপ দেব, ভিএইচপির দক্ষিণ হাইলাকান্দি জেলা সংযোজক কৌশিক বণিক, প্রখণ্ড সভাপতি জগদীশ পাল প্রমুখ।প্রখণ্ড সম্পাদক সুব্রত করের স্বাগত ভাষণের পর সভাপতি জগদীশ পালের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কাটলিছড়া সার্কলের সার্কল অফিসার গৌতম ভাস্কর বলেন, সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, সংগঠনের প্রবীণ কর্মীরা এখনও সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন, যা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি আরও বলেন, বর্ষাকালে মশাবাহিত রোগ, ভাইরাল জ্বর, সর্দি-কাশি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অন্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে মশারি বিতরণ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে সমাজের বিত্তবান ও সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদীপ বৈষ্ণব, দিলীপ দেব এবং দক্ষিণ হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি প্রদীপ পাল বলেন, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যপরিধি যেমন বিস্তৃত হবে, তেমনি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখণ্ড সহ-সভাপতি ভূষণ দেব, ঝর্ণা নাথ ভৌমিক, কৃষ্ণকমল পাণ্ডে, দক্ষিণ হাইলাকান্দি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার পাল, রাজু পাল, সত্যব্রত ঘোষ, নীহার রঞ্জন পুরকায়স্থ, পূর্বশ্রী সেন, শিবানী ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভা শেষে প্রখণ্ড সম্পাদক সুব্রত কর সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এদিন অন্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাজবীর কানু, গুরুধন পাল, অমৃত পাল, শিবানী বর্মন, লক্ষ্মী রী, দীপক দাস, লক্ষ্মী দাস, রুনু রানী দাস সহ মোট ৫০ জন উপভোক্তার হাতে মশারি তুলে দেওয়া হয়। এ তথ্য জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাটলিছড়া প্রখণ্ডের সভাপতি জগদীশ পাল।

পরিবেশ দিবস পালনে বিশেষ সেমিনার শিলচর এনআইটিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ৬ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী আহ্বান-থিম নিয়ে শিলচরে একদিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (ইন্ডিয়া), শিলচর লোকাল সেন্টার-এর সহযোগিতায় এবং এনআইটি শিলচরের ইনস্টিটিউশন'স ইনোভেশন কাউন্সিল-এর উদ্যোগে শুক্রবার এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল: স্মার্ট সিটি নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় পরিবেশগত স্থায়িত্ব। এনআইটি শিলচরের অতিথি শালার অডিটোরিয়ামে সকাল সাড়ে দশটায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শহর উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় নিয়ে আলোচনা করা। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে গুয়াহাটি এইমস-এর চেয়ারম্যান, পদ্মশ্রী অধ্যাপক ড. বি. কে. এস. সঞ্জয়, এনআইটি শিলচরের অধিকর্তা প্রো. দিলীপ কুমার বৈদ্য, আইআইটি ধারওয়াড়ের প্রো. জয়কুমার, এনআইটি শিলচরের অধ্যাপক এ. কে. দে সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিল্প বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন এনআইটি শিলচরের ডিরেক্টর দিলীপকুমার বৈদ্য।

প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, শহরের উন্নয়ন করতেই হবে, কিন্তু গাছ কেটে, জলাভূমি ভরাট করে নয়। স্মার্ট সিটি মানে টেকসই উন্নয়ন, যেখানে আগামী প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। বহুমূল্য বক্তব্য রাখেন এনআইটি শিলচরের ডিরেক্টর দিলীপ কুমার বৈদ্য সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শেষ হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে নগর পরিকল্পনায় 'সবুজ প্রযুক্তি' ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে।

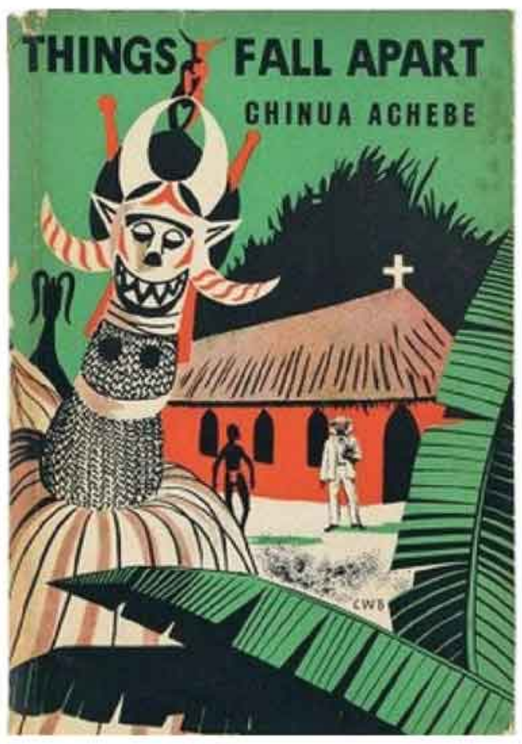

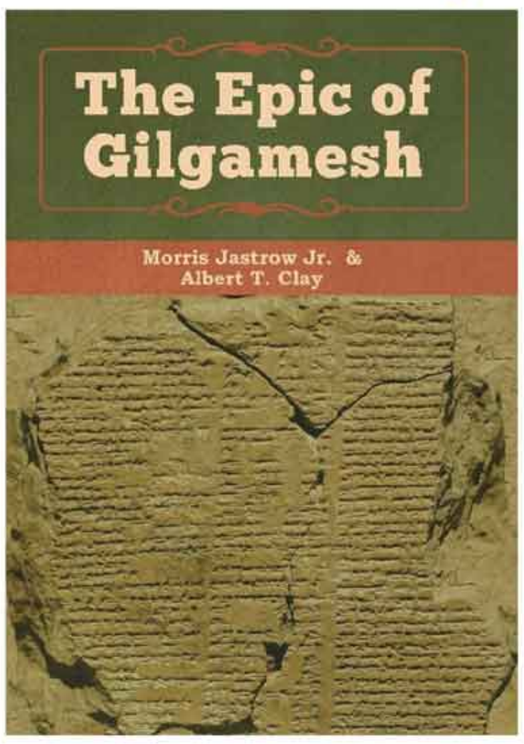

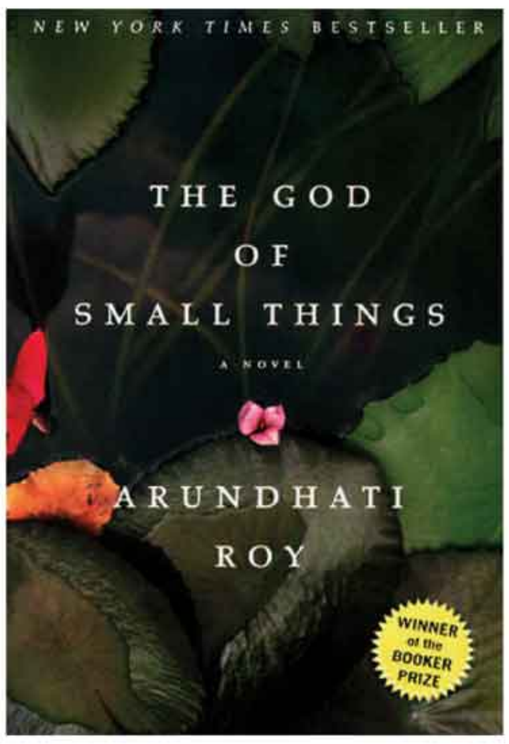

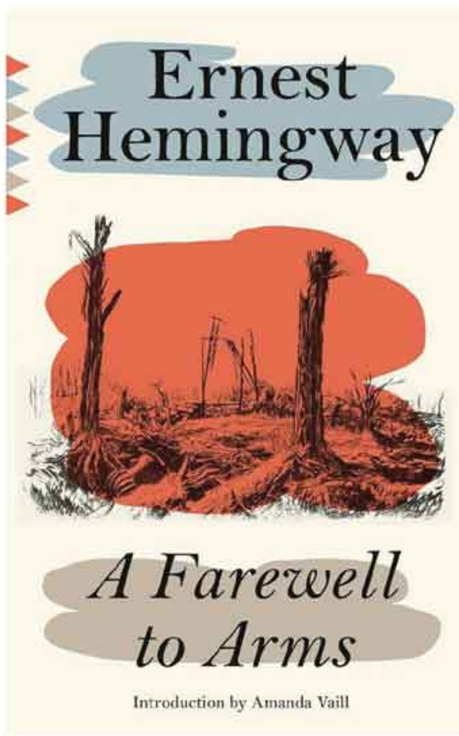

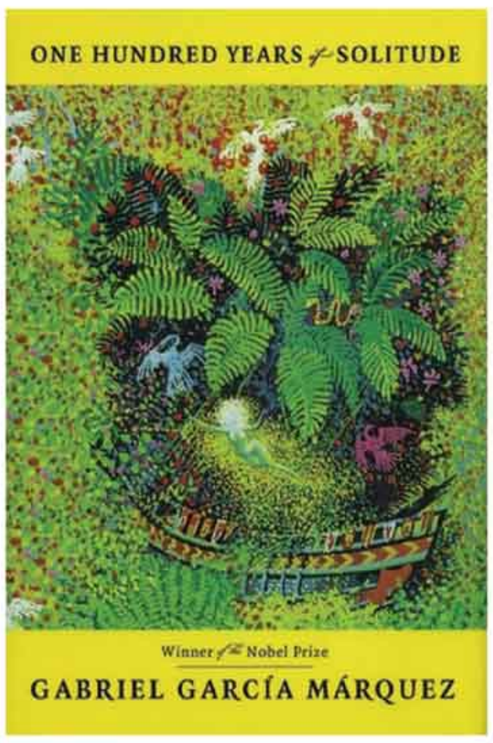

বিশ্বসাহিত্যে বৃষ্টি

প্রাচীন প্লাবন থেকে আধুনিক আত্মার গভীরে

জাহিদ আহমেদ তাপাদার

চার হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে বিশ্বসাহিত্যের পাতায় পাতায়। মেসোপটেমিয়ার মাটির ফলকে খোদাই করা বিধ্বংসী প্লাবনের কাহিনি থেকে শুরু করে ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের মানসপটে মৌসুমি বৃষ্টির রূপান্তরকারী শক্তি— পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশের লেখকেরা বৃষ্টিকে বেছে নিয়েছেন মানবসত্তার অন্যতম শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে। বৃষ্টি একাধারে ধ্বংস করে এবং নবজীবন দেয়। শোক করে এবং উৎসব পালন করে। ফোঁটায় ফোঁটায় বা ধারায় ধারায় কথা বলে— এমন এক ভাষায় যা প্রতিটি সংস্কৃতি বোঝে। এই রচনা বিশ্বসাহিত্যে বৃষ্টির সেই যাত্রার গল্প— প্রাচীন প্লাবন থেকে আধুনিক আত্মার গভীরে।

সূচনার পর্ব : প্রাচীন সভ্যতায় বৃষ্টি

বৃষ্টির সবচেয়ে পুরনো সাহিত্যিক আখ্যান এসেছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া থেকে, আনুমানিক ২১০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিউনিফর্ম লিপিতে খোদাই করা। 'The Epic of Gilgamesh'-এ দেবতারা ভয়ঙ্কর এক মহাপ্লাবন ঘটান। সেখানে লেখা আছে : 'With the first light of dawn a black cloud came from the horizon; it thundered within where Adad, lord of the storm was riding. One whole day the tempest raged, gathering fury as it went, it poured over the people like the tides of battle.' (ভোরের প্রথম আলোয় দিগন্তের উপর থেকে নেমে আসে এক কালো মেঘ; তার মধ্যে গর্জন করতে থাকেন ঝড়ের দেবতা আদাদ। পুরো একটি দিন ঝড় রুদ্রমূর্তিতে তাণ্ডব চালায়, ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মানুষের উপর আছড়ে পড়ে যুদ্ধের স্রোতের মতো।)

প্রাচীন সেই লিপিকাররা বৃষ্টির দ্বৈত চরিত্র বুঝেছিলেন— এটি ধ্বংসও করে, আবার পুনর্জীবনও দেয়।

চসারের এপ্রিলের বৃষ্টি

চতুর্দশ শতকের ইংল্যান্ডে জেফ্রি চসার তাঁর 'The Canterbury Tales'-এর সূচনা করেছিলেন এমন পঙক্তি দিয়ে যা ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত পঙক্তিগুলোর মধ্যে স্থায়ী আসন পেয়েছে— 'Whan that Aprille with his shoures soote, The droghte of March hath perced to the roote, And bathed every veyne in swich licóur Of which vertú engendred is the flour.' (যখন এপ্রিলের মধুর বৃষ্টি মার্চের খরাকে শিকড় পর্যন্ত ভেদ করে, প্রতিটি শিরায় সিঞ্চিত করে সেই রসধারা— যার সঞ্জীবনী শক্তিতে জন্ম নেয় ফুল।)

চসার বৃষ্টিকে প্রাচীন বিপর্যয়ের রূপক থেকে সরিয়ে এনে মধ্যযুগীয় প্রতিশ্রুতির রূপ দিলেন— এক কোমল বর্ষণ, যা পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলে এবং তীর্থযাত্রীদের ক্যান্টারবেরির পথে অনুপ্রাণিত করে।

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে মৌসুমি বৃষ্টি : পরিচয়ের অঙ্গ

ভারতে, যেখানে মৌসুমি বৃষ্টি জীবনের ছন্দ নির্ধারণ করে, সেখানে লেখকেরা নানা ভূদৃশ্যের ভিতর দিয়ে বৃষ্টির রূপান্তরকারী শক্তিকে তাঁদের সৃষ্টিতে ধারণ করেছেন।

কেরালার ঝমঝম বৃষ্টি

অরুন্ধতী রায়ের 'The God of Small Things' উপন্যাসটি শুরুই হয় মৌসুমি বৃষ্টির আগমন দিয়ে— 'By early June the southwest monsoon breaks and there are three months of wind and water with short spells of sharp, glittering sunshine that thrilled children snatch to play with. The countryside turns an immodest green. Boundaries blur as tapioca fences take root and bloom. Brick walls turn mossgreen. Pepper vines snake up electric poles. Wild creepers burst through laterite banks and spill across the flooded roads.'

(জুনের শুরুর দিকেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এসে নামে, আর তারপর টানা তিন মাস জুড়ে থাকে বাতাস আর জল; মাঝে মাঝে ঝলমলে রোদ্দুরের ছোট ছোট বিরতি, যা শিশুদের উল্লাসে ভরিয়ে তোলে। গ্রামাঞ্চল এক বেপরোয়া সবুজে ঢেকে যায়। সীমানাগুলো ঝাপসা হয়ে আসে; কাসাভার বেড়া শিকড় গেঁথে ফুলে ওঠে, গোলমরিচের লতা বিদ্যুতের খুঁটি বেয়ে উঠে যায়, বুনো লতাগুল্ম ল্যাটেরাইটের ঢিবি ফুঁড়ে বেরিয়ে প্লাবিত রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে।)

অরুন্ধতীর গদ্য বৃষ্টির অনুপ্রবেশকে এক তীক্ষ্ণ নির্ভুলতায় ধরেছে : 'রাহেল যখন আয়েমেনেমে ফিরে এল, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। তির্যক রূপালি দড়ির মতো বৃষ্টিধারা আলগা মাটিতে আছড়ে পড়ছিল, যেন গুলির শব্দে তাকে চাষ করে দিচ্ছে।'

ভারতীয় কথাসাহিত্যে খুব কম লেখাই এত সংযমে বর্ষার হিংস্রতা আর সৌন্দর্যকে একসঙ্গে এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

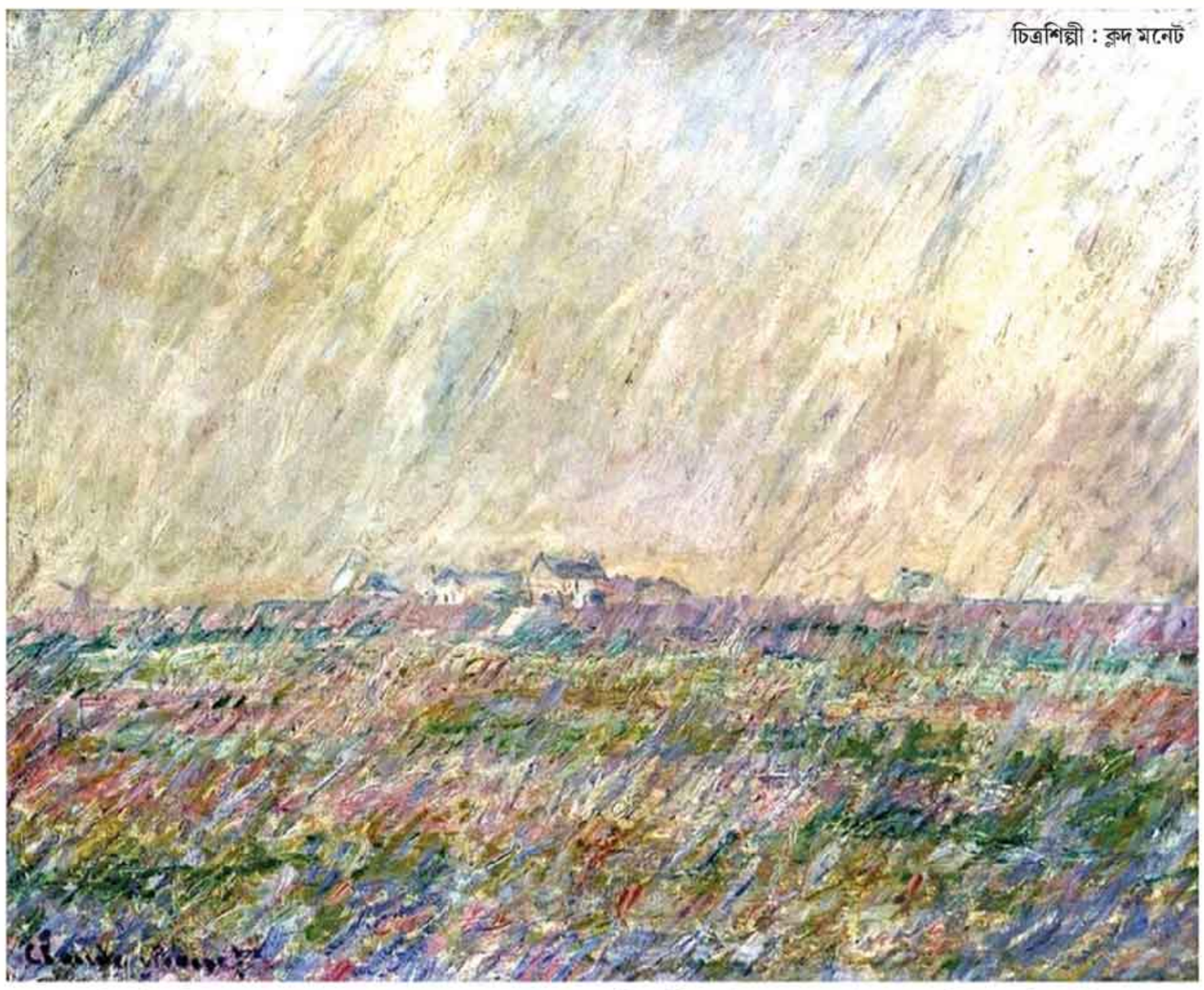

চিত্রশিল্পী : ক্লদ মনেট

মালগুড়ির মৌসুমি মেঘ

আর.কে. নারায়ণকে তাঁর মানবিক প্রজ্ঞার জন্য প্রায়ই ফকনারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁর কল্পিত দক্ষিণ ভারতীয় শহর মালগুড়িকে কেন্দ্র করে বহু গল্প লিখেছেন। সেখানকার মানুষজন জীবনের ছোট ছোট নাটকের মধ্যে বাঁচে। 'Malgudi Days'-এ মৌসুমি মেঘ শহরের উপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং বৃষ্টি ছোট শহরের জীবনের ছন্দময় পটভূমি হয়ে ওঠে; না নাটকীয়, না ধ্বংসাত্মক, শুধু উপস্থিত; ঠিক যেন সেখানকার মানুষেরাই।

পাহাড়ি বৃষ্টি

রাস্কিন বন্ড তাঁর 'Rain in the Mountains'-এ হিমালয়ের বৃষ্টিকে ধরেছেন গভীর মমতায়। তিনি লিখেছেন— 'The earth itself smells differently in different places. But its loveliest fragrance is known only when it receives a shower of rain. And then the scent of wet earth rises as though it were giving something beautiful back to the clouds.' (পৃথিবীর গন্ধ স্থানভেদে আলাদা হয়। কিন্তু তার সবচেয়ে সুন্দর সুবাস তখনই জানা যায়, যখন সে বৃষ্টির স্পর্শ পায়। তখন ভেজা মাটির গন্ধ যেন মেঘদের কাছে কোনও সুন্দর উপহার ফিরিয়ে দেয়।)

বৃষ্টির সঙ্গে রাস্কিন বন্ডের এই নিবিড় সম্পর্ক কেবল একটি বইয়েই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর 'Once Upon a Monsoon Time'-এ দেরাদুনের শৈশবস্মৃতি মৌসুমি বৃষ্টির ছন্দে গাঁথা। 'Angry River'-এ বন্যার জল এক কিশোরীকে দ্বীপে একা আটকে ফেলে— বৃষ্টি সেখানে শুধু আবহাওয়া নয়, কাহিনির প্রাণশক্তি। আর 'The Lamp Is Lit'-এ মুসৌরির টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ তাঁর নিঃসঙ্গ ধ্যানের সঙ্গী হয়ে ওঠে। বন্ডের কলমে বৃষ্টি বারবার ফিরে আসে— কখনো স্মৃতি হয়ে, কখনো বিপদ হয়ে, কখনও-বা নিছক জানালার কাচে জমা একটুকরো নিস্তব্ধতা হয়ে।

জাপানি হাইকু : বৃষ্টির মর্ম

জাপানে বৃষ্টি হয়ে উঠেছিল হাইকু কবিদের এক প্রধান বিষয়। মাৎসুও বাশো (১৬৪৪-১৬৯৪), ইয়োসা বুসন (১৭১৬-১৭৮৪), কোবায়াশি ইসা (১৭৬৩-১৮২৭) এবং মাসাওকা শিকি (১৮৬৭-১৯০২) প্রমুখ কবিরা মাত্র সতেরোটি অক্ষরের মধ্যে বৃষ্টির সারমর্মকে ধারণ করেছেন। হাইকু কবিতায় বৃষ্টি মূর্ত করে ঋতু পরিবর্তন, বিষণ্ণতা, নবজীবন এবং সময়ের গতিকে।

আফ্রিকান সাহিত্যে বৃষ্টি : অস্তিত্বের প্রশ্ন

চিনুয়া আচেবের ১৯৫৮ সালের উপন্যাস 'Things Fall Apart'-এ বৃষ্টি ও খরা নায়ক ওকোনকোর আত্মিক অবস্থার প্রতীক। ইগবো সমাজে বৃষ্টি অপরিহার্য— বৃষ্টি না হলে পরিবার খাদ্য পায় না। উপন্যাসে বিপর্যয় নেমে আসে যখন 'বছরটি পাগল হয়ে যায়' এবং 'বৃষ্টি প্রচণ্ড বেগে ঝরে ইয়ামের ঢিবি ধুয়ে নিয়ে যায়'।

আচেবে লিখেছেন— 'There is a saying in Ibo that a man who canót tell where the rain began to beat him cannot know where he dried his body.' (ইবো ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে, যে মানুষ বলতে পারে না কখন থেকে তার গায়ে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, সে জানতে পারে না কোথায় গিয়ে সে)। বৃষ্টিকে এখানে ঐতিহাসিক চেতনার রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

হেমিংওয়ের মৃত্যুর বৃষ্টি

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর ১৯২৯ সালের উপন্যাস 'A Farewell to Arms'-এ বৃষ্টিকে সাহিত্যের অন্যতম অশুভ প্রতীকে পরিণত করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে একশোবারেরও বেশি বার বৃষ্টি দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস দেয়। ক্যাথরিন নায়ক ফ্রেডেরিক হেনরিকে বলেন— 'I'm afraid of the rain because sometimes I see myself dead in it. And sometimes I see you dead in it.' (আমি বৃষ্টিকে ভয় পাই, কারণ কখনো কখনো আমি তার মধ্যে নিজেকে মৃত দেখতে পাই। আর কখনো কখনো তোমাকেও মৃত দেখি।)

উপন্যাসের শুরুতে বৃষ্টির সঙ্গে হাজার হাজার সৈনিকের কলেরায় মৃত্যু জড়িয়ে থাকে। শেষ হয় সম্ভবত সাহিত্যের সবচেয়ে বিধ্বংসী শেষ বাক্যটি দিয়ে— যখন ক্যাথরিন ও তাদের শিশু প্রসবকালে মারা যায়— 'After a while I went out and left the hospital and walked back to the hotel in the rain.' (কিছুক্ষণ পর আমি বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল ছেড়ে এবং বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে গেলাম।)

রুশদির পৌরাণিক মৌসুমি বৃষ্টি

সালমান রুশদির ১৯৮১ সালের উপন্যাস 'Midnight's Children'-এ মৌসুমি বৃষ্টি একই সঙ্গে প্রকৃত আবহাওয়া এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের অস্থিরতার রূপক। রুশদির উপন্যাসে বৃষ্টি যেন এক জীবন্ত পৌরাণিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়— যা নিপীড়ন ঘটাতে, রূপান্তর করতে এবং বন্ধ্যা জমিতে ফসল ফলাতে সক্ষম। তাঁর বৃষ্টি সদ্য-স্বাধীন ভারতের আতিশয্য ও বিশৃঙ্খলার প্রতীক— জাদু- বাস্তববাদের আলোয় যা সমগ্র আখ্যানকে এক অন্য মাত্রা দেয়।

গার্সিয়া মার্কেসের জাদুময় বৃষ্টি

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'One Hundred Years of Solitude' (১৯৬৭)-এ বৃষ্টিকে অতিপ্রাকৃতিক মাত্রায় নিয়ে গেলেন। একটি অধ্যায় শুরু হয় এই বাক্যে— 'It rained for four years, eleven months, and two days.' (টানা চার বছর, এগারো মাস এবং দুই দিন ধরে বৃষ্টি পড়েছিল।)

বৃষ্টি এখানে জাদু-বাস্তববাদের অনন্য উপকরণ— ইতিহাসের চক্রাকার স্বভাবের আবহাওয়াগত রূপক।

জয়েসের বৃষ্টিতে উদ্ঘাটন

জেমস জয়েসের গল্প 'The Dead'-এ বৃষ্টির এক মর্মস্পর্শী আবেগঘন ব্যবহার রয়েছে। মাইকেল ফিউরি নামের এক তরুণ অসুস্থ অবস্থায় বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মৃত্যুবরণ করে। গ্রেটা স্মরণ করে বলে— 'I implored of him to go home at once and told him he would get his death in the rain. But he said he did not want to live.' (আমি তাকে অনুনয় করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যেতে এবং বলেছিলাম বৃষ্টিতে সে মরে যাবে। কিন্তু সে বলেছিল সে আর বাঁচতে চায় না।)

জয়েসের বৃষ্টি জীবন ও মৃত্যুকে, অতীত ও বর্তমানকে এক সুতোয় গেঁথে দেয়।

সর্বজনীন ভাষা

সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে বৃষ্টি চিরকাল প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি সেই বিরল সর্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতাগুলির একটি— প্রতিটি মানুষ কখনো না কখনো বৃষ্টিতে ভিজেছেন, তার পতন দেখেছেন, তার স্পর্শ অনুভব করেছেন। হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো লিখেছিলেন— 'Into each life some rain must fall,' এই সুতোয় গেঁথে আছেন সেই প্রাচীন মেসোপটেমীয় লেখক যিনি বন্যার গল্প পাথরে খোদাই করেছিলেন, বর্ষার উদযাপনে মগ্ন ভারতীয় লেখকেরা, জাপানি হাইকু কবিরা, আফ্রিকান ঔপন্যাসিকেরা এবং আমেরিকান আধুনিকতাবাদীরা। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে সমকালীন উপন্যাস পর্যন্ত বৃষ্টি সাহিত্যের পাতায় পাতায় ঝরে পড়ে— পরিশুদ্ধ করে, ধ্বংস করে, নবায়ন করে, আর মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে। তার পতনের মধ্যে আমরা নিজেদেরই দেখতে পাই।

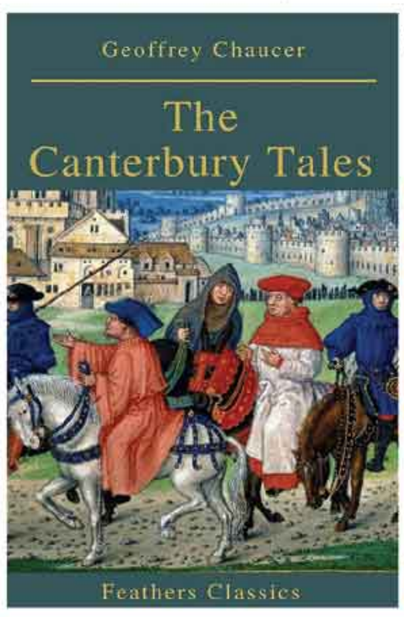

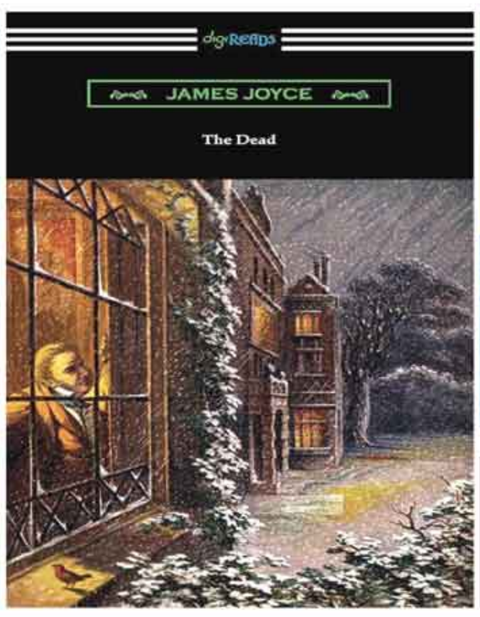

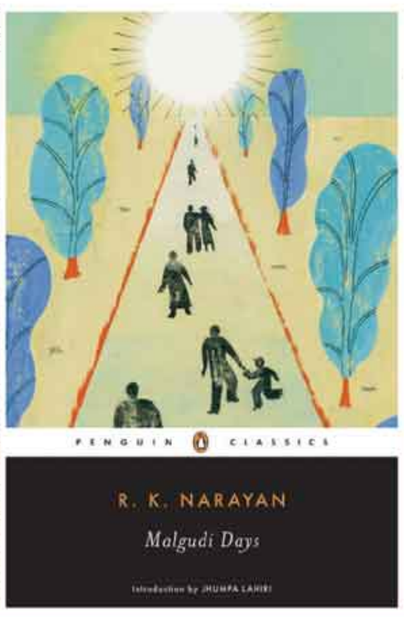

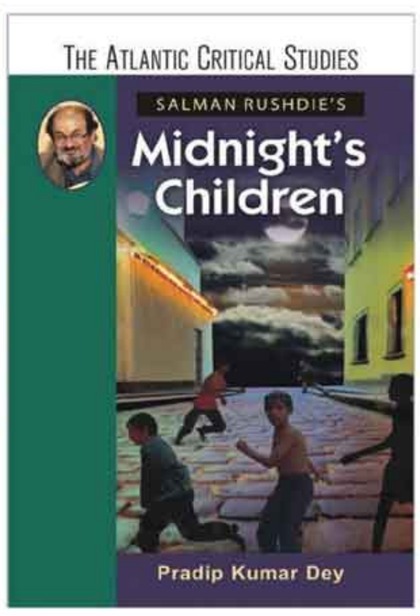

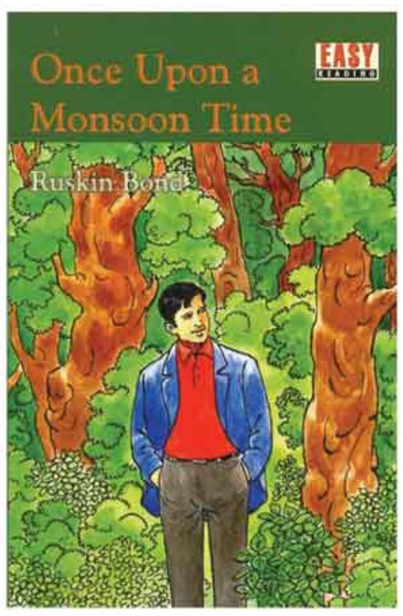

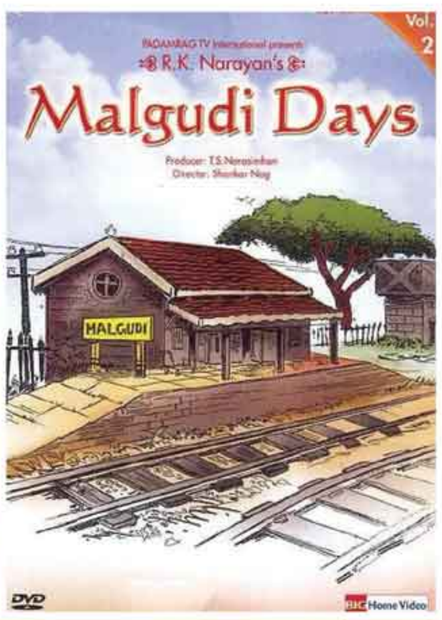

ধারাবাহিক 'স্মৃতিসফর' : ৮

শিলচরের লুপ্ত সময়

রণবীর পুরকায়স্থ

কালির বড়ি ও দোয়াত-কলম

ভুষো কালি ত্রিফলা বকুল গাছের ছাল হরীতকী আর ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি কালির নাকি অক্ষয় রূপ। সে সব দিনে নানা রকম ভেষজ কালি তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতির কথা শুনেছি কিন্তু ব্যবহার করেছি এক পয়সায় চারটি পিএম বাকচির কালির বড়ি। জলভরা দোয়াতে টুক করে একটি বড়ি দিয়ে দিলেই হল। যদি গাঢ় লেখা না বেরোয় তো দুটো। কালির দোয়াতও পাওয়া যেত অনেক রকম, কাচের সস্তা দোয়াতে কালো কালি বোঝা যেত লালকালিও বোঝা যেত। আর একরকম চিনামাটির দোয়াত ছিল যা উলটে দিলেও কালি পড়ত না। অন্য দোয়াতে সোজা করে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতাম, আর চিনামাটির দোয়াতে উলটো করে দড়ি বাঁধতে হত। স্কুলে ডেস্কের উপর চারটি চৌকো গর্ত থাকত দোয়াত রাখার জন্য। দাঁত চেরা নিবের কলম ছিল দামি কমদামি, আমার মা-দিদিমার হাতের লেখা ছিল ছাপার মতো, বাবা বলতেন মুক্তোর মতো। দিদিমার কালো কলমটির ওপর লোভ ছিল আমার ছোটোবেলা থেকে, ছোটো একটি হাঁস খোদাই করা কালো কলমটির নাম ছিল সোয়ান। পাইনি, আমি হাপিস করার আগে কে যেন মেরে দিয়েছে। তবে সোয়ান দিয়ে লেখা না হলেও চৈনিক সোনালি উইং সাং দিয়ে লিখেছি, সেই কলমটিও চুরি যায় কলকাতার বাস থেকে। তখন কাঠের কলম ছিল ছয় ইঞ্চির, ছোট থেকে বড়, বড় মুখের গর্তের ভিতর ধাতব পাত ঢোকানো থাকত, যেখানে সাপের জিহ্বার মতো নিব ভরে দোয়াতে চুবিয়ে লিখতে হত। এক পয়সায় একটি পিতলের নিব। রাজহাঁসের পালকও পাওয়া যেত, বড়রা ব্লেড দিয়ে কেটে না দিলে প্রস্তুত হত না, তাই দেখতে সুন্দর কলমটা দিয়ে লেখা হয়নি। বড় হয়ে কলম নিয়ে একটি ধাঁধা খুব শুনতাম—

'কৃষ্ণমুখী ন মার্জারী
দ্বি জিহ্বা ন চ সর্পিনী
পঞ্চ ভর্ত্রী ন পাঞ্চালী
যো জানতি সঃ পণ্ডিতঃ।'

কালি থেকে কাগজ-কলম পর্যন্ত এই পরিবার লেখালেখির সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে হাজার হাজার বছর, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ডট পেনের উদ্ভাবনে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়, তার পর কম্প্যুটার ওয়ার্ড অভ্র কত রকমের বহিঃশত্রুর আক্রমণে কালি-কলম রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে এখন ধ্বংসের দিন গুনছে।

চিঠি

'অ পদো দূরগামী চ
সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ।'

পা নেই তবু কত দূরে দূরে ভ্রমণ করত চিঠি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতার লাটভবন থেকে আমার ঠাকুর্দার নামে একটা চিঠি এসেছিল। সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া আমার পিতামহ রজনীকান্ত পুরকায়স্থর বেতন এক পয়সা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালীন সিলেট জেলার ছাতক পরগনার

রাউলি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। সন-তারিখ আর সঠিক বয়ান এখন মনে নেই, কারণ আমরা চিঠিটি হারিয়ে ফেলেছি। এখনও খুঁজি। এর পর যে চিঠিটি এখনও মনে করে রেখেছি তা হল রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চিঠি। বাঙালির চিঠি লেখার উত্তরাধিকারও তো বহন করেছে রবীন্দ্রনাথ থেকেই। প্রোষিতভর্তৃকার একমাত্র অবলম্বনই তো ছিল চিঠি, লিপিকা। প্রথম প্রেমের চিরকুটটি দূরগামী না হলেও দুরুদুরু বক্ষের অনিশ্চয়তাগামী তো বটে। প্রেয়সী প্রাণপ্রিয়া সম্বোধিত প্রোষিতপ্রিয়াকে লেখা নীলখামের উপর এভিয়ন লেখা চিঠির নির্ভরতা এখনকার প্রেমিকের কোথায়। পরম কল্যাণীয় সম্বোধন এখনকার পিতা-মাতারা জানেন না, পুত্র-কন্যারা জানে না 'শ্রীচরণেষু'। 'চরণকে শ্রী বলিলে যে কী হয় তাহা তুমিও জানো না আমিও জানি না' জ্যাঠামশাইর এমত বাণীর রসাস্বাদন করিবে কে। ইঁদুর ও উইয়ে কাটা চিঠির পাহাড় এখনও ফিরিয়ে নিয়ে যায় বয়সের সেই সময়ে। আমার এক বন্ধু-পত্নী আমার চিঠি দিয়ে একটি বই সম্পাদনার কথা ভেবেছিলেন, সম্পর্কের মাধুর্য কমে যাওয়ায় এখন আর ভাবেন না। বিয়ের আগে হবু স্ত্রীকে লেখা চিঠির প্রথম পাঠিকা ছিলেন আমার স্ত্রীর বান্ধবী, এখনও মুগ্ধ। এখনও অধরা সময়ের দীপরক্ষী। প্রথম চাকরি পেয়ে শিলচর থেকে চলে যাই ডিগবয় তারপর অনেক জায়গা ঘুরে ডিব্রুগড়। একা থাকতে থাকতে শক্তিদাকে লিখলাম চিঠি এক লাইনের, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিদা মানে কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীও জবাব দিলেন এক লাইনের। সেই সময় বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়, কারণ যে যার মতো চাকরি বাকরি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক যোগাযোগহীন। এর মধ্যে এক বন্ধু জেগে ছিল। ঘুমাতে দেয়নি আমাকেও, একতরফা ভাবে সপ্তাহে একটা দুটো কখনও তিনটে চিঠি লিখে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত। বলছি না এখনকার মোবাইল এসএমএস হোয়াটসঅ্যাপ খারাপ কিন্তু চিঠি তো নয়।

(ক্রমশ)

অপরজন্ম

(কলকাতা পর্ব)

সমরজিৎ সিংহ

৭৩

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ছেড়ে চলে গেলাম দুর্গানগর, দিলীপকান্তির ওখানে। বারবার বলছিল, চলে এসো। কিছু ট্যুইশনি করলে দিব্যি চলে যাবে তোমার। আর, আমারও একাকীত্ব কেটে যাবে।

আমারও করার তেমন কিছু ছিল না। লোকেন চক্রবর্তীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সেই রাতের পর। তার কোনও দোষ নেই। সব আমার দোষ। এতজন বন্ধু নিয়ে এভাবে হানা দেওয়া উচিত হয়নি। আমার স্ট্রিক্ট হওয়া দরকার ছিল, হতে পারিনি। এটা কেউ মেনে নেবে না।

নিশীথ অবশ্য বলেছে, এটা হবার কথা ছিল। আমরা সকলেই হাভাতে। আর, তোমার ওই লোকেনবাবুরও কোনও উদ্দেশ্য ছিল, যা তুমি পূরণ করতে পারনি।

কি উদ্দেশ্য ছিল লোকেন চক্রবর্তীর, আমি বুঝতে পারিনি? না কি আমার বোধশক্তি একেবারেই কম! পত্রিকা বের করার কথা কি মিথ্যে ছিল? না কি সবটাই অনুকম্পা ছিল?

কলকাতা কেন, শিলচরেও ছিল আমার জীবন মানুষের অনুকম্পানির্ভর! তপোধীর ভট্টাচার্য থেকে বরুণকুমার সিংহ, সবাই অনুকম্পা করে গেছেন আমাকে। কলকাতাতেও তাই। কোনও যোগ্যতা নেই বেঁচে থাকার। ভেবেছিলাম, সুইসাইড করব। পারলাম না করতে। আত্মহত্যা করারও যোগ্যতা লাগে। করে দিল এক ট্যুইশন। ক্লাস এইটের ছাত্রী। বাসন্তীদির আত্মীয়া। সে গল্পে পরে আসছি।

দুর্গানগরের পরের স্টেশন বিরাটি। হেঁটে যাওয়ার পথ। আর একদিকে নিমতা। দমদম ক্যান্টনমেন্ট পেরিয়ে আসতে হয় এই দুর্গানগর। ছোট জনপদ। অধিকাংশ লোক ওপারের। সম্ভবত উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। তারপর বসতি গড়েছে এখানে। বেশিরভাগ লোক শ্রমিক শ্রেণির। একটা গোটা পাড়ার সবাই সেলাইয়ের কাজ করে। বিশেষ করে মহিলারা। কোম্পানি তাদের কাপড় দেয় আর তারা সেলাই করে ব্লাউজ। আর কয়েকজন কাচের কারখানায় কাজ করে। কয়েকজন অবশ্য চাকরি করছেন। তাদের একজন বাসন্তীদির দাদা লোকনাথ দাস। বরিশাল থেকে এসেছেন তাঁরা।

বিকেলের দিকে চলে যাই কলেজস্ট্রিট এলাকায়। ঢুঁ মারি কফিহাউসে। দেখা হয় পার্থপ্রতিমদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে যুগান্তর পত্রিকা অফিসে যাই প্রফুল্ল রায়ের কাছে। টুকিটাকি লেখার কাজ দেন তিনি। যৎসামান্য টাকা পাই। তাতে হাতখরচ হয়ে যায়। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য ভালো একটা কাজ দরকার। হন্যে হয়ে খুঁজছি তাও।

এভাবেই কাটছিল দিন। এর মধ্যে, একদিন, সকালে, দশটা নাগাদ, দরজায় নক করল কেউ। দিলীপকান্তি নেই। হোমিওপ্যাথি কলেজে ক্লাস ছিল সেদিন। শ্যামবাজার এলাকায় তার কলেজ। সপ্তাহে তিনদিন যায় কলেজে। আজও গেল সকাল আটটায়।

দরজা খুলে চমকে উঠলাম।

ধারাবাহিক আত্মজীবনী—৭১

আমার তা নেই।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমার এই জন্ম কেন? মা চেয়েছিলেন সন্তান হোক তাঁর। এই সন্তানকামনা এবং আশ্রয়ের লোভে এক বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর। যদি সেই বিয়ে না করতেন, বেঁচে যেতেন তিনি। দাসীর জীবন কাটাতে হত না। বরের হাতে মারধোর খেতে হত না তাঁর। জন্ম হত না আমারও।

এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সইবার পরও বাবাকে ভালোবাসতেন প্রাণের অধিক। মা'র এই মনস্তত্ত্ব বোঝা খুব কঠিন। এ কি ভারতীয় নারী বলে?

দিলীপকান্তি আমাকে দেখে খুব খুশি। বলল, ভালো করেছ এসে। এবার নতুন করে শুরু কর। অতীত ভুলে যাও। প্রেমে প্রত্যাখ্যান হয়ে থাকে। মাধবীরও অধিকার রয়েছে, তার পছন্দসই মানুষ খুঁজে নেওয়ার। হয়তো তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে আর কেউ। আর কোথাও।

দিলীপকান্তিও ভাগ্যান্বেষী তবে বিচিত্র তার জীবন। তার অকপট স্বীকারোক্তিগুলি কখনও ভুলব না। সব ছেড়ে দিয়ে এখন হোমিওপ্যাথি পড়ছে। ডিগ্রি হাসিল হলে ফিরে যাবে করিমগঞ্জ। তার নিজের বাড়িতে।

করিমগঞ্জ এক ছোট্ট মফস্সল শহর। বরাক নদীর পাড়ে এই শহর। ওপারে বাংলাদেশ। মানে শ্রীহট্ট। ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগের ফলে যাদের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হয়েছে, তারা এই শ্রীহট্টবাসী। সিলেটি নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে তারা।

দিলীপকান্তিও সিলেটি। আমার জন্মস্থান কৈলাসহর অবিভক্ত ভারতের সিলেটের এক অংশ হলেও তা ছিল ত্রিপুরার রাজার অধীনে। জন্মসূত্রে মণিপুরি কিন্তু বাংলায় কথা বলতে হলে এই সিলেটিদের ভাষাতেই বলতাম কথা। অনেক সিলেটিদের ধারণা এই সিলেটি ভাষা বাংলার থেকে পৃথক। অথচ তা নয়। বাংলা ভাষার স্থানভিত্তিক এক রূপ এটা। যেমন নোয়াখালি, ঢাকাইয়া বা চিটাগাঙের লোকেদের ভাষা।

দুর্গানগর রেল স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয় দিলীপকান্তির ঘর। ঘরে যাবার আগে পড়ে তার চেম্বার। সেই চেম্বারে পরিচয় হল বাসন্তীদির সঙ্গে। এক চাপা মধুর সম্পর্ক ছিল দিলীপকান্তি ও বাসন্তীদির মধ্যে। একে কি প্রেম বলা যায়? কেউ কাউকে প্রপোজ করেনি কিন্তু দু'জনেই দু'জনের প্রতি দুর্বল।

আমার বেশ লাগত এই চাপা সম্পর্কটি। রোজ বাসন্তীদি এসে বসে থাকত চেম্বারে। রোগী তেমন হত না। ফাঁকা চেম্বার। রাস্তা থেকে দেখা যেত সব। দু'জন বসে রয়েছে মুখোমুখি।

এই বাসন্তীদি আমার জন্য ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাধবী। সকাল থেকে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ভিজে একাকার সে। কাঁধে বিশাল এক লাগেজ।

অবাক হয়ে ভাবছি, কীভাবে এই ঠিকানা পেল সে। পার্থপ্রতিম ছাড়া কাউকে বলিনি এই আস্তানার কথা! মেসের মালকিনকে ভাড়া চুকিয়ে এসেছিলাম অবশ্য। কিন্তু কোনও কাপড়চোপড় আনিনি। এমনকি বিছানাপত্তরও না। মাধবীর স্মৃতি নিজের কাছে রাখতে চাইনি।

সেসব নিয়ে এসেছে মাধবী।

বললাম, 'ছেড়ে চলে গেছ। এসব এনে কি তামাশা করতে এসেছ? অনেক অনুকম্পা করেছ আমাকে। আর কর না, দোহাই তোমার।'

কিছু বলল না সে। মাথা নিচু করে রইল।

মাধবীর সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। একটা তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'মুছে ফেল। এ ঘরে মেয়েদের কোনও কাপড় নেই। থাকলে শাড়ি পালটে নাও বলতাম।'

তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছল তার শরীর এবং মুখ। বলল, 'বিছানাপত্তর ফেলে এসেছ কেন? মেসে গিয়ে জানলাম, চলে এসেছ তুমি সব রেখে।

'কী করব সেসব দিয়ে? তোমার অনুকম্পার ভার আর বইতে পারছিলাম না।'

'অনুকম্পা? তাই মনে হল তোমার? আর কিছু চোখে পড়েনি?'

ঘণ্টা দুয়েক ছিল মাধবী। কেন এসেছিল, তা কিন্তু বলল না। বিছানাপত্তর ফিরিয়ে দিতে আসা তো বাহানা মাত্র। এতদিন কোনও সম্পর্ক রাখেনি। এড়িয়ে গেছে। আমার যন্ত্রণা একান্ত আমার। তার নয়। এটা উপলব্ধি করতে সময় লেগেছে আমার।

স্টেশন অবধি এগিয়ে দিলাম তাকে। এই প্রথম লক্ষ করলাম, হিমশীতল এক স্রোত বইছে আমার সারা শরীরে। মাধবীকে বড় অচেনা লাগছে আজ। মাধবী কী ভাবছে, জানি না। হয়তো সেও এরকম কিছু অনুভব করছে। সারা পথ কেউ কথা বলিনি। চুপচাপ হেঁটে এসে পৌঁছলাম স্টেশনে।

কয়েক মিনিট পর ট্রেন এল। সে ট্রেনে চাপতে চাপতে বলল, 'ভালো থেক, সমরজিৎ। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। ভুলে যেও না এটা।'

ট্রেন চলে গেল। আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল চিরতরে। মাধবী কি সম্পর্কের ইতি টানতে এসেছিল? না কি কিছু বলতে এসেছিল?

ঘরে ফিরে মনে হল, জ্বর এসেছে। হাত-পা প্রচণ্ড গরম। শীত করছে খুব। একটা বেডশিট গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

(ক্রমশ)

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে

দেবোপম বিশ্বাস

পূর্ব প্রকাশিতের পর

৫

আমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা কেবল সাহিত্যরচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উৎকর্ষের শিখর ছুঁয়েছে কলাবিদ্যার নানা ক্ষেত্রে, যার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হল তাঁর রচিত সঙ্গীত। বাঙালিকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর গান গাইতেই হবে— এমন প্রত্যয়ের অধিকারী যিনি, নিজের জীবনের ঘটনাবলি কেমন প্রভাব ফেলেছিল তাঁর গানে, এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হওয়াটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তা এই সূত্রেই দেখা যাচ্ছে, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মৃণালিনীর গুরুতর অসুস্থতার সময় থেকে ২৩ নভেম্বর তাঁর প্রয়াণ এবং এরও পরে বেশ কিছুদিনের জন্য একেবারে রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রগানের অবিরল ধারা। গান রচনা আবার আরম্ভ হল ১৯০৩-এর জানুয়ারিতে। মূল উপলক্ষ্য ছিল ২৫ জানুয়ারির মাঘোৎসব। সেদিন সকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনের অনুষ্ঠানে গীত ২৩টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে মোট ১৩টি ছিল নতুন গান, একটি বাদে যার সবকটিই পূজা পর্যায়ভুক্ত। এই গীতিগুচ্ছের গানগুলি হল— 'স্বপন যদি ভাঙিলে', 'মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে', 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু', 'দুঃখরাতে, হে নাথ', 'আনন্দ তুমি স্বামী', 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া', 'মন্দিরে মম কে', 'বাজাও তুমি কবি', 'শূন্য হাতে ফিরি হে, নাথ', 'নিবিড় ঘন আঁধারে', 'আমারে করো জীবনদান'

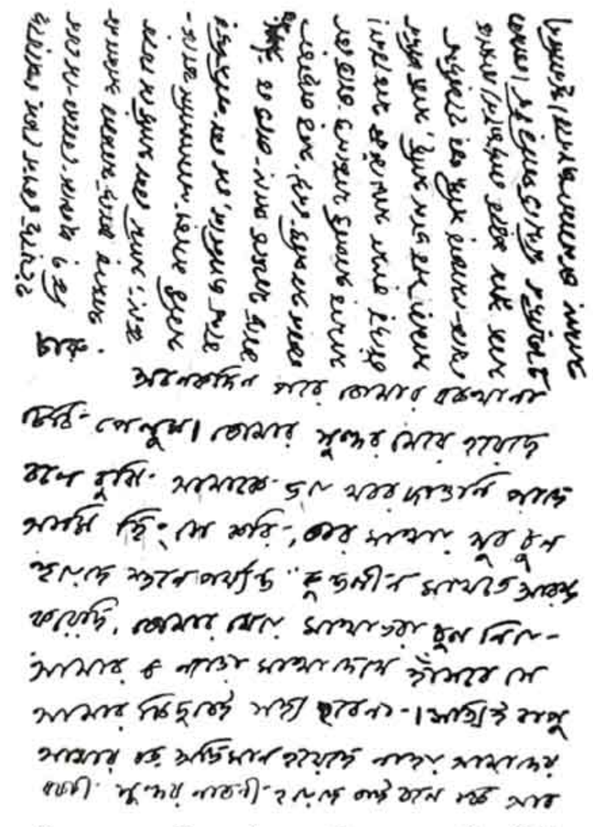

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী চারুবালা দেবীকে লিখিত কবি-পত্নীর চিঠি।

কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি দুর্লভ আলোকচিত্র।

ও 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে'। আবার কবির সৃষ্টিশীল স্বভাব যে জীবনের এই দুর্যোগ-পর্বেও নব নব উদ্ভাবনে সক্রিয় ছিল, তার উল্লেখ মেলে শান্তিদেব ঘোষের লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'এই তালিকার 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' এবং 'নিবিড় ঘন আঁধারে'... গান দু'টির তাল সম্পূর্ণ নতুন এবং গুরুদেবেরই নিজস্ব সৃষ্টি। প্রথম গানের তালের নাম দেওয়া হয়েছে 'একাদশী', তালটি পুরো ১১ মাত্রার এবং ৩।২।২।৪ মাত্রা-ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়টির নাম 'নবতাল'— মোট ৯টি মাত্রায় বিভক্ত, এর মাত্রা ভাগ হলো ৩।২। ২।২। নতুন তালে গান রচনার চেষ্টা এর পূর্বে গুরুদেব আর করেননি। 'গভীর রজনী' গানটিতে অপ্রচলিত 'রূপকড়া' তালটি গুরুদেব এবারেই প্রথম ব্যবহার করলেন।'

যাই হোক, এই গানগুলিতে বিচ্ছেদ-বেদনার ছায়া যেমন স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে, তেমনই আবার এও প্রতিভাত হয় যে এই অনুভূতি তাঁকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে তোলেনি, বরং পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধ্রুবতারা জেনে তিনি শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে যাবার প্রয়াস করেন ব্যক্তিগত দুঃখের অতলান্ত গহ্বর, অবিচল থাকেন তাঁর অভীষ্ট কর্মে। বস্তুত, 'চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে—/যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে'-র মানসিক অস্থিরতা থেকে শুরু করে 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে। /ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে'-র প্রার্থনাপর্বটি পেরিয়ে কবি সেই অভীষ্টের ডাক শুনতে পান হৃদয়ে— 'দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—/জাগি হেরিনু তব প্রেমমুখছবি', আর তাঁর এই মানসযাত্রার শেষে পৌঁছান সেই আনন্দলোকে, যেখানে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।। /... নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ— / সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে'। এমনি করে জীবনের দুঃখদিনেও অন্ধকারের সমস্ত কালিমা মুছে ফেলে আলোরই জয়গান তিনি গেয়ে গেছেন বারবার, কারণ তিনিই তো রবীন্দ্রনাথ।

আবার সব শেষে এও মনে হয় যে অমৃতের অধিকারী হলেও তিনি তো ছিলেন পার্থিব জগতেরই বাসিন্দা। তাই মানবিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি জীবন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হওয়া কি আদৌ সম্ভব, অন্তত তাঁর মতো সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের পক্ষে? এর উত্তরও আমরা পেয়ে যাই, যখন দেখি যে অনেক পরে, জীবনের উপান্ত-বেলায় পৌঁছে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, '...তিনি (মৃণালিনী) চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পর ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে, কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়।... তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হ'ত জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ জমে উঠতে থাকে... ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়,... সে তো আর যাকে তাকে হয় না।' সত্যি, কবির জীবনে আত্মীয়-পরিজনের অভাব ছিল না, অভাব হয়নি সুহৃদজনেরও, কিন্তু যিনি কবির ছায়ায় নিজেকে বিলীন করে সংসারটি ভরে দিয়েছিলেন সেবা মাধুর্য আর ভালোবাসায়, তাঁর শূন্যস্থান অপূর্ণই থেকে গেছে আজীবন।

তবু তাঁর কাছে মৃত্যু তো কেবল চিরতরে হারিয়ে যাওয়া নয়, অন্তরের অন্তস্থলে ফিরে ফিরে আসাও। তাই হয়তো একবার অমলা দাশকে বলেছিলেন, 'তিনি (মৃণালিনী) এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।' প্রকৃতপক্ষে কবি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার পটভূমিতেও যাঁর সঙ্গলাভের প্রত্যাশী ছিলেন শেষ পর্যন্ত, তিনি আর কেউ নন কবিপত্নী ছাড়া, জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে যিনি কবি-জীবনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন প্রকৃতই এক 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী' রূপে।

(সমাপ্ত)

ত্রিপুরায় অন্য রবীন্দ্রনাথ

পান্নালাল রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রসাহিত্যে ত্রিপুরা

একটি স্বপ্নলব্ধ গল্পের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কেমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়লেন সে যেমন এক চমকপ্রদ কাহিনি, তেমনই রবীন্দ্রসাহিত্যে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মানবিক মূল্যবোধের উপন্যাস 'রাজর্ষি'-কে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক উপাদানে পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সেজন্য মহারাজা বীরচন্দ্রের কাছে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালীন ইতিহাস চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে শেষপর্যন্ত কতটুকু ইতিহাস রক্ষিত হয়েছে? 'রাজর্ষি' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'বিসর্জন' নাটক। আবার ত্রিপুরার রাজার অমরমাণিক্যের ঘটনা নিয়ে তিনি

লিখেছেন গল্প 'মুকুট', নাট্যরূপও দিয়েছেন তার। রবীন্দ্রসাহিত্যে ত্রিপুরার এই অবস্থান একদিকে যেমন উজ্জ্বল দিয়েছে ত্রিপুরাকে, তেমনই ইতিহাস অনুসন্ধানে এক নতুন দিগন্তও যেন খুলে দিয়েছে তা। আজ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'রাজর্ষি'-র গোবিন্দমাণিক্য কি সত্যিই এক ঋষিতুল্য রাজা ছিলেন? তিনি কি ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এড়াতে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন? না কি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন? 'মুকুট'-এর অমরমাণিক্যের পুত্র কি আরাকান রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুকুট এনেছিলেন? না, ত্রিপুরার রাজকুমারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মগ নৃপতি গুপ্তচর মারফত গজদন্ত মুকুট পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরা শিবিরে?

এইভাবে ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান কখনো কল্পকাহিনির বেড়াজালে রুদ্ধ হয়ে যায় তার স্রোত। তবু সাহিত্যে অমর হয়ে থাকে কোনও কোনও চরিত্র। ইতিহাস যেন সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। হয়তো বা 'রাজর্ষি'-র গোবিন্দমাণিক্য এমনই এক চরিত্র। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি স্বপ্নলব্ধ গল্পকে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক উপাদানে পুষ্ট করে যে 'রাজর্ষি' আমাদের দিয়েছেন তাই যেন ত্রিপুরার আসল ইতিহাস হয়ে আছে এবং বলা যায় এর মাধ্যমে যেন ত্রিপুরা ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছে। আরও দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে গবেষণা হবে। হয়তো পাদপ্রদীপের সামনে আসবে 'রাজর্ষি', তার কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্য। কোনটা ইতিহাস আর কোনটা নয়— তা নিয়ে আলোচনার জানালাটাও খোলা থাকবে। গল্প এবং নাটক 'মুকুট'-এর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। ত্রিপুরার ইতিহাসে অমরমাণিক্য এক বীর নৃপতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু আরাকান রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় একটি মুকুট ঘিরে পুত্রদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত অমরমাণিক্যের রাজত্বের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কিন্তু 'মুকুট'-এর ঐতিহাসিক উপাদান কতটা সঠিক ইতিহাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা নিয়েও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁর গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটকে চরিত্র সহ পটভূমি বাছতে কেন ত্রিপুরার দিকে দৃষ্টি দিলেন অর্থাৎ ত্রিপুরা কেন তাঁকে আকৃষ্ট করল সেটা এক প্রশ্ন। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে, ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কোনও এলাকার ঐতিহাসিক উপাদানও তো সে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারত। সম্ভবত ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কারণেই ত্রিপুরা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্র থেকে তাঁর প্রপৌত্র মহারাজা বীরবিক্রম— ত্রিপুরার এই চার মাণিক্য রাজার সঙ্গেই কবির যোগাযোগ ছিল। একটি স্বপ্নলব্ধ গল্পকে ঐতিহাসিক উপাদানে পুষ্ট করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যকে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রথম পত্র দিয়েছিলেন। যদিও 'রাজর্ষি'-র জন্য এই পত্র-সূত্রেই কবির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের যোগাযোগের সূত্রপাত, তবু তার আগে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

(ক্রমশ)

আর্জেন্টিনা সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে অনুশীলনে মেসি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : লিওনেল মেসি এবং নেইমার জুনিয়র। বিশ্ব ফুটবলের দুই নক্ষত্র। প্রথমজন তো বটেই, হয়তো দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রেও এটাই শেষ বিশ্বকাপ। তবে কেরিয়ারের সম্ভাব্য অন্তিম 'মহাযুদ্ধ' নামার আগে আলোচনা চলছে দু'জনের চোট নিয়ে। অবশ্য এখন দু'জনের ক্ষেত্রে ছবিটা ভিন্ন। মেসি বল পায়ে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। নেইমার আগামী সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরতে পারেন। তবে তা হবে যদি স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক থাকে।

মে মাসের শেষদিকে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় মেসির চোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এমএলএসে ম্যাচের মাঝে পায়ে অস্বস্তি হওয়ায় মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিন মহাতারকা। তবে পরবর্তীতে জানা যায়, চোট লাগেনি মেসির। বরং পেশির ক্লান্তি সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন তিনি, যা ঠিক হয়ে যাবে পর্যাপ্ত বিশ্রামেই। গত সোমবার থেকে কানসাস সিটিতে শুরু হয়েছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ শিবির। সেখানে যোগ দিলেও দলের সঙ্গে অনুশীলনে আসেননি মেসি। বরং জিমে নিজের মতো করে প্রস্তুতি সারছিলেন। অবশেষে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত থেকে দলের সঙ্গে বল পায়ে নেমে পড়েছেন তিনি। এর আগে হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। তবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলিতে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে মেসির। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে তেমন কোনও আশঙ্কা নেই। অবশ্য একা মেসি নন, চোটসমস্যা নিয়ে কোচ লিওনেল স্কালোনির শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন আরও কয়েকজন তারকা। যেমন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, ক্রিস্টিয়ানো রোমেরো, নাহুয়েল মোলিনা, গঞ্জালো মন্টিয়েল, নিকো গঞ্জালেজ, থিয়াগো আলমাদা এবং নিকো পাজ। এদের মধ্যে অধিকাংশই

রিহাব-পর্ব শেষ করে দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। বাকিরা এখনও চোট সারানোর প্রক্রিয়ায় মধ্যে রয়েছেন। যেমন গোলকিপার মার্টিনেজ। তাঁর ডান হাতের আঙুল ভেঙেছে। ফলে এখনও পুরোদমে অনুশীলনে নামেননি তিনি। এমনকী আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে মার্টিনেজের খেলার সম্ভাবনাও নেই।

এদিকে, নেইমারের চোট বেশ গুরুতর। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে 'গ্রেড ২ টিয়ার' হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি তাঁকে স্কোয়াডে রেখেছেন। দলের সঙ্গে কলম্বিয়া পার্কের 'বেস ক্যাম্পে' নেইমার চলেও এসেছেন। তবে এখনও শুধু জিমে সময় কাটাচ্ছেন সান্তা সুপারস্টার। দলের সঙ্গে তো দূর, একাও বল পায়ে অনুশীলন করছেন না। ব্রাজিল শিবির সূত্রে খবর, আরও দু'সপ্তাহ সময় লাগবে নেইমারের ফিট হতে। কোচ আন্সেলোত্তি অবশ্য মনে করছেন, আগামী সপ্তাহে মাঠে নামতে পারেন তাঁর সেরা অস্ত্র।

নেইমারের পরিস্থিতি বিশেষ জটিল নয়। আপাতত একা অনুশীলন করছে ও। এই সপ্তাহের শেষে ওর চোটের স্ক্যান হবে। আর রিপোর্ট যদি ঠিক থাকে, তবে আগামী সপ্তাহে দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে নেমে পড়বে, বলে দিয়েছেন আন্সেলোত্তি। মিশরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে অবশ্য নেই নেইমার। মরক্কো ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে নামছে ব্রাজিল। সে ম্যাচে নেইমারের খেলার সম্ভাবনাও বেশ কম।

ইটখলা এসি-র বর্ধিত কক্ষের উদ্বোধন করলেন ভুবনেশ্বর কলিতা

শনিবার ইটখলা এসি-র বর্ধিত পাবলিক কমিউনিটি ভবনের ফলক উন্মোচন করার পর প্রাক্তন সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল, প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি বিমলেন্দু রায়, মুলচাঁদ বৈদ, প্রণয় কুমার বণিক ও দীপন দেওয়ানজি।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় শিলচরের ক্রীড়া পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ে দিল ইটখলা অ্যাথলেটিক ক্লাব। ক্লাবের ঝাঁ চকচকে পাবলিক কমিউনিটি বিল্ডিংয়ে বর্ধিত সভা কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন সাংসদ (রাজ্যসভা) ভুবনেশ্বর কলিতা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্য অতিথি ভুবনেশ্বর কলিতাকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন ইটখলা এসি-র সভাপতি রতন সিং। স্মারক হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেন মেমেন্টো। উপস্থিত সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ পালকে বরণ করেন উদয় সিং। এরপর এক এক করে বরণ করা হয় প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি বিমলেন্দু রায়, শিলচর পুরসভার প্রাক্তন সভাপতি শান্তনু দাস, শিলচর ডিএসএ-র আজীবন সদস্য মুলচাঁদ বৈদ, শিলচর প্লেয়ার্স ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রণয় বণিক ও জেলা বিজেপির মিডিয়া সেলের ইনচার্জ দীপন দেওয়ানজীকে। স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি, সংগঠনের পক্ষ থেকেও মুখ্য অতিথিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার বর্ষীয়ান ক্রীড়া সংগঠক আশুতোষ রায়।

স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি রতন সিং ক্লাবের দীর্ঘদিনের কার্যকলাপ তুলে ধরেন। জানান, খেলাধুলার উন্নয়নে কাজ করছে ইটখলা এসি। ২০২৪ সালে রাজ্য প্রিমিয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইটখলা এসি। এছাড়াও ক্লাবের ফুটবল কোচিং ও ক্রিকেট কোচিংয়ের অ্যাকাডেমি রয়েছে। ক্লাবের পরিকাঠামোর উন্নতি, মাঠের উন্নয়ন এবং খেলাধুলার উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টার জন্য প্রাক্তন সচিব তথা সিইও বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং-র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রতন সিং। বলেন, শুধু ক্লাবের জন্যই নয় সমাজের জন্যও কাজ করে যাচ্ছেন বিজেন্দ্র। নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিইও বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং জানান, ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইটখলা ক্লাবের। বলেন, আজ খুবই খুশির দিন। আগে দুর্গা মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে ইটখলা ক্লাবের সভা করা হত। এরপর ক্লাব ভবন তৈরির পর এই সমস্যা মিটে যায়। ভুবনেশ্বর কলিতার জন্য আজকের দিনে ৬৩ সিট বেড়েছে ভবনের।

বিমলেন্দু রায় ও দিলীপকুমার পালও বিজেন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠানে মুলচাঁদ বৈদ ও হাফিজুর রহমান বড়লস্কর দু'জনেই ক্লাবের জন্য একটি করে এয়ার কন্ডিশন মেশিন দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে বসবে 'চাঁদের হাট'! থাকবেন শাকিরা, বার্না বয়

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আসর ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। এবারের বিশ্বকাপ আয়োজন করছে তিন দেশ মেক্সিকো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকো সিটিতে। সেই ম্যাচের আগে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শাকিরা ও বার্না বয়ের হাত ধরেই সূচনা হতে চলেছে।

ফিফার তরফে জানানো হয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চ মাতাবেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা শাকিরা এবং নাইজেরিয়ান গায়ক বার্না বয়। তাঁরা পরিবেশন করবেন 'দাই দাই' গানটি, যা ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ডের সমর্থনে তৈরি এই গান ইতোমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মেক্সিকো সিটির স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর প্রায় ৯০ মিনিট আগে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। ফিফার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের একঝাঁক জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা উপস্থিত থাকবেন। সেই তালিকায় নাম রয়েছে আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ, বেলিন্ডা, বার্না বয়, ড্যানি ওশান, জে বালভিন, লিলা ডাউনস, লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেস, মানা, শাকিরা এবং টাইলার মতো তারকাদের।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা শুরু হবে মেক্সিকো থেকে। এরপর আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ফিফা জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও কিছু আন্তর্জাতিক শিল্পীর নাম ঘোষণা করা হবে।

ফিফা বিশ্বকাপ এবং শাকিরার সম্পর্ক বহুদিনের। ২০১০ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল গান 'ওয়াকা ওয়াকা'-র মাধ্যমে তিনি বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর হৃদয় জয় করেছিলেন। এবারও নতুন অফিসিয়াল গানের মাধ্যমে বিশ্বকাপের আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে প্রস্তুত কলম্বিয়ান এই সুপারস্টার।

ইতিহাস গড়তে চলেছে ২০২৬ বিশ্বকাপ

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ একাধিক কারণে ঐতিহাসিক হতে চলেছে। প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৪৮টি দল। এর আগে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে খেলেছিল ৩২টি দল। ফলে এবারের প্রতিযোগিতা আরও বড়, আরও দীর্ঘ হতে চলেছে। হবে আরও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হয়ে টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত।

ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তাই শুধু মাঠের লড়াই নয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও হতে চলেছে এক স্মরণীয় আকর্ষণ। বিশ্বসঙ্গীতের তারকাদের উপস্থিতিতে মেক্সিকো সিটি সেদিন পরিণত হবে এক মহা-উৎসবের মঞ্চে।

খোঁজের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্বাধীনবাজার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শিলচর খোঁজের পরেশচন্দ্র দত্ত ও জ্যোৎস্না দত্ত স্মৃতি প্রাইজমানি অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল টুর্নামেন্টে খেতাব জয় করল স্বাধীনবাজার এফসি। শনিবার সোনাই এনজিএইচএস স্কুল মাঠে বেঙ্গল টাইগার বাগপুরকে ২-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হল স্বাধীনবাজার এফসি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রথমার্ধ্ব থেকে যায় গোল শূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে শিবা দুধাধের গোলে এগিয়ে যায় স্বাধীনবাজার এফসি। এরপর ৫৭ মিনিটে মার্লো মার দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন। খেলা শেষে স্বাধীনবাজার এফসির হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তোলে দেন খোঁজ এনজিওর সভাপতি ডাঃ এম মাসুম, ডিএসএ শিলচরের প্রাক্তন সভাপতি বাবুল হোড় টাউন ক্লাব শিলচরের সহ-সভাপতি সুজন দত্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ক্রীড়া আধিকারিক বদর উদ্দিন মজুমদার, পরিতোষচন্দ্র দত্ত।

টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক পুরস্কার পেয়েছেন আহমাদুল আলম (স্বাধীনবাজার এফসি), সর্বোচ্চ গোলদাতা পুরস্কার কিরণ রণবীর সিং (সোনাই টাউন ১১), সেরা ডিফেন্ডার পুরস্কার তাহির আহমদ (স্বাধীনবাজার এফসি) ও সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় পুরস্কার পান গুলাম মোস্তফা (ইছারপার)। চ্যাম্পিয়ান দল স্বাধীনবাজার এফসি-কে ট্রফি সহ নগদ ১০ হাজার টাকা ও রানার্স দলকে ট্রফি সহ নগদ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সজল লস্কর ঘোষণা করেছেন আগামী শনিবার সোনাই অঞ্চলের সহযোগিতা করা রেফারিদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে ১২ জন রেফারি। বিশেষভাবে সম্মান প্রদান করা হবে বদর উদ্দিন মজুমদার ও জলিল আহমেদকে। এদিন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত ভট্টাচার্য, সুরজিৎ সোম, নীলোৎপল ধরচৌধুরী, জমির উদ্দিন, নিলয় পাল, কামাল লস্কর, তাহেরা লস্কর, রেজওয়ান খান প্রমুখ। গোটা টুর্নামেন্ট পরিচালনা করে সোনাই ফুটবল অ্যাকাডেমি।

রাহুল-গিলের শতরানে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম দিনেই দাপট ভারতের

চণ্ডীগড়, ৬ জুন : ওপেনার কেএল রাহুল এবং অধিনায়ক শুভমন গিলের দুর্দান্ত শতরান। পাশাপাশি বি সাই সুদর্শনের ঝকঝকে ৮১ রানের ইনিংসে ভর করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথম দিন শেষে ভারত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেল। শুক্রবার দিনের খেলা শেষে ভারতের স্কোর ৮৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৬৮ রান।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। তবে শুরুতেই আফগান পেসারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে কিছুটা চাপে পড়ে ভারতীয় ব্যাটাররা। যশস্বী জয়সওয়াল ৩২ বলে ২৪ রান করে পাঁচটি চার মারলেও মহম্মদ সেলিম সাফির বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। তখন ভারতের স্কোর ছিল ৪১/১।

এরপর রাহুল ও সাই সুদর্শন ইনিংস সামলানোর দায়িত্ব নেন। রাহুল শুরুতে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরেন। অন্যদিকে সাই শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং করেন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ৯৬/১।

দ্বিতীয় সেশনে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেন রাহুল ও সুদর্শন। রাহুল নিজের ২১তম টেস্ট অর্ধশতরান পূর্ণ করেন, আর সাই স্পিন ও পেস- দুই ধরনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই সাবলীল ব্যাটিং করেন। দু'জনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ১৩৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। শেষ পর্যন্ত সেলিম সাফির বলে ১০৪ বলে ৮১ রান করে আউট হন সাই সুদর্শন। তাঁর ইনিংসে ছিল একাধিক দারুণ শট। এরপর চার নম্বরে নেমে দ্রুত রান তোলেন অধিনায়ক গিল। চা-বিরতির সময় ভারতের স্কোর ছিল ২০৯/২।

দিনের শেষ সেশনে রাহুল নিজের ১২ তম টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন। তবে শতরান করেই থেমে যান তিনি। জিয়াউর রহমান শরিফির বলে উইকেটরক্ষক রহমানউল্লাহ গুরবাজের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিক ১০০ রানে ফিরে যান। উল্লেখযোগ্য, টানা তৃতীয়বার শতরানে পৌঁছেই আউট হলেন রাহুল।

এরপর গিল ইনিংসের হাল ধরেন। ধৈর্য ও আক্রমণাত্মক মানসিকতার সংমিশ্রণে তিনি নিজের শতরান পূর্ণ করেন। অন্য প্রান্তে ঋষভ পন্থ আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণ করে অপরাজিত অর্ধশতরান করেন। দিনের খেলা শেষে গিল ১০৩ রানে এবং পন্থ ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন। দু'জনে চতুর্থ উইকেটে শতরানের জুটি গড়ে ভারতকে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেন।

শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রীতি ম্যাচ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষার্থী এবং শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমির সাব-সেন্টার রামপুর ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে এক জমজমাট প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। আজকের প্রীতি ম্যাচ ছিল শক্তি, শিক্ষা এবং আনন্দে ভরপুর। ছেলেমেয়েরা প্রথম ম্যাচে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তা, মনোবল এবং দলীয় মনোভাব দেখিয়ে তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতে নেয়। অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে সকল খেলোয়াড়দের বিশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানানো হয়, যারা মাঠে উপস্থিত হয়ে, আবেগের সাথে খেলেছে এবং দলের জন্য নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। অভিভাবকদেরও সমান ধন্যবাদ, যাদের উপস্থিতি ও সমর্থন আমাদের তরুণ ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করে।

সি ডিভিশনে জয় উধারবন্দ লায়ন্সের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৬ জুন : শিশুতোষ বসাক স্মৃতি সি ডিভিশন ফুটবলে শনিবার উধারবন্দ লায়ন্স ২-১ গোলে হারিয়েছে প্রথম পল্লী ক্লাবকে। ম্যাচ শুরুর ১২ মিনিটে উধারবন্দ লায়ন্সের ফেডরিক পালা প্রথম গোল করেন। ২৯ মিনিটে প্রথম পল্লীর কৃতী সুন্দর দাস গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। কিন্তু ৩৫ মিনিটে উধারবন্দ লায়ন্সের মন্টি পাসলিম গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে যায় উধারবন্দ লায়ন্স। এদিনের খেলা পরিচালনা করেন নিরুপম দাস, আবু আব্বাস লস্কর, রাকিব লস্কর ও ইজাজ আহমেদ লস্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

১			■	২			৩
	■	■	■		■	■	
	■	৪	৫		৬	■	
৭				■		■	■
■	■		■	৮			৯
১০	■	১১	১২			■	
	■	■		■	■	■	
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি ১) বিবরণ, কাহিনী ২) ভীম, নেকড়ের মতো উদর ৪) চাঁদের কিরণ ৭) কারবার, ব্যবসায় ৮) সর্বস্তরের জনগণ বুঝাতে ব্যবহার হয় যে শব্দ ১১) বুদ্ধ দেব, সিদ্ধি লাভ করা পুরুষ ১৩) আলোড়ন বা উলট পালট ১৪) মরণশীল, যা মরে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়। **উপরনীচ :** ১) দেবগুরু আছেন সাত বারের মধ্যে ২) বেগুন গাছ ৩) সূর্যের কন্যা, যমুনা ৪) গরমের সময় এটা পান করলে তৃপ্তি পাওয়া যায় ৫) ঠাণ্ডা ঋতু ৬) জখম হয়ে শরীর থেকে রক্ত পড়া ৮) অগ্র ভাগ বা পূর্ববর্তীতে আগুন ৯) রৌদ্র, সূর্যের আলো ১০) এলোমেলো অক্ষর সাজালে গেইট হবে ১২) চপেটাঘাত।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) বাসন্তী ৩) অসম্ভব ৬) বন্ধ্যা ৭) দাম ৮) সহ্য ৯) শোনা ১০) ধরা ১১) পাক ১২) বেড়া ১৩) ছাত্র ১৪) শূল ১৫) সই ১৭) ডিবা ১৮) ভণ্ড ১৯) রক্তাম্বর ২০) মন্তব। **উপরনীচ :** ১) বাবরি ২) সন্ধ্যা ৩) অদাহ্য ৪) সম ৫) বর্ণনা ৮) সরা ৯) শোক ১০) ধড়া ১১) পাত্র ১২) বেল ১৩) ছাই ১৪) শূকর ১৫) সবায় ১৬) পাণ্ডব ১৭) ডিম্ব ১৮) ভক্ত।

মাহতাবুর রহমান

ভেঙে দিলেন শচীনের রেকর্ড! ১৫ বছর বয়সেই জাতীয় দলে বৈভব!

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : টিম ঘোষণায় বিরাট চমক। বয়স মাত্র ১৫। মাত্র দু'বছর হল আইপিএল খেলছেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বৈভব সূর্যবংশী বিশ্বমানের বোলারদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন যে, লর্ডসে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন ধারাভাষ্যকাররা তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছেন। আর এবার ইতিহাস গড়ে ফেললেন বৈভব। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সিনিয়র দলে সুযোগ পেলেন তিনি। পিছনে ফেললেন শচীনন তেন্ডুলকারকে। শচীনের সিনিয়র দলে অভিষেক হয়েছিল ১৭ বছর বয়সে। বৈভব এই কীর্তি গড়লেন ১৫ বছর বয়সেই। আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং এশিয়ান গেমসে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন বৈভব। বিশ্বকাপের পর ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল নতুন করে সাজানো হয়েছে। নতুন অধিনায়ক হয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। তবে চমক হিসেবে উঠে এসেছেন বৈভবই। ইন্ডিয়া-এ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছেন বৈভব। তবে আইপিএলের পরেই বৈভবের জন্য সুখবর এল। ভারতের সিনিয়র দলে সুযোগ পেলেন তিনি। আগামী মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে ভারতের। পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এশিয়ান গেমসও রয়েছে চলতি বছর। শনিবার একসঙ্গে দু'টি সিরিজ এবং এশিয়ান গেমসের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তিনটি সিরিজেই নাম রয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর। অন্যদিকে, নতুন অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আয়ারের নাম ঘোষণা করেছে বোর্ড। তবে এশিয়ান গেমস সহ বাকি দুটি সিরিজের টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন বেশ কয়েকজন বিশ্বকাপার। তাঁদের গত বিশ্বকাপেও খেলতে দেখা গিয়েছে।

বাদ পড়লেন সূর্য, নেতৃত্বে শ্রেয়স

মুম্বই, ৬ জুন : আসন্ন ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। আর এই দলে দেখা গেল এক বড়সড় রদবদল। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করে অবশেষে জাতীয় দলে ডাক পেলেন ১৫ বছর বয়সি রহস্য তারকা বৈভব সূর্যবংশী। অন্যদিকে, আইপিএল মরসুমে খারাপ ফর্মের কারণে দল থেকে বাদ পড়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী তারকা সূর্যকুমার যাদব। বিসিসিআইর অ্যাপেক্স কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সূর্যকুমারের জায়গায় ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রেয়স আয়ার। আয়ারল্যান্ড সফরে দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন তিলক বর্মা।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, সদ্য সমাপ্ত আইপিএল মরসুমে সূর্যকুমার যাদবের অফ-ফর্মই তাঁর দল থেকে বাদ পড়ার প্রধান কারণ। বিশ্বকাপজয়ী এই তারকাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ভারতীয় ক্রিকেটে বড়সড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর পরিবর্তে শ্রেয়স আয়ারের কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করায় আগামী টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দল নতুন রণকৌশল নিয়ে এগোবে বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি আইপিএলে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে ক্রিকেট মহলের নজর কেড়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। জুনের শেষে আয়ারল্যান্ড এবং জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যদি বৈভব মূল একাদশে খেলার সুযোগ পান, তবে তিনি হবেন ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। এর ফলে ভেঙে যাবে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের দীর্ঘদিনের রেকর্ড। তরুণ এই ওপেনারের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় ব্যাটিং লাইনে এক নতুন গতি ও আগ্রাসন যোগ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দল থেকে বাদ যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া সূর্যর!

মুম্বই, ৬ জুন : বিশ্বকাপ জিতিয়েও অধিনায়কত্ব রাখতে পারেননি, এমনকী দল থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। জোড়া ধাক্কা খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে সমাজ মাধ্যমে মুখ খুললেন 'হতভাগা' সূর্যকুমার যাদব। প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয় দলে প্রথম জায়গা পাওয়া বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও করেছেন বিশেষ পোস্ট। ইনস্টা স্টোরিতে বেশ কয়েকটি পোস্ট করেছেন। তিনি ভারতীয় দলের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'অত্যন্ত দক্ষ এই দলটিকে সামনের চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য শুভকামনা।' আরেকটি পোস্টে তিনি জাতীয় দলে প্রথম নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈভব সূর্যবংশীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বৈভবের উদ্দেশে সূর্যকুমার লিখেছেন, 'তুমি এটা নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেছ এবং সেটা দুর্দান্তভাবে! তোমার এই যাত্রাপথ দেখার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।' ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে শ্রেয়স আয়ারকে। তিনি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ভারতের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁকে আয়ারল্যান্ডে আসন্ন দুটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ইংল্যান্ডে পাঁচটি ম্যাচ এবং জাপানে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে হতে চলা এশিয়ান গেমসের জন্য অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

অন্যদিকে ঘরের মাঠে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর মাত্র তিন মাস পরেই খারাপ ফর্মের কারণে নির্বাচকরা সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। আইপিএলেও সেইভাবে দাপট দেখাতে পারেননি সূর্যকুমার। তবে এই সব কিছুর মধ্যেই একজনই নজর কেড়েছেন।

বিশ্বকাপে মাঠ দাপাবেন চার 'ভারতীয়'

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : জার্মানিতে বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিলেন বিকাশ ধোরাসু নামের এক মিডফিল্ডার। গায়ে ফ্রান্সের নীল জার্সি থাকলেও তাঁর রক্তে মিশেছিল ভারত। আসলে বিকাশের পূর্বপুরুষরা ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রামের বাসিন্দা। এতদিন তিনিই ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ভারতের একমাত্র 'প্রতিনিধি' ফুটবলার।

এবার বিশ্বকাপে চারটে দেশের স্কোয়াডে একজন করে এমন ফুটবলার আছেন, যাঁদের আত্মীয়তা রয়েছে ভারতের সঙ্গেও। তাঁরা হলেন নিউজিল্যান্ডের সরপ্রীত সিং, অস্ট্রেলিয়ার নিশান ভেলুপিল্লাই, কাতারের তাসিন মহম্মদ জামশিদ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর স্যামুয়েল মুথুস্বামী। মুথুস্বামীর বাবার দিকে পূর্বপুরুষরা একসময় তামিলনাড়ু থেকে পরিযায়ী হয়েছিলেন। মায়ের সূত্রে কঙ্গোর হয়ে খেলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপিয়ান ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২৯ বছরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার অতীতে ন্যান্ডেসের হয়ে ফ্রেঞ্চ কাপও জিতেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ৫৭ ম্যাচ খেলা মুথুস্বামী বিশ্বকাপে কঙ্গোর অন্যতম ভরসা।

আবার অকল্যান্ডের এক পাঞ্জাবি পরিবারে জন্ম নেওয়া সরপ্রীত বিশ্ব ফুটবলে বেশ পরিচিত নাম। বর্তমানে ২৭ বছরের এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার খেলেন অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের দল ওয়েলিংটন ফিনিক্সের হয়ে। অতীতে বায়ার্ন মিউনিখের মতো বিশ্বখ্যাত ক্লাবের জার্সিতেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে সরপ্রীতের। সপরিবারে নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দা হলেও পাঞ্জাবের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর। ২০১৮ সালে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে কিউয়ি রিজার্ভ

দলের হয়ে ভারতে খেলতে আসেন সরপ্রীত। গত কয়েক বছর ধরেই নিউজিল্যান্ডের অন্যতম ভরসা তিনি। বিশ্বকাপে কিউয়িদের প্রত্যাবর্তনের পিছনেও অবদান আছে সরপ্রীতের। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কান-তামিল বাবা এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মায়ের সন্তান নিশান অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ফুটবলে চেনা মুখ। মেলবোর্ন ভিকট্রির হয়ে 'এ' লিগে শতাধিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন ২৫ বছরের এই উইঙ্গার। বছর দু'য়েক ধরে জাতীয় দলে নিয়মিত খেলছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ম্যাচে চিন, ইন্দোনেশিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোলও করেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। পূর্বে উল্লেখিত তিনজনের তুলনায় তাসিন কিছুটা নবীন। কাতারের হয়ে খেললেও তাঁর পরিবার মূলত কেরলমের বাসিন্দা। তাসিনের বাবা জামশিদ কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন। কর্মসূত্রে কাতার যান তিনি। সেখানেই বড় হয়েছেন তাসিন। বাবার হাত ধরেই ফুটবল শেখা শুরু হয় তাঁর। কাতার স্টার লিগে আল দুহাইলের জার্সিতে নিয়মিত খেলেন ১৯ বছরের এই উইঙ্গার। জাতীয় দলের হয়ে খান তিনেক ম্যাচে মাঠে নেমেছেন এখনও পর্যন্ত। বছর দুয়েক আগে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কাতার-ভারত ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন তাসিন।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80